উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

রোহিণীর নিশানায় তেজস্বী ⏩ ৭

ফর্ম বিলি শেষ করতে নির্দেশ

এনুমারেশন ফর্ম বিলি রবিবারের মধ্যেই শেষ করতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জেলা শাসক এবং বিএলও-দের জানিয়ে দিয়েছে। ⏩ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

হাসিনা মামলার রায় আজ ⏩ ৭

৩০ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 178

অজয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে ক্ষোভ পদ্ম শিবিরে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৬ নভেম্বর : বিজেপি নেতা অজয় রায়ের গ্রেপ্তারিকে স্থানীয় রাজনীতিতে ইস্যু করতেই পারত পদ্ম শিবির। কিন্তু এখনও অবধি সেরকম কোনও উদ্যোগ নজরে আসছে না। উদয়ন গুহের শক্ত ঘাঁটিতে দলের পতাকা হাতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা অজয় সেই অর্থে পাশে পেলেনই না দলকে। শনিবার গুটিকয়েক বিজেপি নেতা এসপি'র সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটুকুই উদ্যোগ নজরে এসেছে। এখন পর্যন্ত অজয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে দিনহাটায় না হয়েছে সেভাবে আন্দোলন, না হয়েছে কোনও মিছিল। এরফলে ক্ষোভ জমছে নীচুতলার কর্মীদের।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের হাত ধরে এক সময় বিজেপিতে ঢোকেন তৃণমূল নেতা অজয়। ধীরে ধীরে তাঁর হাতেই চলে যায় দিনহাটা শহরের বিজেপির ব্যাটন। নিশীথের জয় হোক বা পরাজয় দিনহাটা শহরে দাঁত কামড়ে পড়ে থেকেছেন অজয়। তার পুরস্কারস্বরূপ দলও অবশ্য তাঁকে দ্বিতীয়বার জেলা কমিটির সম্পাদক পদ দিয়েছে। আর এসবের 'মূল্য'ও চোকাতে হয়েছে তাঁকে। উদয়নের শক্ত ঘাঁটি দিনহাটা শহরে অজয়ের ওপর একাধিকবার আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বাড়িতে ঢিল ছোড়া থেকে বোমা মারার মতো একাধিক ঘটনাও ঘটেছে। বিজেপির অভিযোগ, সেকারণেই পুলিশের সহযোগিতায় অজয়কে গ্রেপ্তার করে ভয় দেখিয়ে বাগে আনতে চাইছে শাসকদল।

লড়াকু এই বিজেপি নেতা দলকে কতটা পাশে পেয়েছেন, তা নিয়ে খোদ প্রশ্ন তুলেছেন অজয়ের পরিবার থেকে নীচুতলার কর্মীরা। অজয়ের এক আত্মীয়ের কথায়, 'ওর ওপর যতবার আঘাত এসেছে তা অন্য কোনও নেতার ক্ষেত্রে হয়তো হয়নি। তার মধ্যে গত শুক্রবার

এরপর দশের পাতায়

দুইদিন আগে রেফারেল নেওয়া উচিত কি না বোঝাতে টেম্বা বাভুমাকে বামন বলেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। স্টাম্প মাইকে যা ধরা পড়ার পর বিতর্ক তৈরি হয়। রবিবার বাভুমা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর উচ্চতা। ভারতের হারের পর বাভুমাকে জড়িয়ে ধরে যেন প্রায়শ্চিত্ত করলেন বুমরাহ।

কোর্টের দরজায় প্রশান্ত

ব্যবসায়ী খুনে প্রধান অভিযুক্ত বিডিও নিয়মিত অফিস করছেন, জনসমক্ষে ঘুরেও বেড়াচ্ছেন। ২৬ নভেম্বর বারাসত আদালতে তাঁর জামিনের আবেদনের শুনানি।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও এবার আগাম জামিনের আবেদন করলেন সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বারাসত আদালতের জেলা বিচারক শান্তনু ঝাঁ-এর এজলাসে জামিনের আবেদন করেছেন প্রশান্ত। ২৬ নভেম্বর আবেদনের শুনানি হবে। ওইদিন এজলাসের ৩১ নম্বরে রয়েছে প্রশান্তর আবেদন। আর সেই আবেদন ঘিরেই তদন্তের গতিপথ নিয়ে উঠেছে গভীর প্রশ্ন।

অপহরণ করে খুনের ঘটনায় স্বপনের পরিবারের পক্ষ থেকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাতে একমাত্র প্রশান্তর নাম আছে। পুলিশ বলছে তিনি প্রধান

অভিযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রধান অভিযুক্ত পলাতক নন। তিনি নিয়মিত নীলবাতির গাড়ি নিয়ে অফিস করছেন; জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ তদন্ত করে অভিযোগপত্রে নাম নেই এমন ব্যক্তিদেরও ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। অথচ মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না। গ্রেপ্তার তো দূরের কথা এখনও প্রশান্তকে জিজ্ঞাসাবাদও করেননি তদন্তকারীরা। ফলে তদন্তকারীদের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আইনজীবীরা।

কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডলের কথায়, 'অপহরণ করে খুনের মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে বিডিও'র গ্রেপ্তারিতে আইনে কোথাও কোনও বাধা নেই। পুলিশ তদন্ত করে অন্য অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করতে পারলেও, কেন হাতের সামনে থাকা প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করছে না সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না। সব দেখেশুনে বলাই যায়, তদন্ত সঠিক প্রক্রিয়ায় হচ্ছে না।'

প্রশান্তর নানা কীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে। দু'বার তাঁর বদলির আদেশ রদ হয়ে গিয়েছে। তিনি যে যথেষ্ট প্রভাবশালী সেকথা সাধারণ মানুষও খুব ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

ইন্টারভিউয়ে 'দাগি'রাও

কাঠগড়ায় এসএসসি, অভিযোগ বহু

নয়নিকা নিয়োগী ও দীপঙ্কর মিত্র

কলকাতা ও রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : দাগি ঘোষিত শিক্ষকও এসএসসি'র একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ে ডাক পেলেন। শিক্ষকের নাম নীতীশরঞ্জন বর্মন। দাগি তালিকায় ১৮ নম্বর পাতায় ৯৫৮ ক্রমিক নম্বরে তাঁর নাম। ইন্টারভিউয়ের তালিকায় ৪২৬ নম্বর পাতার ১৪ ক্রমিক নম্বরেও রায়গঞ্জের দেবীনগরের ওই বাসিন্দার নাম জ্বলজ্বল করছে। তিনি কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সাহেবঘাটা এনএন উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুকুলেশ তরফদারও মানছেন, দাগি তালিকায় নাম আছে নীতীশের।

প্রধান শিক্ষক বলেন, 'জেনারেল ভ্যাকেন্সিতে উনি আমাদের স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। দাগি শিক্ষকের তালিকায় নাম থাকায় ওঁর বেতন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্কুলেও আসেন না। তবে নীতীশ আজ আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন, বিশেষভাবে সক্ষম বলে আদালত তাঁকে এসএসসি'র পরীক্ষায় বসার বিশেষ ছাড় দিয়েছে।' নীতীশের বাবা কেশব বর্মনও মানছেন, 'দাগি তালিকায় আমার ছেলের নাম থাকায় বেতন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার পর ও ইন্টারভিউয়ের ডাক পেয়েছে।'

শুধু রায়গঞ্জের নীতীশকে ডাক নয়, এসএসসি'র ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার হাজারো অভিযোগ এখন রাজ্যজুড়ে। স্বচ্ছতা আনার জন্য দাগিদের বাদ দিয়ে আদালত পরীক্ষা দিতে বললেও 'অযোগ্য'রা কীভাবে সুযোগ পেয়ে গেলেন, তা নিয়ে বহু প্রশ্ন। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক পদে ইন্টারভিউয়ের প্যানেলে রায়গঞ্জের নীতীশের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মালদার দেবলীনা মণ্ডলের নাম আছে, যিনিও এসএসসি প্রকাশিত 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকাভুক্ত।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও তরুণজ্যোতি তিওয়ারি রবিবার এই সংক্রান্ত একাধিক নথি সমাজমাধ্যমে তুলে ধরে এসএসসি'র স্বচ্ছতাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে যে, অভিযোগগুলি সত্যি প্রমাণিত হলে ফের পরীক্ষা প্রক্রিয়া মামলায় জড়িয়ে যেতে পারে।

ঘোর অনিয়ম

- উত্তরবঙ্গের দুজন 'দাগি' ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছেন
- বেতন বন্ধ বলে স্কুলে যান না রায়গঞ্জের নীতীশরঞ্জন বর্মন
- ইন্টারভিউ প্যানেলে ৪২৬ নম্বর পাতায় ১৪ নম্বরে তাঁর নাম
- দাগি তালিকাভুক্ত মালদার দেবলীনা মণ্ডলও ডাক পেয়েছেন
- নিয়ম ভেঙে ডাকের তালিকায় ঈশিতা চক্রবর্তী সহ অনেকে

আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি মালদা জেলার শংঘাট গ্রামের 'অযোগ্য' প্রার্থী দেবলীনা মণ্ডলের নাম প্রকাশ্যে এনেছেন, যাঁর নাম এসএসসি প্রকাশিত ইন্টারভিউয়ের তালিকায় আছে। প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ঈশিতা চক্রবর্তী নামে এরকম আরেকজন শিক্ষকের নামও।

তরুণজ্যোতির প্রশ্ন, ২০২১-'২২ শিক্ষাবর্ষে বিএড পাশ করার পর কীভাবে পাঁচ বছরের যোগ্যতার সার্টিফিকেট পেতে পারেন দেবলীনা? এত অভিযোগ উঠলেও শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শুধু 'ফ্যাক্ট চেক করুন' বলে তিনি ফোন কেটে দেন।

শুধু দাগি তকমাধারীদের ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া নয়, ইন্টারভিউয়ের ডাক পাওয়ার জন্য আর্থিক লেনদেনের অনৈতিক অভিযোগও উঠছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রবিবার একটি ভিডিও-অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ), যেখানে এক মহিলা কণ্ঠকে বলতে শোনা গিয়েছে, ইন্টারভিউয়ের জন্য তিনি ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন। বাকিটা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পেলে দেবেন।

ফোনের ওপারের কণ্ঠস্বরে ও ছবিতে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে দেখা গিয়েছে, যিনি ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। শুভেন্দুর দাবি, এই কথোপকথন ১৬ নভেম্বরের। জেলের মধ্যে বসেও এসএসসি'র ইন্টারভিউ পাইয়ে দিতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছেন জীবনকৃষ্ণ। এব্যাপারে তিনি ইডি'র কাছে তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগ জানাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু।

ইন্টারভিউয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নতুন করে হতাশা তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের অনেকে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি। ফলে তাঁদের চাকরি টিকিয়ে রাখার আর কোনও উপায় নেই। ৪৭ শতাংশের বেশি নতুন কর্মপ্রার্থী ইন্টারভিউয়ের

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

অন্ধকার ভবিষ্যতের গান গাইছেন যোগ্যরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনের বাতাস এখন ভারী। বাতাস নয়, যেন এক জমাট হতাশার বিষাক্ত গ্যাস। হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক, যাঁরা দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে মেধার জোরে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন, আজ তাঁরা সর্বহারা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও তাঁদের চাকরি নিশ্চিত নয়। এসএসসি'র একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ প্যানেল নিয়ে নতুন করে যেসব ভয়ানক তথ্য সামনে আসছে, তাতে ফের মামলা হওয়াটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। আদালতের নির্দেশিকার পরেও প্যানেলে অযোগ্যদের নাম জ্বলজ্বল করার ঘটনা প্রমাণ করে বেআইনি কারবারের শেকড় কতটা গভীরে প্রোথিত।

যোগ্য শিক্ষকদের সংখ্যাটি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি বহু পরিবারের রুজিরোজগার, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের মৃত্যুঘণ্টা। রাজ্যের শাসকদল ও তাদের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির জাঁতাকলে পিষে গিয়েছেন সেইসব যোগ্যরা, যাঁদের কোনও দোষ ছিল না। চাকরি হারানোর তীব্র মানসিক চাপ আর দুশ্চিন্তার ভারে যাঁরা অকালেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যু নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই, কোনও শোকমিছিল নেই, শুধু আন্দোলনকারী সহকর্মীদের চাপা কান্না আর একটা নিদারুণ প্রশ্ন— দোষী ও নির্দোষকে এক পাল্লায় মাপা হল কেন?

দুর্নীতি এখানেই থেমে নেই। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্যও এখন আদালতের দরজায় ঝুলে আছে।

এরপর দশের পাতায়

ভিড় সামলাতে হিমসিম পুলিশ

শেষ রবিবারে জমজমাট রাসমেলা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : রাসমেলা ২০ নভেম্বর শেষ হচ্ছে। তার আগে রবিবার শেষ ছুটির দিন হওয়ায় এদিন মেলায় ভিড় রীতিমতো উপচে পড়ে। দুপুরের পর থেকে মেলায় কার্যত তিলধারণের জায়গা ছিল না। আর এর জেরে আশপাশের এলাকাগুলিতে ব্যাপক যানজট হয়। দর্শনার্থীদের সামাল দিতে পুলিশকে বেশ হিমসিম খেতে হয়েছে। অন্যদিকে, মেলায় ভালো ব্যবসা হওয়ায় ব্যবসায়ীরা খুশি। মেলার আয়োজক কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'দূরদূরান্ত থেকে অনেকে মেলায় এসেছেন। শান্তিপূর্ণভাবেই প্রত্যেকে মেলা উপভোগ করেছেন।' তবে রাতে কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুরের বাসিন্দা এক মহিলা এদিন মেলার ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাঁকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তিনি সেখানে পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের এক মহিলাও এদিন রাসমেলার ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকেও উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ভিড় সামলাতে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এদিন সকাল থেকে মেলা চত্বরে দফায় দফায় পরিদর্শনে নামেন। বহু ব্যবসায়ীই তাঁদের দোকানের জায়গার পাশেও রাস্তার উপর সামগ্রী রেখেছিলেন। অত্যধিক ভিড়ের সময় সেখান দিয়ে যাতায়াতে সমস্যা হয়। দুপুরের পর ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযানে নামে। রাস্তার ওপর রাখা সামগ্রী সরিয়ে নিতে ব্যবসায়ীদের বলা হয়। মদনমোহনবাড়ি ঢোকার জন্য দুপুরেই বিশাল লাইন পড়ে যায়। রাসচক্রের যেন এদিন দম ফেলার ফুরসত ছিল না। সেটি একটানা ঘুরতেই থাকে।

সুমিত সরকার অসম থেকে

রবিবার মদনমোহনবাড়ি প্রাঙ্গণে রাসচক্র ঘিরে উন্মাদনা। ছবি : জয়দেব দাস

শহরে যানজট

- দুপুরের পর থেকে রাসমেলায় কার্যত তিল ধারণের জায়গা ছিল না
- মেলার ভিড়ের চাপে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়
- ভিড়ে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়

সস্ত্রীক মেলায় বেড়াতে এসেছিলেন। মদনমোহনের আশীর্বাদ নেওয়ার পর তিনি বললেন, 'প্রায় ১০ বছর আগে একবার রাসমেলায় এসেছিলাম। আবার এবছর আসার সুযোগ পেয়েছি। মনে হচ্ছে এবার আগের তুলনায় বেশি ভিড় হয়েছে।' নদিয়ার বাসিন্দা বিনোদ ব্রজবাসী বিকেলের দিকে এমজেএন রোডের পাশে কম্বল বিক্রি করছিলেন। গত কয়েকদিনের তুলনায় এদিনের বিক্রির পরিমাণ বেশি বলেই তিনি জানালেন। বিনোদের কথায়, 'যেহেতু এবার এখনও শীত সেভাবে পড়েনি তাই কম্বল বিক্রির পরিমাণ অন্যবছরের তুলনায় কম। তবুও রবিবার ভালো বিক্রি হয়েছে।'

রাজু সরকার রাসমেলায় 'বাম্বু বিরিয়ানি' বিক্রি করছিলেন। বিশেষ ধরনের বাঁশের ভিতরে রান্না করা বিরিয়ানি খেতে ক্রেতাদের ভিড় সেখানে উপচে পড়ে। রাজু বললেন, 'ছুটির দিনে মেলায় অনেক ভিড়। দুপুর থেকেই বাম্বু বিরিয়ানি খেতে খাদ্যরসিক মানুষের ভিড় রয়েছে আমাদের দোকানে।' ক্রেতাদের ভিড় দেখে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদেরও মুখে চওড়া হাসি। পরেশ বর্মন নামে এক প্রবীণ ফুটপাথের উপরেই কম দামে শীতবস্ত্র বিক্রি করছিলেন। ক্রেতা সামলাতে গিয়ে তাঁর কথা বলার ফুরসত ছিল না। তবুও তার ফাঁকে পরেশের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য,

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সীমান্তে ভয়, দলবেঁধে ফর্ম পূরণ

⏩ দুইয়ের পাতায়

কল্যাণকে ২৪ ঘণ্টা সময়

⏩ দশের পাতায়

সামরিক গুরুত্ব পাচ্ছে বিমানবন্দর

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : রবিবার কোচবিহার বিমানবন্দর ঘুরে গেলেন বায়ুসেনার পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীরা। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কিংবা বায়ুসেনার বিশেষ প্রয়োজনে হাসিমারার পাশাপাশি সহযোগী হিসাবে কোচবিহার বিমানবন্দরকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, কিংবা আদৌ ব্যবহার করা যাবে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন তাঁরা।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক শুভাশিস পাল বলেন, 'তাদের বিভিন্ন সরঞ্জাম আনা সহ বিশেষ প্রয়োজনে বায়ুসেনা কীভাবে এই বিমানবন্দরকে ব্যবহার করতে ও কাজে লাগাতে পারে সেইসব বিষয় খতিয়ে দেখতে বায়ুসেনার বিশেষ দল এদিন কোচবিহার বিমানবন্দরে এসেছিল। বিমানবন্দরের পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছে।'

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর নাগাদ বায়ুসেনার একটি বিশেষ বিমান আসে কোচবিহার বিমানবন্দরে। গুয়াহাটি থেকে সেই বিমানটি এসেছিল। সেই বিমানে কয়েকজন কর্মী ছিলেন। এছাড়া হাসিমারা থেকে বায়ুসেনার পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীদের ১২-১৩ জনের একটি দলও এসেছিল বিমানবন্দরে। ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে সেনাবাহিনীর একাধিক মহড়া হচ্ছে। এদিন ওই প্রতিনিধিদল এসে বিমানবন্দর ঘুরে দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলে। কোচবিহার বিমানবন্দরের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বিশেষ ওই বিমানের সামনে বায়ুসেনার কর্মী-আধিকারিকরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎ করে কোচবিহার বিমানবন্দরে বায়ুসেনার এত কর্মী-আধিকারিক সহ বিমানের ছবি দেখে জেলাজুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

রবিবার কোচবিহার বিমানবন্দরে বায়ুসেনার আধিকারিক ও কর্মীরা।

কোচবিহার বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বায়ুসেনার তরফে তাদের থেকে বিভিন্ন তথ্য নেওয়া হচ্ছিল। অবশেষে কোচবিহারে এই প্রথম বায়ুসেনার ওই বিমান সহ বিশেষ দল বিমানবন্দর পরিদর্শনে আসে। তাঁরা সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে কোচবিহার বিমানবন্দরকে ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে। কী ধরনের বিমান এখান থেকে চালানো যেতে পারে, কোন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র কিংবা বায়ুসেনার সরঞ্জাম এখানে আনা যেতে পারে, বায়ুসেনার সরঞ্জাম আনার জন্য এখানে কী ধরনের হেলিকপ্টার নামানো যেতে পারে, এছাড়া এখানে আরও কী কী সুবিধা রয়েছে, সেই সমস্ত বিষয় তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন।

সীমান্তে ভয়, দলবেঁধে ফর্ম পূরণ

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৬ নভেম্বর : তখন সবে দুপুর হয়েছে। কাঁটাতারের গা ঘেঁষে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস। তার পাশে নভেম্বরের রোদে বসে চলেছে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) ফর্ম পূরণ। ট্রেনের শব্দে যে কোনও কারও একটু অসুবিধা হওয়ারই কথা, তবে এদিন সেই আওয়াজ সীমান্তবাসীকে খুব একটা বিরক্ত করছিল না। কারণ সীমান্তের সকলের মাথায় এখন অন্য চিন্তা। তাঁদের চোখেমুখে অনিশ্চয়তার ছাপ। কী হবে ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছেন না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্ত ব্লক হিলির বাসিন্দারা। ভোটার তালিকায় সংখ্যালঘুদের নাম রাখা হবে কি না, ফর্ম পূরণে ভুল না হয়, এসব ভেবে রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের।

দুশ্চিন্তা নিয়ে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ। হিলিতে। -সংবাদচিত্র

হাঁড়িপুকুরের বাসিন্দা মহম্মদ রবিউল ইসলামের কথায়, 'সীমান্তের মানুষকে সবকিছুতেই হেনস্তা হতে হয়। ভারতীয় হলে ভয়ের কিছু নেই। তবে ফর্ম পূরণে কিছু সমস্যা হচ্ছে কি না বা নতুন তালিকায় আমাদের নাম থাকবে তো এসব ভেবে উৎকণ্ঠা হয়। সংখ্যালঘুদের নাম যেভাবে বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটা মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে। এইসব খবরে সীমান্তের মানুষ উদ্বিগ্ন।'

তিনদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা হিলি। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে ১০টিরও বেশি গ্রাম রয়েছে। সব গ্রাম মিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোটার রয়েছেন। সীমান্তবাসীর দাবি, সীমান্তের জিরো পয়েন্টে থাকা একাংশ আগে ভারতে এসেছে। তবে স্বাধীনতার পরে বা ২০০২ সালের পরেও বহু মানুষ নানা কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সীমান্তের কোথাও কোথাও বাংলাদেশি মানুষের বসবাসের জেরে গ্রামই তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অনেকেই দালাল ধরে এবং নিকট আত্মীয়দের বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন। তাই নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হতেই সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

নেপথ্য কারণ

- স্বাধীনতার পরে বা ২০০২ সালের পরে বহু মানুষ নানা কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন
- সীমান্তের কোথাও কোথাও তাঁদের গ্রামই তৈরি হয়ে গিয়েছে
- অনেকেই দালাল ধরে এবং নিকট আত্মীয়দের বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন
- তাই এসআইআর শুরু হতেই সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে

রবিবার দুপুরে হিলির দক্ষিণপাড়া সীমান্তে কাঁটাতারের গা ঘেঁষে বসে একদল তরুণ এলাকার বাসিন্দাদের বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে ফর্ম পূরণ করিয়ে এক বুক হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা।

হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারের উজাল গ্রামের বাসিন্দা রাহেদ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতীয়। আমাদের পরিবারের নাম ২০০২-এর তালিকায় রয়েছে। তবুও কী হবে ভেবে উৎকণ্ঠায় রয়েছি। মুসলিমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছে। আমাদের গ্রামে বহু মানুষ ২০০২ সালের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।'

আবার ২০০২ সালের তালিকায় নাম রয়েছে হিন্দুমিশন গ্রামের বাসিন্দা শুটকা ওরাওঁয়ের। তখন এসআইআর হয়েছিল কি না তাঁর মনে নেই। তবে এখন এসআইআর নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। পুরোনো কাগজপত্র নিয়ে সংশয় হচ্ছে। ফর্ম পূরণ করে পরবর্তীতে নাম থাকবে কি না এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

স্টেশন উন্নয়নের শিলান্যাস

পুরাতন মালদা, ১৬ নভেম্বর : পুরাতন মালদা শহর, ব্লকের ওল্ড মালদা ও আদিনা রেলস্টেশনের উন্নয়নের কাজে অগ্রগতি। রবিবার দুই স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা ও স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের সূচনা করেন মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। দুই স্টেশনের উন্নয়নের কাজে রেলমন্ত্রকের তরফে প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দুটি রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয়রা।

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

●

North Eastern English Academy, বুনিয়াদপুর -এর জন্য প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, কম্পিউটার, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। Ph - 9775929069.

●

ফুলবাড়িতে গ্লাস ফ্যাক্টরির জন্য স্টাফ চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4টা ছুটি সহ বেতন 12,000/-। M :- 86536 09553, 85098 27671.

বিক্রয়

ধূপগুড়ি সিনেমাহল পাড়ায় নন্দী ডাক্তারের গলিতে 3.5 কাঠা জমি বাড়িসমেত বিক্রয় করা হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। 7029073335 নম্বরে। (A/B)

Land Sale

Well Located 7+ Land. Bigha at Salbari, Malbazar Good for Projects. Ph : 98320-67488./86178-74583. (C/119126)

অ্যাফিডেভিট

আমি, বুলবুল আগরওয়াল, পিতা: প্রমোদ কুমার আগরওয়াল, ঠিকানা: ধূপগুড়ি বাজার, ওয়ার্ড নং ১৪, পোস্ট অফিস ও থানা - ধূপগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, 2nd কোর্ট, জলপাইগুড়ি কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাফিডেভিট (অ্যাফিডেভিট নং 4440, তারিখ: 13/11/2025) এর মাধ্যমে আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার পিতা প্রমোদ কুমার আগরওয়াল ও প্রমোদ আগারওয়াল একই ব্যক্তি। (C/119322)

●

আমি, পূজা দেবী ওরফে পূজা ধিমান পিতা - রাজিন্দার ধিমান ওরফে রাজিন্দার কুমার, স্বামী জাহাঙ্গীর আলম, সাং ও পো : তালগ্রামহাট, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১২৫, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্ট এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা তানিশা আলম নামে পরিচিত হইলাম। অ্যাফিডেভিট নম্বর - ১৭০৮৪ তারিখ - ০৬.১১.২০২৫. পূজা ধিমান ওরফে পূজা দেবী এবং তানিশা আলম একই ব্যক্তি। (C/119321)

অ্যাফিডেভিট

আমি, সোনি বিশ্ব, d/o- রবিন কুমার সুনার, r/o- দিদি বরদেওয়া নিবাস, কদমতলা, মাটিগাড়া, দার্জিলিং ঘোষণা করছি যে Soni Biswa এবং Soni Sunar Biswas উভয়ই একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আমি নিজেই। রবিন কুমার সুনার, রবিন সুনার বিশ্ব, রবিন কে.আর. বিশ্ব ও আর.কে. বিশ্ব একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আমার বাবা হলফনামা নং 21, 01.7.2025 তারিখে LD এর আদালতে শিলিগুড়ির নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট। (C/119323)

●

I, Mighangma Samba, D/O Durga Samba, have changed my name to Mighangma Subba Samba as per the affidavit dated 13th November 2025 executed at Siliguri. (C/119220)

TENDER

Sealed Tenders are invited from reputed Registered Security Agency / Vendor for the following for Uttorayon Township, P.S.- Matigara, Siliguri with details of Financial and Technical aspects of the Agency / Vendor. 1. Provide Trained Security Personnel (2 Supervisor and 36 Security Gurd) for Day and Night. 2. Annual Maintenance for Sewage Treatment Plant (STP). 3. Service provide for Housekeeping and Horticulture workers.
Sealed Tenders to be sent by Registered Post / Courier to following address within 14 days from the date of this publication.
Address:- Chandmoni Uttorayon Welfare Society
Uttorayon Township,P.O. & P.S.- Matigara
Siliguri, Dist- Darjeeling,Pin- 734010
Sd/-
(Bharat B Changia)
Gen Secretary
Chandmoni Uttorayon Welfare Society

ভুটানের মাস্ক ডান্স আসছে ডুকপা উৎসবে

বক্সায় আমন্ত্রিত ১০ রাজ্যের বিশেষজ্ঞরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : ভুটানের 'মাস্ক ডান্স' দেখেছেন কখনও? পড়শি দেশের সেই ঐতিহ্যের ঝলক এবার দেখা যাবে ডুয়ার্সে। সৌজন্যে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল। বক্সা পাহাড়ে এবছর উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। উৎসব কমিটির সহ কোষাধ্যক্ষ তেন্ডু ডুকপা বলেন, 'ভুটানের শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এবছর উৎসবে আমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। তাঁর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ থাকবে ভুটানের মাস্ক ডান্স।'

গত বছর ১৫ নভেম্বর থেকে তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। তবে এবছর দুই সপ্তাহ পিছিয়ে ২৮ নভেম্বর থেকে ওই উৎসব শুরু হচ্ছে। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। মূলত ডুকপা জনজাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ, প্রচার করার জন্যই এই আয়োজন। জেলা প্রশাসন উৎসবে সহযোগিতা করছে। উৎসবের প্রচার করতে দেশের বিভিন্ন জায়গার পর্যটন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কেরল, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি সহ দেশের ১০টি রাজ্যের বিশেষজ্ঞরা বক্সা পাহাড়ে ডুকপাদের অনুষ্ঠান দেখতে আসবেন।

বক্সায় দেখা যাবে এইরকম অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। -ফাইল চিত্র

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ওসান লেপচা বলেন, 'ডুকপা সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গার পর্যটন বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়েছে। তাঁরা এই উৎসবের প্রচার করবেন এবং উপদেশ দেবেন।' বক্সা পাহাড়ে লোসার উৎসবের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সংস্কৃতিচর্চা করা হয়েছে আগেও। তবে পাহাড়ের সব এলাকার বাসিন্দারা একসঙ্গে নয় বরং আলাদাভাবেই এই অনুষ্ঠান করে আসছে। হেরিটেজ ফেস্টিভালের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা, চুনাভাটির মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হবেন।

উৎসবের মূল অনুষ্ঠান হবে বক্সা ফোর্ট মাঠে। লামাপুজোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে এবং অতিথিদের বরণ করা হবে। দ্বিতীয় দিন সকালে বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন পাখি দেখানো হবে অতিথিদের। খুরু টুর্নামেন্ট, আর্চারি প্রতিযোগিতা সহ নাচ-গানের অনুষ্ঠান রয়েছে। ডুকপা জনজাতির খুদেদের একটি ফ্যাশন শোও রাখা হয়েছে। তৃতীয় দিন ডুয়ার্সের অন্য জনজাতির অনুষ্ঠান করারও পরিকল্পনা রয়েছে। মেচ, আদিবাসী সহ বিভিন্ন জনজাতির শিল্পীরা অংশ নেবেন। যা নিয়ে বক্সা পাহাড়ে বর্তমানে সাজোসাজো রব।

ও মাঝি রে...
বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি। রবিবার।

পরিযায়ী পাখির দেখা নেই দক্ষিণ দিনাজপুরে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয় দক্ষিণ দিনাজপুরে। অন্যান্যবারের তুলনায় এখনও অনেক কম পাখির আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। মূলত, জলাশয়গুলিতে দূষণ, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি নানা কারণেই পরিযায়ী পাখি এ জেলায় আসতে চাইছে না বলে অনুমান পক্ষীপ্রেমীদের।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে দিঘি, পুকুর, জলাশয় ছড়িয়ে রয়েছে। এই জলাশয়গুলিকে কেন্দ্র করে বর্ষা ও শীতের মরশুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। যা দেখতে ভিড় হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে রাজ্যের নির্দেশে বন দপ্তর পাখি গণনার কাজে নেমেছিল। ওই সময় বালুরঘাট মহকুমাতেই প্রায় ৪০ হাজার পরিযায়ী পাখির সন্ধান মিলেছিল। একটি বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী জেলার মাতাস, মালঞ্চা, ভালুকা, কালদিঘি, আলতাদিঘি, মালিয়ান, মহিপাল ইত্যাদি জলাশয় সহ জেলাজুড়ে শীতের মরশুমেই প্রায় তিন লক্ষ পরিযায়ী পাখি আসে। অক্টোবরের শেষ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এই পাখির দেখা মেলে। কিন্তু চলতি বছরের বর্ষায়ও পাখি কম আসায় চিন্তিত ছিলেন পাখিপ্রেমীরা। শীতের মরশুমের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতেও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। জেলার মধ্যে একমাত্র তপনদিঘিতেই তুলনামূলক বেশি আসছে পাখি।

মূলত লিটল করমোর‍্যান্ট, লিটল গ্রিব, গ্রে হেরন, ইন্ডিয়ান পন্ড হেরন, ক্যাটল এগরেট, ইয়েলো বিটার্ন, এশিয়ান ওপেনবিল স্টর্ক, গ্রিন স্যান্ডপাইপার, কমন কিংফিশার, স্টর্ক বিল্ড কিংফিশার, ব্ল্যাক কাইট, গ্রিন বি ইটার, রিভার ল্যাপউইং ইত্যাদি পাখির ঢল দেখা গিয়েছে গত কয়েক বছরে। পাখিগুলি মূলত প্রজননের জন্যই আসে। পাখিপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ বসাক বলেন, মূলত, দূষিত পরিবেশের কারণেই এই এলাকাকে পাখিরা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে

গ্রিন স্যান্ডপাইপার

গ্রিন বি ইটার

ভাবতে পারছে না। দিঘিগুলিতে মাছ চাষ বাড়াতে প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে, মশারি দিয়ে ঘেরা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জলদূষণ হচ্ছে। আশপাশে গাছও কাটা হচ্ছে। খাদ্য তেমন মিলছে না পাখিদের। নভেম্বর মাস থেকেই পাখিরা আসতে শুরু করে। আমরা ডিসেম্বর মাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

বালুরঘাট বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার তাপস কুণ্ডুর মন্তব্য, গতবার ভালোই পাখি এসেছিল। কিন্তু এ বছর শীত তেমন না পড়ায় এখনও পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়নি।

শৃঙ্গজয়ীদের সংবর্ধনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : গত অগাস্টে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) তাদের অভিযানে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল। লাদাখে নতুন দুটি শৃঙ্গ জয় করেছিলেন তাদের চার সদস্য-শিলিগুড়ির গণেশ সাহা, ব্যারাকপুরের কল্যাণ দেব এবং মালবাজারের সুদেব রায় ও কাজলকুমার দত্ত। রবিবার ন্যাফের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে অভিযাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

ন্যাফ ও স্লাউট অ্যাডভেঞ্চারস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ন্যাফের চারজন অভিযাত্রীর পাশাপাশি স্লাউটের তরফে উজ্জ্বল রায়, নন্দলাল সরকার, প্রিতম বাসু, সৌম্যজিৎ সাহা এবং সায়ক সাউও ছিলেন। মোট নয়জনের এই দল হিমালয়ের ওই দুই শৃঙ্গ জয় করেন। এদিন স্লাউটের সদস্যদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হিমালয়ে এখনও অনেক অজানা শৃঙ্গ রয়েছে। সেখানে পাড়ি দিয়ে জয় করা এক বড় সাফল্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েও হাল ছাড়েননি অভিযাত্রীরা। ৬০৮৬ মিটার ও ৬১৫০ মিটার উচ্চতার দুটি শৃঙ্গ জয় করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি সেখানে ন্যাফ ও স্লাউটের পতাকাও উত্তোলন করেন অভিযাত্রীরা। ৯ অগাস্ট লাদাখ থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছিল। এদিন নিজেদের এই অভিযান একটি ফোটোস্টোরির মাধ্যমে তুলে ধরেন অভিযাত্রীরা। গণেশ সাহা বলেন, 'এই শৃঙ্গ দুটি সম্পর্কে আমাদের কাছে আগে থেকে কোনও তথ্য ছিল না। তাই পুরো অভিযান অনেককিছু বিচারবিবেচনা করে করতে হয়েছে।'

দিল্লি থেকে মানালি হয়ে লাদাখ গিয়ে সেখান থেকে শৃঙ্গ জয়ের জন্য পাড়ি দেন অভিযাত্রীরা। এদিন সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন অভিযাত্রী উজ্জ্বল রায়। ন্যাফের এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য অনেক সংগঠন, ক্লাব আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু জানান।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সৃষ্টিশীল কাজে সাফল্যের জন্য স্বীকৃতি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। বৃষ : সংসারে কোনও একটা ঘটনা নিয়ে অযথা উত্তেজিত হবেন না। ফাটকা বা শেয়ার থেকে ভালো টাকা পেতে পারেন। মিথুন : ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। ভোগবিলাসে খরচ বাড়বে। কর্কট : বাবার চিকিৎসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রিয় বন্ধুর থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। সিংহ : দূরের কোনও আত্মীয়ের কূটচালে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িতরা চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : পারিবারিক কথা বন্ধুকে বলবেন না। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ থাকবে। বৃশ্চিক : বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি, বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। ধনু : পৈতিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা পরাস্ত হবে। মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। জমিজমা সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। কুম্ভ : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। মীন : কর্মক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে বাড়ি নির্মাণে বাধা পড়তে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ কার্তিক, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫, ৩০ কাতি, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ বদি, ২৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৬, অঃ ৪।৪৯। সোমবার, ত্রয়োদশী অহোরাত্র। চিত্রানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৫২ প্রীতিযোগ দিবা ৯।৩৬। গরকরণ সন্ধ্যা ৫।১৬ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, সন্ধ্যা ৪।৫২ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৫২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।১৮ গতে ৮।৩৯ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।২৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।২৭ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।২৩ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১১।২৩ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিঃ- পূর্বদিন রাত্রি ১।২৮ সময়ে সূর্যসংক্রমণ জন্য অদ্য দিবসের পূর্বার্ধ পুণ্যকাল। দিবা ১১।২৩ মধ্যে সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি। সায়ংসন্ধা কর্তব্য। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৪৯ গতে রাত্রি ৬।২৫ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকার্তিকেয় ব্রত ও শ্রীশ্রীকার্তিকপুজো। সর্বজয়া ব্রত। শ্রীশ্রীমিত্র (ইতু) প্রতিষ্ঠা ও পূজারম্ভ। যমপুষ্করিণীব্রত সমাপন। কুমারীদিগের সেঁজুতি পূজারম্ভ। গোস্বামিমতে তুলাকার্রিম্ভকল্পে নিয়মসেবা (কার্তিকব্রত) সমাপন। কর্কটসংক্রমণারম্ভকল্পে ও তুলাকার্রিম্ভকল্পে চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপন। গোস্বামিদেরমতে সৌরমাস ব্রতপক্ষে শ্রীশ্রীকাত্যায়নী ব্রতারম্ভ। আকাশে দীপদান সমাপন। লালা লাজপত রায়ের তিরোভাব দিবস ও অগ্নিকন্যা মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিবস। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৪ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৩।৩১ মধ্যে।

আজ টিভিতে

প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি রাত ৮.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ককপিট, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.১৫ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ অমানুষ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.৩০ আমার মা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ হাতিয়ার, দুপুর ১২.০০ অনুতাপ, ২.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.৩০ পরিণাম
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ক্রীতদাস
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩০ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৪৯ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৪.৪২ টয়লেট এক প্রেমকথা, সন্ধে ৭.৩০ রাউডি রক্ষক, রাত ১০.২১ ব্রুস লি
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০১ দে দনা দন, দুপুর ১.১৮ দ্য ওয়ারিয়র, বিকেল ৪.২৮ ওয়েলকাম, সন্ধে ৭.৫০ রাউডি রাঠোর, রাত ১০.৩৫ ডাকু মহারাজ
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.২৭ আর রাজকুমার, বিকেল ৩.২২ প্রেম রতন ধন পায়ো, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১১.০২ হমরাজ
জি সিনেমা : সকাল ১০.৩০ দবং, দুপুর ১.০৬ গদর-টু, বিকেল ৪.৩৫ কটিরা, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ ক্র্যাক

শোলে সন্ধে ৬.৫০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

এমএলএ ফাটাকেষ্ট দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

দাদামণি রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কৈলাসের ঘাটে রত্নাই নদী পারাপারে ভরসা সাঁকো

শীতলকুচি, ১৬ নভেম্বর : সেতু তৈরির দাবি পূরণ হয়নি শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের রত্নাই নদীর কৈলাসের ঘাটে। ফলে নদী পারাপারে এখনও এলাকাবাসীর ভরসা সেই সাঁকো।

রত্নাই নদী বাংলাদেশ থেকে এসে কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে মানসাই নদীতে মিশেছে। এই রত্নাই নদীর কৈলাসের ঘাটের কাছেই সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। ঘাটের কাছে সেতু তৈরি হলে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরত্ব কমবে শীতলকুচি এবং সিতাইয়ের মধ্যে। যোগাযোগ বাড়বে দুই ব্লকের মধ্যে। সুবিধা হবে ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের। শীতকালে হাঁটুজলে পারাপার হলেও বর্ষায় সাঁকোই হয়ে দাঁড়ায় নদী পেরোনোর ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা। দু'একবার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সাঁকো বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে বেশিরভাগ সময় স্থানীয়রা নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে সাঁকো তৈরি করান। তাঁদের কথায়, বেশ কয়েকবার নদীর এই ঘাটে মাপজোখ করা হলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। বর্ষায় জলের তোড়ে সাঁকো ভেসে গেলে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ছাত্রছাত্রীদের দশ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হয়। এমনকি, সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার হতে গিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সারাবছর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হতে হয় বয়স্ক সাধারণ মানুষকে। কৈলাসের ঘাট এলাকার জনৈক মজরুল মিয়াঁর কথায়, 'দীর্ঘদিন সেতুর দাবি করে আসা হচ্ছে। জেলা পরিষদের তরফে কৈলাসের ঘাটে জরিপ হয়েছে। তারপরও কাজ হয়নি। প্রশাসন এই বিষয়ে নজর দিক এবং কৈলাসের ঘাটে দ্রুত পাকা সেতুর ব্যবস্থা করুক।'

আরেক বাসিন্দা বিষাদু বর্মন জানান, 'ভোট এলে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে তাদের দেখা পাওয়া যায় না। কৈলাসের ঘাটে সেতু তৈরি হলে সিতাই ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতবাসীর।'

স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবং লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায় বলেন, 'রত্নাই নদীর ওপর সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। সেতু তৈরিতে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। বিষয়টা প্রশাসনের নজরে আছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

চর্চায় বহুত্ববাদ

মাথাভাঙ্গা, ১৬ নভেম্বর : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাখার একাদশ ত্রিবার্ষিক মহকুমা সম্মেলন উপলক্ষ্যে রবিবার সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনে আয়োজিত সেমিনারে 'বহুত্ববাদী সংস্কৃতি এবং আমাদের দেশ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। 'বর্তমান সময়ের দেশ ও রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা- আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা প্রতীক উর রহমান। এবিটিএ কোচবিহার জেলা সম্পাদক সুজিত দাস জানান, এদিন মাথাভাঙ্গায় সংগঠনের কার্যালয় অনিলা দেবী ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করেন প্রবীণ শিক্ষক নুরুদ্দিন মিয়াঁ। এদিন মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় ইউনিট থেকে ৫৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলন থেকে ২৩ জনের মহকুমা কমিটি গঠন হয়।

বুড়িরহাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের

হামলায় জখম দুই

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৬ নভেম্বর : দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে হামলায় দুজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হলেন। শনিবার রাতে দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাকুড়া এলাকার ঘটনা। আহত সাইদুল মিয়াঁ ও তাঁর স্ত্রী মর্জিনা বিবি বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সাইদুল বলেন, 'এটা পুরোপুরি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। বসতুল্লা মিয়াঁর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকায় বারবার আমাকে টার্গেট করা হয়েছে।' তাঁর বক্তব্যে বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য বসতুল্লা মিয়াঁ সিলমোহর দিয়েছেন।

আহত সাইদুলের অভিযোগ, বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য বসতুল্লা মিয়াঁর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার কারণে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মজিদুর রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা অনেকদিন ধরে তাঁকে হুমকি দিচ্ছিলেন। শনিবার রাতে বুড়িরহাট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিল হয়। সেখানে সাইদুল অংশ নেন। মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে আটক করে মারধর করা হয়। এরপর মজিদুরের ছেলে সহ কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে হুমকি দেয় ও মারধর করে। আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয় ও লুটপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই হামলায় সাইদুল ও মর্জিনা গুরুতর জখম হন।

ঘটনার পরে রাতেই নাজিরহাট থানার পুলিশ বালাকুড়া এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত দম্পতিকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও মজিদুরের সঙ্গে এবিষয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা-২ ব্লকের সহ সভাপতি আবদুল সাত্তার অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'এটা একেবারেই পারিবারিক ব্যাপার। রাজনৈতিক কোনও বিষয় এখানে জড়িত নয়।' দল অভিযোগ অস্বীকার করলেও, এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে। এদিকে, বিজেপি এই ঘটনাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'এটাই তৃণমূলের কালচার। নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তারা সাধারণ কর্মীদের জীবন বিপন্ন করছে।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের বুড়িরহাট এলাকায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

হাসপাতালে আহত সাইদুল মিয়াঁ ও তাঁর স্ত্রী মর্জিনা বিবি।

অভিযোগ

- শনিবার রাতে বুড়িরহাট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিল হয়
- সেখানে সাইদুল অংশ নেন
- মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে আটক করে মারধর করা হয়
- তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে মারধর ও হুমকি দেওয়া হয়

কানারকুঠিতে নতুন কালভার্ট দাবি

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৬ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খাটেরবাড়ির কানারকুঠিতে একাধিকবার বেহাল কালভার্টের জায়গায় নতুন কালভার্ট তৈরির দাবি উঠেছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের পারদ চড়ছে। এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, বেহাল কালভার্টে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। একাধিকবার বাইক ও টোটো কালভার্টে উলটে গিয়েছে। অনেকদিন ধরে কালভার্ট বেহাল হলেও নতুন কালভার্ট তৈরিতে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও সদিচ্ছা নেই। হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলি বলেন, 'কালভার্ট তৈরির বিষয়টি বাজেটে ধরা হয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলে কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, কালভার্টটি নীচু হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষায় সেটি জলে ডুবে যায়। এবারও হাঁটুজল ভেঙে কালভার্ট পেরোতে হয়েছে। কেউ আবার কলার ভেলায় চেপে পারাপার করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা হিরণকুমার দাসের কথায়, 'গত কয়েক মাসে পরপর কয়েকটি বাইক ও টোটো কালভার্টে উলটে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রশাসনের দ্রুত নতুন কালভার্ট তৈরি করা উচিত।'

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চার বছর আগে ওই কালভার্টটি নির্মিত হয়। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণের জেরে কয়েক বছরের মধ্যে সেটি বেহাল হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। রাস্তা থেকে কালভার্ট অনেকটা নীচু। ফলে ওই কালভার্টের ওপর দিয়ে বড় কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারে না। সাইকেল, বাইক নিয়ে চলাচল যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য হিমাংশু দাসের বক্তব্য, "আগে সেখানে ২৪ ফুট চওড়া কালভার্ট ছিল। চার বছর আগে সেটি ভেঙে ১৬ ফুট চওড়া কালভার্ট তৈরি হয়। বিষয়টি নিয়ে তখন প্রতিবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তবে নতুন কালভার্ট তৈরির বিষয়টি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাড়া মিলবে বলে আশা করছি।"

পঞ্চানন মোড়ে কৃষক বাজার সংলগ্ন বেআইনি নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন।

বেআইনি দোকান ভাঙল পুলিশ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৬ নভেম্বর : অবশেষে পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চানন মোড়ে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক কৃষক বাজার ও পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের মালিকানাধীন জমিতে নির্মীয়মাণ বেআইনি দোকানঘর ভেঙে দিল প্রশাসন। রবিবার সন্ধ্যায় পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আর্থমুভার লাগিয়ে অবৈধ দোকানটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী সুধন দাসকে গ্রেপ্তার করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

অভিযোগ, কয়েক মাস আগে থেকেই সরকারি জমিতে সুধন গোপনে দোকানঘর তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। গত ২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ 'নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে ফের অবৈধ নির্মাণ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তা প্রশাসনের নজরে এলে তাঁকে কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি মাঝেমধ্যেই রাতের অন্ধকারে ফের নির্মাণকাজ শুরু করতেন বলে অভিযোগ। রবিবারও নির্মীয়মাণ দোকানের ভেতর বালি-পাথর রেখে গোপনে নির্মাণকাজ চালানোর চেষ্টা করেন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা জানান, বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায় বলেন, 'এটি সম্পূর্ণ পুলিশ প্রশাসনের বিষয়।' পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শংকর রায় বলেন, 'দপ্তরের জমিতে বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, প্রশাসনের তৎপরতা যদি আগে থেকে থাকত, তবে এ ধরনের অবৈধ দখল ও নির্মাণ বাড়ত না। এবার প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপে তাঁরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

> দপ্তরের জমিতে বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল।
>
> **শংকর রায়**
> *অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, মাথাভাঙ্গা পূর্ত (সড়ক) দপ্তর*

ইটভাটায় কর্মব্যস্ত শ্রমিক। রবিবার কোচবিহারের চিলাখানায়। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

গ্রেপ্তার ১

ফালাকাটা, ১৬ নভেম্বর : গত ২৩ সেপ্টেম্বর ফালাকাটা থেকে একটি টোটো চুরি হয়েছিল। রবিবার মুজনাই নদী লাগোয়া যাদবপল্লি এলাকা থেকে সেই চুরি যাওয়া টোটোটি উদ্ধার করে পুলিশ। সেইসঙ্গে টোটো চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম দিলীপ দাস।

আগুন

হাসিমারা, ১৬ নভেম্বর : পুরোনো হাসিমারার এক বাসিন্দার রান্নাঘরে শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। হাসিমারা দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক বিনয় সরকার জানান, কীভাবে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাবাকে খুনের পর প্রসাদ খেয়ে নিরুত্তাপ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : প্রতিবেশীর বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। সেই উপলক্ষ্যে প্রসাদ বিলির আয়োজন করা হয়েছিল। বছর সাতাশের মাধব সরকার যখন সেখানে প্রসাদ খেতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর মুখচোখ, আচার-আচরণ দেখেও কেউ কল্পনা করতে পারেননি যে কী ঘটে গিয়েছে। পরে অবশ্য মাধবের বাবার মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রাই। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। পুলিশের গাড়ির শব্দ শুনে মাধব প্রতিবেশীর শৌচালয়ে লুকোলেও শেষরক্ষা হয়নি। বাবা রামনাথ সরকারকে খুনের অভিযোগে সেই শৌচালয় থেকেই গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বড়চৌকি এলাকায়। ছেলের হাতে বাবার খুন হওয়ার ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়েছে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্ত ছেলেকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই রাতে বারান্দায় চাদরে মুখ ঢেকে ঘুমিয়েছিলেন রামনাথ (৬০)। সেই সময় তাঁর স্ত্রী জলের বোতল আনতে অন্য ঘরে গিয়েছিলেন। আর তখনই অতর্কিতে ছোট ছেলে মাধব রামনাথের মুখে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। গলায় গুরুতর আঘাত লাগে রামনাথের। ছেলের হাতে স্বামীকে খুন হতে দেখে প্রতিবেশীর বাড়িতে পালিয়ে যান রামনাথের স্ত্রী। মায়ের পিছুপিছু অভিযুক্তও সেই বাড়িতে যায়। ছেলের ভয়ে ভীত মা

আলিপুরদুয়ার

প্রতিবেশীর বাড়িতে লুকিয়ে পড়েন। ততক্ষণে প্রসাদ খেতে থাকেন মাধব। পরে একসময় সুযোগ বুঝে প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান মাধবের মা। তারপরেই এলাকায় শোরগোল তৈরি হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। আর আহত রামনাথকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সেই হত্যার 'অস্ত্র' কোদালটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

কেন বাবাকে খুন করলেন মাধব? এই বিষয়ে মৃত রামনাথের স্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। তবে তিনি বলেন, 'গত পাঁচদিন ধরে ঘুমায়নি মাধব। শনিবার রাতে হঠাৎ কে মারতে আসছে বলে চিৎকার করছিল। বাইরে বের হয়ে দেখি কোদাল দিয়ে নিজের বাবাকে আঘাত করছে। ভয়ে পাশের বাড়ি পালিয়ে যাই। এর আগে বাবা-ছেলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বা মারধরের ঘটনা ঘটেছে। তবে এভাবে একেবারে খুন করে দেবে, ভাবতেও পারিনি।'

রামনাথের দুই ছেলে। বড় ছেলে জগৎ সরকার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র থাকেন। পূর্ব বড়চৌকির বাড়িতে ছোট ছেলে মাধব ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন রামনাথ। মাধব দিনমজুরের কাজ করতেন। মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই বাড়িতে বাবা ও মায়ের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন বলে জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। সম্প্রতি ছোট ছেলে মাধবকে না জানিয়ে রামনাথ একটি জমি বিক্রি করেন। সেই জমি বিক্রির পর থেকেই বিবাদ বড় আকার নেয়। সমস্যা মেটাতে গ্রামে সালিশি সভাও হয়। তারপর প্রায় এক মাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মিতালি মুর্মু বলেন, 'খুনের ঘটনার কথা শুনেছি। তবে জমি বিক্রি নিয়েই এই খুন কি না তা স্পষ্ট নয়।'

অফিসে কাঠ চুরির চেষ্টা, ধৃত ১

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৬ নভেম্বর : নজরদারির অভাবে জঙ্গলের গাছ চুরির অভিযোগ নতুন নয়। এবার খোদ বক্সিরহাটের নাগুরুহাট বন দপ্তরের অফিস থেকে মজুত কাঠ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। শনিবার রাতে অফিস চত্বর থেকে ৫০ মিটারের মধ্যেই বমাল চোরকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন বনকর্মীরা। এই ঘটনায় সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই বলছেন, কতটা গাফিলতি থাকলে দুষ্কৃতীরা অফিসে ঢুকে বাজেয়াপ্ত মজুত কাঠ চুরির চেষ্টা চালায়। উচ্চপর্যায়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

কোচবিহার-১ নম্বর রেঞ্জের অন্তর্গত নাগুরুহাট বিট অফিসের ভিতরে বিভিন্ন সময় বাজেয়াপ্ত শাল ও সেগুন কাঠের গুঁড়ি মজুত থাকে। শনিবার রাতে ওই কাঠ চুরি করার উদ্দেশ্যে ঢিলেঢালা নিরাপত্তার সুযোগে বিট অফিসে ঢুকে পড়ে তিন দুষ্কৃতী। মজুত কাঠ ফেন্সিং-এর বাইরে জমিয়ে রাখা হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় শব্দ কানে আসতেই বনকর্মীদের সন্দেহ জাগে। তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতেনাতে একজনকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন। ধৃতের নাম নিতাই বর্মন। তিনি নাগুরুহাটের বাসিন্দা বলেই পুলিশ জানিয়েছে। বক্সিরহাট থানার পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। জেরার পর তদন্তকারীরা আরও কয়েকজন জড়িত ব্যক্তির নাম জানতে পেরেছেন বলে সূত্রের খবর।

পরিবেশকর্মী মিঠুন সাহা বলেন, 'যদি বন দপ্তরের অফিসই সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে সাধারণ বনাঞ্চল কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে? এটি শুধু নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা নয়, বনসম্পদের ওপর সরাসরি আঘাত।' ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'বনকর্মীরা সজাগ থাকায় চোর ধরা সম্ভব হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

যে ফেন্সিং টপকে কাঠ চুরির চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। -সংবাদচিত্র

উঠছে প্রশ্ন

- খোদ বক্সিরহাটের নাগুরুহাট বন দপ্তরের অফিস থেকে মজুত কাঠ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল
- যদিও শেষরক্ষা হয়নি
- শনিবার রাতে অফিস চত্বর থেকে ৫০ মিটারের মধ্যেই বমাল চোরকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন বনকর্মীরা
- এই ঘটনায় সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

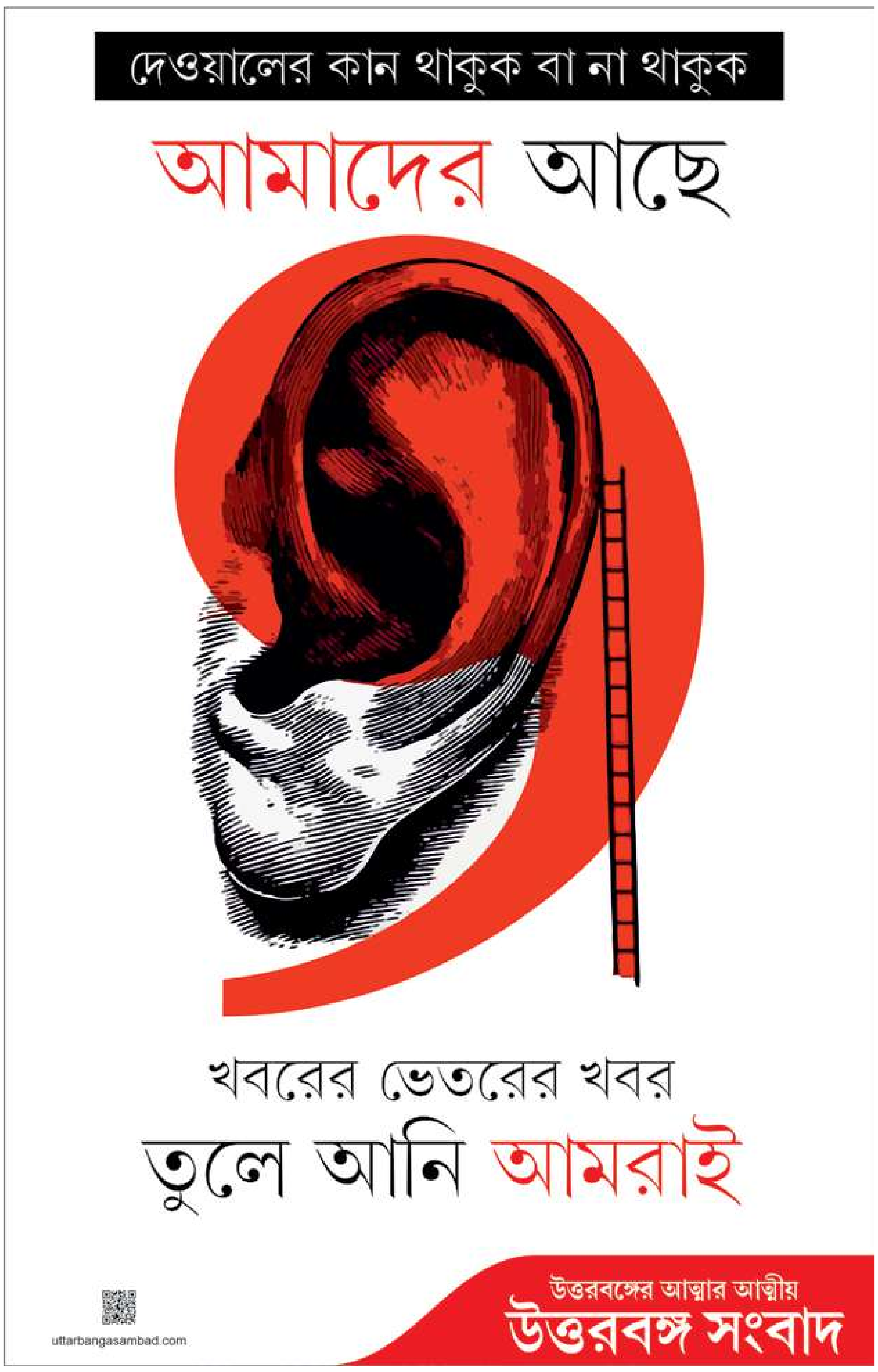

বাজেয়াপ্ত মাদক

হলদিবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : হলদিবাড়ি থানার তৎপরতায় রবিবার বাজেয়াপ্ত হল প্রায় ৪৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার। গ্রেপ্তারও করা হয় দুজনকে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাইয়ের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী এদিন সন্ধ্যায় বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়েরডাঙ্গা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুই তরুণকে প্রথমে আটক করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা। তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ৪৫.৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কচুয়া বোয়ালমারির বাসিন্দা রাহুল মণ্ডল এবং ঘুঘুডাঙ্গার শুভঙ্কর মল্লিক। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ধৃতদের বাইকও।

শিলান্যাস

হলদিবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : হলদিবাড়ি ব্লকে রবিবার দুটি রাস্তার নির্মাণকাজের শিলান্যাস করলেন মেখলিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে কাশিয়াবাড়িতে রাজ্য সড়ক থেকে অমর রায়ের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১২০০ মিটার রাস্তায় বসানো হবে পেভার্স ব্লক। সেই রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয় এদিন। পাশাপাশি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের অর্থানুকূল্যে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ামারিতে রাঙ্গাপানি মেইন রোড থেকে গোয়ালিবাড়ি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মিটার নতুন রাস্তা হবে।

গ্রেপ্তার ১

সিতাই, ১৬ নভেম্বর : গোমুখ বিওপি ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা শনিবার সন্ধ্যার পর ৭৯৫ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করলেন। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। সেইসঙ্গে আটক করা হয় হেমন্ত বর্মনকে। মিলন সংঘ গোঁসাইরদিঘি সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতের বাড়ি সিতাই ব্লকের ধুমেরখাতা গ্রামে। পরে সিতাই থানার পুলিশের হাতে হেমন্ত সহ বাজেয়াপ্ত কাফ সিরাপের বোতল তুলে দেওয়া হয়।

রক্তদান শিবির

সিতাই, ১৬ নভেম্বর : একটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। সিতাইয়ের কান্তেশ্বরী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় শিবিরটি হয়। সংগঠনের তরফে আরমান হোসেন জানান, এদিন ৩০ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন।

আলোয় আলো।। কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সামনে ভিড়। রবিবার ধরা পড়ল জয়দেব দাসের ক্যামেরায়।

শিলিগুড়ির রোজগারমেলায় রাজ্যপাল

দু'হাজারের বেশি নিয়োগপত্র বিলি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত 'রোজগারমেলা ২.০' থেকে ২,০০০ জনের বেশি চাকরিপ্রার্থী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় যোগদানের অফার লেটার হাতে পেলেন। শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজে আয়োজিত রোজগারমেলায় শনি ও রবিবার মিলিয়ে ৫,০০০ প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। এদিন বিকেলে রোজগারমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীর হাতে অফারলেটার তুলে দেন। রাজ্যপাল বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। যাঁরা বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের আগামীর জন্য শুভেচ্ছা।'

দু'দিনের রোজগারমেলায় পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। ৬০টির বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন মেলায়। প্রার্থীদের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংস্থায় তাঁদের চাকরির ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এরমধ্যে গাড়ি নির্মাতা, চিকিৎসা সম্পর্কিত, বিমান, ব্যাংক, নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটনের মতো বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বমানের সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা প্রদীপ্তা মুখোপাধ্যায় এদিন একটি সফটওয়্যার সংস্থায় কাজে যোগদানের চিঠি পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে চলতি বছর স্নাতক হয়েছেন প্রদীপ্তা। জীবনে প্রথম ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়ে তরুণী বেশ খুশি। তাঁর কথায়, 'জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে। তাই এই সংস্থায় পরীক্ষা দিই। অফার লেটার দিয়েছে। তবে কোথায় কাজ করতে যেতে হবে, তা এখনও জানানো হয়নি।'

শিলিগুড়ির দক্ষিণ শান্তিনগরের বাসিন্দা গৌরব দাস একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থায় কাজের অফার লেটার পেয়েছেন। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে আইটিআই ডিপ্লোমা পাশ করেন তিনি। বেশ কিছুদিন কাজের খোঁজ করছিলেন। তবে গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, কাজের জন্য তাঁকে মহারাষ্ট্রে পাড়ি দিতে হবে। গৌরবের কথায়, '২২ হাজার টাকা বেতন পাব। থাকার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে। সবদিক দেখে মহারাষ্ট্রে যাব বলেই ঠিক করেছি।' আরেক গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন ময়নাগুড়ির বাসিন্দা দীপ মজুমদার। ময়নাগুড়ি আইটিআই-এর প্রাক্তনী দীপ কাজের জন্য পুনে যাবেন। তাঁর কথায়, 'প্রায় ২০ হাজার টাকা বেতন দেবে। এখানে এত বেতন পেতাম না। আমার যা যোগ্যতা, প্রথম কাজ হিসাবে ভালো সুযোগ পেয়েছি।'

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। হর্ষবর্ধনের কথায়, 'অনেকে বিদেশ থেকেও ডাক পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীরা চাকরি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে এতবড় রোজগারমেলা আগে আয়োজিত হয়নি।'

চাকরিপ্রার্থীদের অফার লেটার দিচ্ছেন রাজ্যপাল। শিলিগুড়ির রোজগারমেলায়। রবিবার। ছবি : জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট।

শীতেও ধরলার ভাঙন

মানচিত্র থেকে উধাওয়ের ভয় দেবী কলোনির বাসিন্দাদের

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে সন্ধে হলেই শীতের কামড় বেশ ভালোভাবে টের পাওয়া যায়। গুটিগুটি পায়ে শীত এগিয়ে আসছে। শীতের চেয়ে অনেক আগ্রাসীভাবে ধরলা নদী এগিয়ে আসছে চ্যাংরাবান্ধার দেবী কলোনির দিকে। বর্ষার মতো প্রবল না হলেও ধরলার ভাঙন অব্যাহত। ইতিমধ্যেই ধরলার করাল গ্রাসে এলাকার বহু কৃষিজমি, চা বাগান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আরও বেশ কিছু জমিও তলিয়ে যাওয়ার মুখে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, এই এলাকার বাসিন্দাদের ভয়, আর কিছু বছর পর দেবী কলোনির অস্তিত্ব আদৌ মানচিত্রে থাকবে তো! বর্তমানে সন্ধে নামলেই উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে আতঙ্কের চোরাস্রোত দেবী কলোনির বাতাসে ভাসে।

স্থানীয় বাসিন্দা বুদ্ধদেব সরকারের গলায় আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'যেভাবে ভাঙন বাড়ছে, চ্যাংরাবান্ধার মানচিত্র থেকে ধীরে ধীরে দেবী কলোনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ধরলার তীরের চা বাগান, কারখানা এবং কৃষিজমি আমাদের এলাকার বাসিন্দাদের পেটের ভাতের জোগান দেয়। প্রতিদিন একটু একটু করে জমি ধরলার গ্রাসে চলে যাচ্ছে। বাঁধের দাবিতে আমরা প্রশাসনের সমস্ত বিভাগে আবেদন করেছি। সেচ বিভাগ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা আমাদের এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। কিন্তু কেন জানি না কোনও এক অজানা কারণে ভাঙন রোধে সরকারের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'বর্তমানে সমস্ত আধিকারিক এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমি নিজে সেচমন্ত্রী এবং সেচ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে বর্ষার আগে ভাঙন রোধের জন্য পদক্ষেপ করার চেষ্টা করব।'

ধরলার ধারে মৈনাক টি হিলসের বিশাল চা বাগান ও কারখানা অবস্থিত। এলাকার অনেক বাসিন্দা এই চা বাগানে কাজ করেন। ধরলার গ্রাসে ইতিমধ্যেই বাগানের ৩৩ একর জমি তলিয়ে গিয়েছে। এই বাগানের কর্মীরা রোজ এই ভয়ে ঘুম থেকে ওঠেন যে, বাগান তলিয়ে যায়নি তো? কাজটা আছে তো!

ধরলার ভাঙনে আতঙ্ক চ্যাংরাবান্ধায়।

দুর্ভোগের বৃত্তান্ত

- এলাকার অনেক কৃষিজমি ধরলায় তলিয়ে গিয়েছে
- ধরলার তীরের মৈনাক টি হিলসের চা বাগানে ৩৩ একর জমিও নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে
- বারবার প্রশাসনের কাছে বাঁধ তৈরি করে দেওয়ার জন্য আবেদন করা হলেও সুরাহা মেলেনি

বাগানের জেনারেল ম্যানেজার জ্ঞানপ্রকাশ দীক্ষিত বলেন, 'ধরলা নদী থেকে অবৈজ্ঞানিক ও অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কারণে ভাঙন বাড়ছে। ধরলা এখন বাগানের ৫০ মিটার দূর দিয়ে বইছে। বাগান তলিয়ে গেলে এলাকার অনেক মানুষের রুটিরুজিতে টান পড়বে।'

অসহায়তার সুর ধরা পড়ে স্থানীয় কৃষক নিখিল বিশ্বাসের গলায়। তিনি বলেন, 'ধরলা আমাদের মা। নদী ছেড়ে অন্য কোথাও বসতির কথা ভাবতে পারি না। প্রশাসনের তরফে বাঁধের ব্যবস্থা করা হলে আমাদের উপকার হয়।'

দেহ উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : রাস্তার পাশে নালা থেকে রবিবার সকালে উদ্ধার হল একটি মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ থানার নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বসপাড়াতে। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ধীরেন দাস (৪৫)। তাঁর বাড়ি ওই এলাকাতেই। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের আত্মীয় রঞ্জন দাস বলেন, 'শনিবার রাত থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। সকালে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর নালা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।'

কম্বল বিলি

নয়ারহাট, ১৬ নভেম্বর : শিকারপুর ব্যবসায়ী সমিতি এবং স্থানীয় অগ্রদূত ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হল। স্থানীয় হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০০ জনকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান, সহ সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন, ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক নিত্যজিৎ বর্মন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক

মেখলিগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : গঠিত হল রাজবংশী ক্ষত্রিয় কল্যাণ সমিতি। রবিবার মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের হলঘরে বৈঠকের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়। রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বৈঠক হয়। সংগঠনের সভাপতি এবং সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে বিপুল বর্মন এবং রজত রায়। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন স্বপনচন্দ্র রায়। নবনির্বাচিত সভাপতি বিপুল বর্মন জানান, সংগঠনের মাধ্যমে আগামীতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি এবং ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের রক্ষার স্বার্থে কাজ করা হবে।

স্বাস্থ্য নিয়ে সভা

দেওয়ানহাট, ১৬ নভেম্বর : প্রগ্রেসিভ রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সাহেবেরহাটের এক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা সভা হয় রবিবার। সেখানে কোচবিহারের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বিনায়ক রায় শিশু এবং মায়েদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা এবং সেগুলি সমাধানের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবনের টানে। জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

দু'বছরে চালু হয়নি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৬ নভেম্বর : ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে চালুই হয়নি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়িতে দুই বছর ধরে প্রকল্পের পরিকাঠামো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। লোহার গেটে জং ধরছে, তালাও ঝুলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনিক উদাসীনতায় পরিবেশবান্ধব প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ বর্তমানে বিশবাঁও জলে। এদিকে সরকারি অর্থে তৈরি প্রকল্পটির এমন দশা হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। দ্রুত সেটি চালুর দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছে। যদিও মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে বছর দুই আগে আমবাড়িতে পিকনিক স্পটের কাছে সরকারি জমিতে কোচবিহার জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত অর্থে ও হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়েছে। কাজটি করতে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। হাজরাহাট সহ আশপাশের এলাকার গৃহস্থালির পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে প্রকল্পের ঘরে জমা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তারপর প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য থেকে জৈব সার ও আরও কিছু দ্রব্য উৎপাদন করার কথা হয়। যদিও প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে প্রকল্পটি শুরু হয়নি বলে অভিযোগ।

হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলির বক্তব্য, 'স্থানীয় একটি এনজিওকে প্রকল্পটি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অসম্পূর্ণ পরিকাঠামোর জেরে প্রকল্পটি চালু করা যায়নি।' তবে দ্রুত সেটি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে অজিত সরকার নামে এক স্থানীয় বলেন, 'প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ভালো। তাই তা দ্রুত চালুর ব্যাপারে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।' জঞ্জালমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতেও এধরনের পরিবেশবান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখাচ্ছে। শুধু হাজরাহাট নয়, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের আরও কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমবাড়িতে প্রকল্পটি চালু না হওয়ায় নানা প্রশ্ন উঠছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এমন পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত প্রকল্পটি আদৌ চালু হবে কি না সেটাও এখন দেখার।

> প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ভালো। তাই তা দ্রুত চালুর ব্যাপারে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।
>
> **অজিত সরকার** *স্থানীয় বাসিন্দা*

পরিত্যক্ত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। আমবাড়িতে।

জখম এক

গোপালপুর, ১৬ নভেম্বর : গাছ উপড়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই আত্মীয়ের পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রেরকুটির। শংকর বাড়ই জানান, বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকটি সুপারি গাছের চারা লাগানো হয়েছিল। রবিবার তাঁর কাকা সেই গাছগুলো উপড়ে ফেলেন। প্রতিবাদ জানালে তাঁর কাকার পরিবারের সদস্যরা তাঁদের উপর আক্রমণ করেন। আহত হন শংকরের স্ত্রী দীপিকা বাড়ই। তাঁকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ট্যালেন্ট পরীক্ষা

জামালদহ, ১৬ নভেম্বর : জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় অক্সফোর্ড ট্যালেন্ট পরীক্ষা। স্থানীয় স্মার্ট গুরুকুল ন্যাশনাল স্কুল এই পরীক্ষায় সহযোগিতা করে। আশপাশের প্রায় দশটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিমল রায় বীর জানান, গ্রামীণ এলাকায় প্রতিভার সন্ধানে এই আয়োজন।

প্রতিবাদ

বক্সিরহাট, ১৬ নভেম্বর : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসআইআর-এর প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় পথসভা করল তৃণমূল কংগ্রেসের নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার। তাঁর অভিযোগ, 'এসআইআর-এর আতঙ্কে বহু মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। ভোটাধিকার থেকেও বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।'

আলোচনা সভা

জামালদহ, ১৬ নভেম্বর : বিজেপির উদ্যোগে রবিবার জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৩ নম্বর বুথে মোকারারি জামালদহে ছিটমহল বাসিন্দাদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে এসআইআর নিয়ে আলোচনা করেন বিজেপি কর্মকর্তারা। ছিলেন জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়, বিজেপির মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কনভেনার পবন ভাদানি প্রমুখ।

জঙ্গলপথে গতির বলি দুই বুনো

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : চালসা-লাটাগুড়ি ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ৮ কিলোমিটার অংশ যেন বন্যপ্রাণীর জন্য মৃত্যুফাঁদ হয়ে উঠেছে। গাড়ির বেপরোয়া গতির বলি হচ্ছে একের পর এক বুনো। যেমনটা হল রবিবার। এদিন সকালে মহাকালধাম থেকে খানিকটা দূরে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি সম্বর এবং সেখান থেকে আরও প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অন্য একটি মাদি বার্কিং ডিয়ারের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা। আঘাতের ধরন দেখে বনকর্তাদের অনুমান, গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে বুনো দুটির। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ ও বন দপ্তরের কাছে গতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ এবং নজরদারির দাবি তুলেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

যদিও বন দপ্তর বলছে, পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে জঙ্গলপথে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধে স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি জানানো হলেও তা পর্যাপ্ত সংখ্যায় বসানো হয়নি। যার ফলে যানবাহনের গতিতে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, আমজনতাকে সচেতন করতে ওই পথে পোস্টার সাঁটার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের করিডর চিহ্নিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনা রুখতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক হবে বলে তিনি জানান। মেটেলি ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, কোন গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, তা দেখা হচ্ছে।

চালসা-লাটাগুড়ি সড়কের মাঝে প্রায় ৮ কিলোমিটার অংশজুড়ে রয়েছে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গল। এই পথ বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের করিডর। সড়কে আগেও গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। গত সপ্তাহে এই পথে একটি সম্বর আহত হয় বলে খবর। বন দপ্তর সূত্রের খবর, গত কয়েক বছরে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলচেরা পথে ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত ২৮টি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৮টি বাইসন, ২টি চিতাবাঘ, ৫টি সম্বর, ৩টি হরিণ, ৭টি বাঁদর ও ৩টি লেপার্ড ক্যাট। এদিন গতির বলি হল আরও দুই বুনো।

পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে কোনও উদ্যোগ নেই পুলিশ, প্রশাসন এমনকি বন দপ্তরেরও। যে কারণে এই মৃত্যুমিছিল। এবিষয়ে লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের অভিযোগ, গতিতে লাগাম পরানো না গেলে বুনোদের সমস্যা আরও তীব্র হবে। একই কথা জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়।

এবিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালবাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক শ্যামল বলেছেন, 'বন দপ্তরের দাবি মেনে মহাকালধামের দু'পাশে স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরী জানিয়েছেন, জঙ্গলপথে মানুষকে আরও সচেতনভাবে গাড়ি চালাতে হবে। এ ধরনের ঘটনা রুখতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, সেবিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত সম্বর। চালসা-লাটাগুড়ি ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে।

ভালো আবহাওয়ায় ধান কাটার ব্যস্ততা

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৬ নভেম্বর : হেমন্তে একদিকে যেমন রাতের দিকে শীতের আমেজ, তেমনই সকালে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া। পরিবেশ অনুকূল থাকায় ধান ঘরে তোলা শুরু করে দিয়েছেন আমনচাষিরা। গত কয়েকদিন ধরেই কোচবিহার-১ ব্লকের একাধিক এলাকায় দেখা যাচ্ছে, চাষিদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। গত বছর কার্তিকের শেষলগ্নে বৃষ্টি হওয়ায় বিপাকে পড়েছিলেন চাষিরা। তবে এবার এখনও পর্যন্ত তাঁরা স্বস্তিতে। আগামী বেশ কয়েকদিন আকাশ এরকম পরিষ্কার থাকুক, সেটাই চাইছেন চাষিরা।

গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার পারদ-পতন হয়েছে। কমেছে বাতাসের তাপমাত্রা। তবে দিনে মিহি রোদ। আর এই সময়টাই ধান কাটার জন্য আদর্শ। জমি থেকে ধান কাটার পর অতিরিক্ত কুয়াশা বা বৃষ্টি হলে তা শুকোতে অত্যন্ত সমস্যা হয়। এতে ধান মাড়াইয়ের প্রক্রিয়া পিছিয়ে যায়। ফলে খরচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ভোগান্তি।

কৃষিনির্ভর কোচবিহারের আমন ধান চাষে সুনাম রয়েছে। চলতি বছর জেলার প্রায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছে। জেলায় ধানের গড় উৎপাদন প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার ন্যূনতম সহায়কমূল্যে চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনছে। ফলে বিক্রির সমস্যা মিটেছে। পাশাপাশি অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা রোপণ, ধান কাটা ও মাড়াই সহজলভ্য হওয়ায় চাষের খরচ কমেছে। তাই চাষিরা আমন চাষে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এ বছর প্রথম দিকে অনাবৃষ্টির জেরে চাষে কিছুটা সমস্যা হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর মাস থেকে ধানের জমিতে বাদামি শোষকপোকার ব্যাপক আক্রমণ দেখা দেয়। ফলে উৎপাদনে ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তারপরেও জেলার বিস্তীর্ণ অংশে জমি থেকে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। শ্রমিকদের পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে।

কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা এলাকার চাষি মানব বর্মন প্রায় তিন বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করেছেন। রবিবার তাঁর জমিতে গিয়ে দেখা গেল, শ্রমিকদের সঙ্গে আঁটি বাঁধা ধান বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। কথা বলার ফুরসত নেই। কাজের ফাঁকেই তিনি বললেন, 'ধান বিক্রি করেই গোটা বছর সংসার চালাতে হয়। তাই ফসল নষ্ট হোক, এটা চাই না। আবহাওয়া ভালো থাকতে থাকতে ধান কেটে ফেলছি।' চিলকিরহাট এলাকার চাষি ফারুখ আলিও একই কথা বললেন।

জমি থেকে ধান বাড়িতে নেওয়ার ব্যস্ততা। জিরানপুর এলাকায়।

নিখোঁজের দেহ

ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ থেকে তিনদিন নিখোঁজ বৃদ্ধর দেহ মিলল নয়ানজুলিতে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ট্রলার আটক

ভারত-বাংলাদেশ আন্তজাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে বাংলাদেশের২৯ জন মৎস্যজীবী-সহ আটক একটি ট্রলার। ট্রলারটি ফ্রেজারগঞ্জের উপকূলে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তপ্ত ভাঙড়

আইএসএফ-তৃণমূলের সংঘর্ষের জেরে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল ভাঙড়ে। রক্তদান শিবিরে বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর ছবি লাগানোর সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বচসা হয়। সেই সময় গুলি চালানোর অভিযোগ।

অভিযুক্ত হিরণ

খড়্গপুর আইআইটিতে অর্থের বিনিময়ে কর্মী নিয়োগের অভিযোগ উঠল বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এই মর্মে আইআইটি চত্বরে পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হিরণ।

এসআইআর আতঙ্কে যৌনকর্মীরা

পরিবার বিচ্ছিন্নদের নথির হদিস নেই

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক শুধুমাত্র আমজনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসআইআরের ফলে নাম বাদ পড়তে পারে যৌনকর্মীদেরও। কারোর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। আবার কারোর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এসআইআরের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রও নেই অনেকের কাছে। আবার নথি থাকলেও রয়ে গিয়েছে গলদ। ফলে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি সোনাগাছি সহ বিভিন্ন এলাকার যৌনকর্মীরা। অনেকে পেটের টানে কাজের খোঁজে ঘর ছেড়েছেন। ফলে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই পরিবারের সঙ্গে। অনিশ্চিত জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে শেষ ঠিকানা হয়েছে যৌনপল্লি। এখন নাগরিকত্ব হারানোর ভয় ও ভবিষ্যতের ভাবনাতেই দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে তাঁদের।

ওঁদের পরিচিতি যৌনকর্মী হিসেবে। ২১ শতকে এসেও সামাজিকভাবে অবহেলিত, অপাঙক্তেয়। আইনি খাতায় স্বীকৃতি নেই তাঁদের পেশার। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় ১১টি নথির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের জন্য আলাদা করে কোনও ব্যবস্থা নেই। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠিও দিয়েছে যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলি। তবে এখনও উত্তর আসেনি। ২০০২ সালে বাবা-মায়ের ভোটার তালিকায় নাম নিয়ে এনুমারেশন ফর্ম পূরণেরও সুযোগ নেই। আক্ষেপের সুরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যৌনকর্মী বললেন, 'অনেকে ৫-৭ বছর আগে নেপাল, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এখানে। এখন তাঁরা কি ফিরে যাবেন? আমাদের সঙ্গে তো পরিবারও সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে নথি দেবে না বাবা-মা। কী করব আমরা?'

গোটা রাজ্যের বিভিন্ন যৌনপল্লিতে ৪০ হাজারেরও বেশি যৌনকর্মী রয়েছেন। দীর্ঘ প্রতিবাদের ভিত্তিতে অনেকের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ডে নাম নথিভুক্ত হয়েছে ২০০২ সালের পরে। যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক বিশাখা লস্কর বললেন,

> আমাদের সংগঠনে ৪০ হাজার সদস্য রয়েছেন। যা যা নথি চেয়েছে এঁদের অনেকের কাছে তা নেই। অনেকের ভোটার কার্ড ২০০২ সালে হয়েছে। ওই বছরের তালিকায় অনেকের নাম নেই। তাই তাঁদের কাছে যে নথিগুলি রয়েছে তার ভিত্তিতেই এসআইআরে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হোক।
>
> **বিশাখা লস্কর, সম্পাদক দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি**

'আমি নিজেই ৩০-৩৫ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাড়ির দলিলটুকুও ভেসে চলে গিয়েছে। অনেকের মাধ্যমিক বা জন্মের শংসাপত্র নেই। আমাদের সংগঠনেরই ৪০ হাজার সদস্য রয়েছেন। যা যা নথি চেয়েছে এঁদের অনেকের কাছে তা নেই। অনেকের ভোটার কার্ড ২০০২ সালে হয়েছে। ওই বছরের তালিকায় অনেকের নাম নেই। তাই তাঁদের কাছে যে নথিগুলি রয়েছে তার ভিত্তিতেই এসআইআরে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হোক। এগুলি তো সরকারই দিয়েছে। তাহলে এই নথিগুলিরও নিশ্চয়ই গুরুত্ব থাকা উচিত। আমরা কমিশনকে জানিয়েছি। দেখি কী ব্যবস্থা নেয়।'

কী অবস্থা

- বাংলাদেশ, নেপাল থেকে ২০০২ সালের পরে অনেকে এসেছেন
- সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ভয়ে খবর রাখে না বাবা-মা
- এসআইআর-এর ১১টি নথি যা চাওয়া হয়েছে, অনেকের কাছে তা নেই
- নির্বাচন কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছে যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলি

অনেকের মায়ের ভোটার তালিকায় নাম বা যথাযথ নথি না থাকায় তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক যৌনকর্মী বলেন, 'আমি যখন এসেছি তখন পদবি একরকম ছিল, এখন পদবি আলাদা। এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করতেও তো সময় লাগবে। অনেকের সন্তানের স্কুল সার্টিফিকেট বা সেই ধরনের কোনও নথি দেখে নাম নথিভুক্ত করা হোক।' যৌনকর্মীদের সন্তানদের একটি সংগঠন 'আমরা পদাতিক' এর সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা কমিশনকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। এসআইআর নিয়ে যৌনকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। এখন কমিশন কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।'

আমার কার্তিক ঠাকুর... রবিবার কলকাতায় দেবাশিস মণ্ডলের তোলা ছবি।

ফর্ম বিলি শেষ করতে নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কমিশনের সাঁড়াশি চাপে আতঙ্কিত বিএলওরা। এনুমারেশন ফর্ম বিলি শেষ করতে হবে রবিবারের মধ্যে। গত ১৫ নভেম্বর ভার্চুয়াল বৈঠকে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন জেলা শাসক থেকে শুরু করে বিএলওদের। কিন্তু রবিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাজ্যে বিলি হওয়া মোট ফর্মের সংখ্যা জানাতে পারেনি কমিশন। তবে গত ১৫ নভেম্বর রাত পর্যন্ত ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ অর্থাৎ ৯৮.৫০ শতাংশ ফর্ম বিলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কমিশনের এই দাবি সব ক্ষেত্রে মিলছে না। বহু জায়গায় বিএলওরা আজও অভিযোগ করেছেন, তাঁরা ভোটার তালিকায় দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে ভোটারকে খুঁজেই পাচ্ছে না। ফর্ম দেওয়ার জন্য ভোটার বা তাঁর আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া দরকার। কিন্তু বহু জায়গায় ওই ঠিকানায় যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে তালিকায় থাকা ভোটারদের কোনও যোগ নেই। ফলে একদিকে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিএলওদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম বিলি করতে হবে। অন্যদিকে, ফর্ম বিলি করতে গিয়ে ভোটারকে না খুঁজে পেয়ে আতঙ্কের শিকার হচ্ছেন বিএলওরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএলও চাপ নিতে না পেরে কাজের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাউকে

চাপে বিএলও-রা

কাউকে হাসপাতালে ভর্তিও করতে হয়েছে। এমনকি আতঙ্কে আত্মহত্যা করার অভিযোগও উঠেছে। এদিনও কলকাতার বেলেঘাটা এলাকায় এক বিএলও কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই ঘটনায় বেলেঘাটার প্রশিক্ষণ শিবিরে বিএলওরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন।

তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'এসআইআর নিয়ে পুরোপুরি জোরজবরদস্তি করছে কমিশন। রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে। আমি দেখেছি, বিএলওরা অনেক ক্ষেত্রে জানিয়েছেন, তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রয়োজন পড়লে তাঁদের অ্যাসিস্ট্যান্ট দেওয়া হবে। তার কী ফল দাঁড়ায় দেখতে হবে।' এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও বিএলওদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেও দায়িত্ব পালনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

সুকান্ত বলেন, 'আপনাদের মনে রাখতে হবে চাকরি সবার আগে। তৃণমূল, বিজেপি কোনও দলের নেতাদের কথাতেই আপনাদের চলার দরকার নেই। কমিশন কী বলছে তা অনুসরণ করুন। তৃণমূলের চাপে মৃতকে জীবিত করবেন না।' তবে একইসঙ্গে বিএলওদের সুরক্ষার জন্য হেল্প লাইন চালু করার ব্যাপারে কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

একাকী... রবিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মতুয়াদের অনশনে শশী, স্নেহাশিসরা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মতুয়া ভোটব্যাংককে হাতিয়ার করে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্য বাঁধতে চাইছে তৃণমূল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের প্রতিবাদে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে টানা অনশন চালাচ্ছেন মতুয়া মহাসংঘের সংঘাতিপতি মমতাবালা ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ মতুয়ারা।

শনিবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার পরই রবিবার তৃণমূলের এক প্রতিনিধিদল পৌঁছে গেল অনশন মঞ্চে। মতুয়াদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে অভিষেকের নির্দেশে এদিন মঞ্চে পৌঁছে গেলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও শাসক দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ।

এতদিন মতুয়াদের অনশনে দলের সামনের সারির কোনও মুখকেই সেভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এবার তৃণমূলের প্রতিনিধিদল অনশন মঞ্চে অংশগ্রহণ করে বুঝিয়ে দিল, মতুয়াদের অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট লড়াই করবে সবুজ শিবির। এদিন অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন শশী, স্নেহাশিস, তন্ময়রা। অভিষেকের পাঠানো চিঠি পড়ে শোনানো হয় অনশনে অংশগ্রহণকারীদের। এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে মতুয়াদের। ফলে বিগত ১২ দিন ধরে চলা এই অনশন মঞ্চে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও ক্রমে বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দলীয় সূত্রে খবর, মতুয়াদের স্বার্থে দিল্লিতেও অনশনের ডাক দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সবুজ শিবির। সেই ইঙ্গিত আগেই মিছিল থেকে দিয়েছিলেন অভিষেক।

এদিন প্রতিনিধিদলের বার্তা, একজন বৈধ ভোটারের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে আন্দোলন হবে। তাদের আশ্বাস, অনশনে অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে দল। একই সঙ্গে মতুয়াদের ওপর কোনওরকমভাবে অত্যাচার হলে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে তারা। এসআইআর নিয়ে কোনওরকম ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতেও অনুরোধ করা হয়েছে মতুয়াদের। নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে অনশন চালাচ্ছেন মতুয়াদের একাংশ। এসআইআর-এর মাধ্যমে সিএএ করে তাঁদের নতুন করে নাগরিক হওয়ার কমিশনের শর্ত মানতে নারাজ তাঁরা। গত কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির মতুয়া ভোটব্যাংক বেশ ভালো। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেই ভোটের পালের হাওয়া ঘোরাতে সচেষ্ট হয়েছে শাসকদল।

ঠাকুরনগরের অনশন মঞ্চে মন্ত্রী শশী পাঁজা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

'ইন্ডিয়া'র বৈঠক ডাকার দাবি জোরালো

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বিহার জয়ের পর যখন পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে বাংলাকে নিশানা করছে বিজেপি সেই সময় বিজেপি বিরোধিতায় জোড়া ফলায় শান দিতে চাইছে তৃণমূল। একদিকে বিহারের নির্বাচনে ভোট লুটের অভিযোগ তুলছে তারা। অন্যদিকে, জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় প্রধান মুখ হতে চাইছে তৃণমূল। সেই লক্ষ্যে ইন্ডিয়া জোটের দ্রুত বৈঠক ডাকার দাবিও তুলছে তারা।

রবিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে বিহারে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত ভোট লুটের অভিযোগ করলেন। বিহারের নির্বাচনের ফল কাটাছেঁড়ায় দেখা গিয়েছে, ১০১টি আসনে লড়ে বিজেপি জিতেছে ৯৫টিতে। শতাংশের হিসেবে ৯৪.৫৯। আর সমসংখ্যক আসনে লড়ে নীতীশ জিতেছেন ৮৫টিতে। শতাংশের বিচারে ৮৪। এই তথ্য তুলে ধরে কুণালের প্রশ্ন, 'এই অস্বাভাবিক ভোটের ফল পরিকল্পিত ভোট লুট নয় তো?' কুণালের কথায়, বিজেপি ও নীতীশের এই 'স্ট্রাইক রেট' অত্যন্ত রহস্যজনক। তাঁর যুক্তি, এতদিন পর্যন্ত বিজেপি সংসদে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে। ওই নির্বাচনে বিজেপির আসন ছিল ৩০৩টি, ৫৫.৯ শতাংশ। আর সংসদে কোনও একক দল হিসেবে কংগ্রেস ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর সহানুভূতির হাওয়ায় সর্বোচ্চ আসন পেয়েছিল ৪০৪টি, অর্থাৎ ৭৮.৬ শতাংশ। কিন্তু বিহার ভোটে এনডিএর ফল এই সমস্ত হিসেবকে ছাপিয়ে গিয়েছে। সেই কারণে বিহারের ফলের পিছনে পরিকল্পিত ভোট লুটের আশঙ্কা করছে তৃণমূল।

বিজেপির বিরুদ্ধে এই ভোট লুটের আক্রমণের সঙ্গে জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় প্রধান মুখ হয়ে উঠতে চাইছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের মুখ বদলাতে জোটের ছোট ছোট শরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ডেরেক ও'ব্রায়েনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের সংসদীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই এই নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। সেক্ষেত্রে বিহার নির্বাচনে রাহুলের ব্যর্থতাকে সামনে এনে ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে মমতাকে তুলে ধরার চেষ্টা হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সাকিল আহমেদ বিহারে এসআইআর নিয়ে রাহুল গান্ধির দাবিকে এদিন খারিজ করে দিয়েছেন। তৃণমূল মনে করছে, বিহারের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের মধ্যেই রাহুল বিরোধী গোষ্ঠী নতুন করে সক্রিয় হবে। রাজনৈতিকভাবে সেই সুযোগকে তাই হাতছাড়া করতে চাইছে না তৃণমূল।

গুলিবিদ্ধ গৃহবধূ

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৬ নভেম্বর : স্ত্রীকে লক্ষ করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্ত্রীকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। তাকে রবিবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম বিদু পাড়ায়। গুলিবিদ্ধ গৃহবধূর নাম সীমা খান। পেশায় বিউটি পার্লারের মালিক। শনিবার রাত্রে পার্লার বন্ধ করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির দরজার সামনে তাকে পিছন থেকে চারটি গুলি ছোঁড়া হয়। দুটি গুলি লাগে বুকে। দুটি হাতে এবং কোমরে। থানার থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছে যায় পুলিশ। জখম গৃহবধূ জানান, তাঁর স্বামীই তাকে গুলি করেছে। বাড়ির সামনে একটি জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল থেকে মুখে কাপড় বেঁধে বেড়িয়ে এসে গুলি চালিয়েছে। মুখ দেখা না গেলেও শরীর দেখে তিনি স্বামীকে চিনতে পেরেছেন বলে হাসপাতালের বেডে শুয়ে দাবি করেছেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বামী রজু খানকে গ্রেফতার করেছে।

শত্রুঘ্নকে শোকজের ভাবনা তৃণমূলের

কটাক্ষ বিজেপির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : দলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে নিয়েও অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল। বিহারে বিজেপি তথা এনডিএর জয়ে নীতীশের প্রশংসা করেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। সমাজমাধ্যমে শত্রুঘ্নর সেই পোস্টকে ঘিরে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বিজেপি। তবে সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই শত্রুঘ্নকে বার্তা দিতে পদক্ষেপ করতে পারে তৃণমূল।

বিহার নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর তৃণমূল সাংসদ তাঁর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নীতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি তথা এনডিএ শিবিরের জয় নিয়ে তৃণমূল সাংসদের এই প্রশংসা নজর কেড়েছে বিজেপির। এই সুযোগে তাই তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তারা। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টের সঙ্গে নীতীশের সঙ্গে তাঁর একটা ছবিও দিয়েছিলেন তিনি।

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'একসময় উনি তো বিজেপিতেই ছিলেন। ছবিটা হয়তো পুরোনো। সেই সময়কার। যাইহোক, বিষয়টা তো তৃণমূলের। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হয়ে বিজেপির জয়ের প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে শত্রুঘ্নজিকে বলে রাখি, আগামী দিনে বিহারের মতো বাংলার মানুষও এই ম্যাজিক দেখাবে।'

আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এদিন তাঁর বিধানসভা এলাকায় জনসম্পর্ক অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখানেই শত্রুঘ্নর এই ফেসবুক পোস্ট নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'জানি না মুখ্যমন্ত্রী আজকে আপনার দ্বিচারিতা, আপনাদের পার্টির দ্বিচারিতা, ইন্ডিয়া জোটের দ্বিচারিতা নিয়ে কী বলবেন। তবে দলের বিরুদ্ধে গিয়েও আপনি যে নীতীশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে

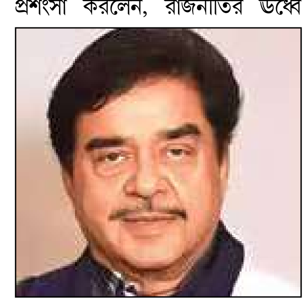

গিয়ে মানুষের জন্য এই সত্য কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।' তবে একইসঙ্গে অগ্নিমিত্রা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বিহারে বিজেপিই সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে।

শত্রুঘ্নর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। সরকারিভাবে এমনি কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও তৃণমূল সূত্রে খবর, শত্রুঘ্নর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ তৃণমূল। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দলে চর্চা হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, প্রয়োজনে শোকজও করা হতে পারে সাংসদকে।

২৪ ঘণ্টাতেই পার্থর জনবাক্স উধাও

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জেলমুক্তির পর থেকে খানিকটা বিদ্রোহী মেজাজে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ চেয়ে দলকে চিঠিও দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নিজের গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় দিতে বেহালা পশ্চিমে তাঁর জনসংযোগ কার্যালয়ের সামনে জনবাক্স বসানো হয়েছে। অর্থাৎ জনগণের মতামত ও অভিযোগ সংগ্রহের জন্য এই বাক্সটি বসানো হয়। যদিও ২৪ ঘণ্টা পরেই সেই বাক্স উধাও হয়ে গিয়েছে। কে বা কারা ওই বাক্স বসালেন বা সরিয়ে ফেললেন তা অজানা। এই নিয়ে মুখ খোলেননি স্থানীয়রাও।

পার্থর গ্রেপ্তারির পরেই বেহালা পশ্চিমের ম্যান্টনের অফিসটি বন্ধ পড়েছিল। যে অস্থায়ী ঘরে তিনি বসতেন, সেটি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায়, ওই পরিত্যক্ত অফিসের সামনে জনবাক্স বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পার্থর অনুগামীরা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে লিফলেট বিলি করতে শুরু করেছেন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ নস্যাৎ করতে চেয়েছেন তিনি। এমনকি বেহালা পশ্চিমের জনগণের কাছে বিচার চাওয়ার দাবি জানিয়ে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। ঠাকুরনগরে তাঁর সমর্থনে পোস্টারও পড়েছিল। এই প্রেক্ষিতে জনমত সংক্রান্ত ওই জনবাক্স নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও দলের তরফে এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্যই করা হয়নি। তবে সোমবার অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই বাক্স উধাও হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

ছাড়পত্রের পর পুরোনো বাস রাস্তায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কলকাতার রাস্তায় আবার বাস বাড়তে চলেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের নির্দেশিকার ভিত্তিতে কলকাতায় ১৫ বছর পুরোনো বাসের পারমিটের নবীকরণ বন্ধ করে দিয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। এর ফলে বহু বাস বাতিল হওয়ার আশঙ্কায় বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠনগুলি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় বাসের স্বাস্থ্য ও দূষণমাত্রা খতিয়ে দেখে মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের ছাড়পত্র পেতেই বসে যাওয়া বাসগুলি পুনরায় রাস্তায় নামাতে তৎপরতা শুরু করেছেন বাস মালিকরা। নিষেধাজ্ঞার কারণে বসে যাওয়া বাসগুলির জরিমানা ও কর ছাড়ের আবেদনও করা হবে পরিবহণ দপ্তরের কাছে। এই আবেদন মেনে নিলে কয়েক মাসের মধ্যেই ৭০০ থেকে ৮০০ বাস নতুন করে পরিষেবা দিতে রাস্তায় নামবে। এর ফলে সুবিধা হবে বিরাট সংখ্যক মানুষের, এমনটাই মনে করছে বাস মালিকদের সংগঠনগুলি।

বাসগুলি বছরে দু'বার স্বাস্থ্য ও দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষা করাতে হবে। বাসের অন্যান্য যন্ত্রাংশ ঠিকঠাক থাকলে রাস্তায় চলাচলের ছাড়পত্র পাবে। এর

ফলে বাস পিছু খরচ বাড়াতে হবে বাস মালিকদের। তাই আগামী সপ্তাহে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহনের কাছে আবেদন জানাবেন বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলির একাংশ। ২০০৮ সালে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় দূষণ কমাতে ১৫ বছর মেয়াদে নির্দিষ্ট নির্গমন মাত্রার গাড়ি বাতিল করার কথা বলেছিল। সেখানে দূষণ মাত্রার কথা উল্লেখ ছিল না। বাসের প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূষণ মাত্রা কমানোর বিষয়টিকে হাতিয়ার করে মামলা করেছিল বাস মালিকদের সংগঠনগুলি। পরিবহণ মন্ত্রী নিজেও বাসের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়কে ঐতিহাসিক জয় হিসেবে দেখছেন বেসরকারি বাস মালিকরা। অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের নির্দেশের পরে গেজেট নোটিফিকেশন দিতে হবে পরিবহণ দপ্তরকে। তার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।' সিটি সাবারবান বাস সার্ভিসের নেতা টিটু সাহা জানান, বাসগুলি ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও তাঁরা চালাতে পারেননি। তাই বিস্তর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। এই পরিস্থিতিতে জরিমানা ও কর ছাড়ের বিষয়টি পরিবহণ দপ্তর স্বীকার করে নিলে উপকার হবে। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এর ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। বসে যাওয়া বাসগুলি রাস্তায় নামবে।'

শ্রমিক সমাবেশে নজর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জেলাওয়াড়ি বৈঠকের পর তৃণমূলের বর্তমান লক্ষ্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করা। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শ্রমিক সমাবেশ শুরু করতে চলেছে শাসক দল। নির্মাণ, মৎস্য, চা, বিদ্যুৎ, কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি জেলাওয়াড়ি এই সমাবেশে যোগদান করবে। রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকের মধ্যে রয়েছে প্রায় আড়াই কোটি ভোটার। এই ভোট ব্যাংকে নজর দিয়েছে দল।

কাঁথি, জলপাইগুড়ি, ফরাক্কা, শ্রীরামপুর সহ যেসব জায়গায় শ্রমনির্ভর জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য, সেইসব জায়গাতেই সমাবেশ আয়োজন করা হবে। আগামী জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দফায় দফায় এই সমাবেশ চালাবে দল। ওই মাসে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে হবে একটি মেগা সমাবেশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির উদ্দেশ্যে সেখান থেকে তাঁদের বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনা। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। একইসঙ্গে দলের সামাজিক প্রকল্পগুলিকে সামনের সারিতে নিয়ে এসে বুঝিয়ে দেওয়া, সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের বিপদে সবসময় পাশে থাকবে তৃণমূল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৮ সংখ্যা, সোমবার, ৩০ কার্তিক ১৪৩২

সন্ধিক্ষণ

হাওয়া কি ঘুরছে বাংলাদেশে? ক'দিন আগে আওয়ামী লিগের ডাকা 'লকডাউন' ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল সেদেশে। বেসরকারি যানবাহন বন্ধ ছিল প্রায় সর্বত্র। রাজধানী ঢাকা শহরের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। রাস্তাঘাটে লোকজন ছিল অনেক কম। রাজধানীর বহু রাস্তায় দেখা যায় আওয়ামীর প্রতিবাদ মিছিল। অফিস, কাছারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- সব জায়গায় উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ কম। কোথাও কোথাও গাড়িতে আগুন ধরানোর খবর পাওয়া গিয়েছিল।

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণার সম্ভাবনায় আওয়ামী লিগ ওই কর্মসূচি নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল সেই শাস্তি ঘোষণা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আগেই।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত, দীর্ঘ কয়েক দশকের শাসকদল আওয়ামী লিগের মিছিল, সভা-সমাবেশ, রাজনৈতিক প্রচার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা- সবই এখন নিষিদ্ধ। ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে আওয়ামী লিগের কর্মী-নেতারা চরম দুরবস্থায় আছেন। অনেকে দেশছাড়া। যাঁরা দেশে আছেন, তাঁদের অনেকে জেলবন্দি, অনেকে পুলিশি নির্যাতনের শিকার।

কিন্তু হাসিনার দল আবার জেগে উঠেছে। গত এক মাসে ঢাকা সহ দেশের অনেক এলাকায় আওয়ামী লিগের প্রতিবাদ মিছিল দেখা গিয়েছে বারবার। একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া হাসিনার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার নিয়ে বাংলাদেশ তোলপাড় হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, 'আওয়ামী লিগকে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া না হলে দলের কোনও সমর্থকই ভোট দেবেন না।'

আওয়ামী লিগ নেত্রীর কথা সঠিক হলে, অর্থাৎ গোটা বাংলাদেশে তাঁর দলের সমর্থকরা শেষপর্যন্ত ভোট বয়কট করলে সংসদ নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। সারাবিশ্বে সেটা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ বার্তা পাঠাবে। দেশের ভাবমূর্তি তাতে ধাক্কা খাবে। হাসিনার পরোক্ষে ভোট বয়কটের হুমকি তাই ভয় ধরিয়ে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের। ইউনূস প্রচার করছেন, 'দেশের ভিতরের এবং বাইরের শক্তি নির্বাচন বানচাল করতে উঠেপড়ে লেগেছে।'

হাসিনার হুংকারের পরিপ্রেক্ষিতেই যে ইউনূসের এই মন্তব্য, তা নিয়ে সংশয় নেই। ইউনূস নানা কারণেই খুব স্বস্তিতে নেই। ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে ইতিমধ্যে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট করার ঘোষণা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। তবে আওয়ামী লিগের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় দল বিএনপি ইউনূসের পথের কাঁটা। যেকারণে বিএনপি'র ওপর নজরদারি, ধরপাকড়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিএনপি ইতিমধ্যে ২৩৭ কেন্দ্রে দলের প্রার্থী স্থির করে ফেলেছে। একাধিক আসনে প্রার্থী হচ্ছেন খালেদা জিয়া। বিএনপি ৬০ কেন্দ্রের প্রার্থী এখনও ঘোষণা করেনি। তাতে অনেকের অনুমান, এনসিপি হয়তো বিএনপি'র হাত ধরবে। কিন্তু এনসিপি'র বক্তব্য, কোনও বড় দলের সঙ্গে তারা জোটে যাবে না। কারণ, তাতে বড় দলের অপকর্ম, দুর্নীতি- সবকিছুর দায় তাদের ওপর চাপবে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে আসন সমঝোতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি তারা। জামায়াত-ও প্রার্থী বাছাই সেরে ফেলেছে। কিন্তু ঘোষণা করেনি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, আওয়ামী লিগকে বাদ দিয়ে ভোট হলে আন্তর্জাতিক মহলে তার গুরুত্ব কমে যাবে। ট্রাইবিউনালের রায়ে হাসিনা ও তাঁর দুই প্রাক্তন সহযোগীর বড়সড়ো শাস্তি ঘোষণা হতেই পারে। কিন্তু ২০২৪-এর অগাস্টে আওয়ামী লিগ যে পরিস্থিতিতে পড়েছিল, তার বদল ঘটেছে।

হাসিনার দল অন্তর্বর্তী সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নিয়মিত আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে। এ সপ্তাহেও চারদিনের আন্দোলনসূচি রয়েছে। অন্যদিকে, ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সরকারের অন্য শরিকদের মধ্যে। তাছাড়া গত দেড় বছরে দেশে রাজনৈতিক সুস্থিতি আসেনি। অর্থনৈতিক অবস্থাও টালমাটাল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছে হাসিনার দল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

উপাচার্য সংকট : রাজ্যে নতুন রেকর্ড

গত আড়াই বছর ধরে রাজ্যের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন।

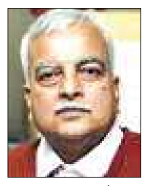

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এখন বোধহয় নতুন রেকর্ড তৈরি করা কিংবা রেকর্ড ভাঙার মরশুম চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণী সম্প্রতি বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে ছয় মারার রেকর্ড করেছেন। রেকর্ড গড়ায় তাঁর থেকে মোটেই পিছিয়ে নেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তরুণীর রাজ্য। শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের রেকর্ড জোর গলায় বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করা যায়। কিন্তু রাজ্যের রেকর্ডে আম বাঙালির মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা। তবে আমজনতার কোনও হেলদোলই নেই যে! মাথা উঁচু করেই বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার 'সেরা' অঙ্গন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব নিয়েই এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করি। রাজ্যের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নেই কত বছর বলতে পারবেন? শুনে নিন, আড়াই বছর। সংখ্যাটা ১৮ হতেই পারত যদি না অক্টোবরে ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত না করত সুপ্রিম কোর্ট। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুরের গত ছয় মাস তো অস্থায়ী উপাচার্য বলেও কেউ ছিলেন না।

উচ্চশিক্ষার মতো এমন একটি 'গুরুত্বপূর্ণ' বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার, রাজভবন এবং সুপ্রিম কোর্ট 'ছেলেখেলা' করছে কি না বলে শিক্ষাবিদদের মধ্যে উঠেছে সেই প্রশ্নও। এই মামলা চলেছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। তবুও কেন এই অচলাবস্থা, সেই প্রশ্ন উঠেছে। নীরব শুধু পড়ুয়ারা। আখেরে মূল ক্ষতিটা হচ্ছে কিন্তু তাঁদেরই। এ নিয়ে কিন্তু কোথাও কোনও আন্দোলন নেই। শুধু ফাইল চালাচালি হচ্ছে বিকাশ ভবন, কলকাতার রাজভবন আর সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, গবেষক, অভিভাবক -সবাই নীরব দর্শক। স্পিকটি নট।

উপাচার্য নিয়োগ করার 'আসল' ক্ষমতা কার, তা নিয়ে রাজভবন আর নবান্নের লড়াইয়ে উচ্চশিক্ষায় যে এমন অচলাবস্থা হতে পারে এমন ধারণা শিক্ষাবিদদের আগে কখনও ছিল না। রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিল রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গেলেও, তা এখনও আইনে রূপান্তরিত হয়নি। কারণ, ফাইল আটকে রয়েছে রাজভবনে। রাজভবনের আশঙ্কা, নবান্ন উপাচার্য নিয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা পেলে শুধু শাসকদলের ঘনিষ্ঠরাই নিযুক্ত হবেন। নবান্নের আশঙ্কা, রাজভবন উপাচার্য নিয়োগ করলে তাঁদের উপরে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কারণ, গেরুয়া শিবিরের লোক সে ক্ষেত্রে উপাচার্য নিযুক্ত হবেন। অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সময় এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। আর সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পঠনপাঠন এবং গবেষণা মারাত্মক ব্যাহত হয়েছে বলেই অভিমত বিকাশ ভবনের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার দখলদারি নিয়ে এই দড়ি টানাটানি শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গেলেও, এখনও ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা যায়নি। গত বছর নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটি বিজ্ঞাপন, আবেদনকারী ঝাড়াইবাছাই এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তিনজনের তালিকা পাঠিয়ে দেয় নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর 'পছন্দের' তালিকা জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। গত বছর ডিসেম্বরে প্রথম লপ্তে এমন আটজনকে উপাচার্য পদে নিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যেই রাজ্যপাল নিযুক্ত আট উপাচার্য নিয়োগপত্র পেয়ে যান। এঁদের মধ্যে তিনজন রাজ্যপালেরই নিয়োগ করা অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রের খবর, ওই আটজন উপাচার্যকে নিয়ে রাজভবন-নবান্নের মধ্যে বিরোধ ছিল না। ওই তালিকায় প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও কল্যাণী ছাড়া 'বড়' কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ওই প্রাথমিক পর্যায়ে উপাচার্য পায়নি। কলকাতা, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। অচলাবস্থা যেমন ছিল, তেমনই থেকে যায়। সুপ্রিম কোর্ট রাজভবন ও নবান্নকে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলে সর্বসম্মতিক্রমে ওই তিনজনের তালিকা থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য সময় দেয়। তাতে কোনও লাভ হয়নি। মাঝখানে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ছয় মাস পরে সেই নিয়োগ বাতিল করে সোনালিকে করে দেওয়া হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফের অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে।

গত বছরের জুলাই মাসে বিচারপতি ললিত উপাচার্য নিয়োগের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ঠিক এক বছর পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফের আসরে নামেন বিচারপতি ললিত। আগের তালিকায় নাম থাকা তিনজনের সঙ্গে কথা বলে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে একটি করে নাম পাঠানো হয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে। কিন্তু সেই তালিকাও সর্বসম্মত হয়নি। নবান্নের পছন্দের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ জমা দেয় রাজভবন। আবার রাজভবনের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দেয় নবান্ন।

কিন্তু ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৬টি-র ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট বলে, ১২ নভেম্বর তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে। কিন্তু পরে জানিয়ে দেয়, ৩ ডিসেম্বর আদালতে এই মামলা উঠবে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষাবিদদের অনেকেই অশনিসংকেত দেখছেন। তাঁরা মনে করছেন, এখন সুপ্রিম কোর্টের সামনে দুটি রাস্তা খোলা। (ক) রাজভবন ও নবান্ন একমত না হলেও, সুপ্রিম কোর্ট নিজে থেকে বিচারপতি ললিতের দেওয়া তিনজনের নাম থেকে উপাচার্য নিয়োগ করতে পারে, অথবা (খ) আগের প্যানেল বাতিল করে নতুন করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত ওই শিক্ষাবিদরা।

এক শিক্ষাবিদ বলেন, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখুন- অস্থায়ী উপাচার্য নেই, রেজিস্ট্রার নেই, ফিন্যান্স অফিসার নেই, ডিন অফ স্টুডেন্টস নেই, শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ- নবান্ন বা রাজভবন সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবছে না। ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবছেই না।' ওই শিক্ষাবিদের মন্তব্য, 'রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। ছাত্র ভর্তির হার দেখেই বিষয়টি পরিষ্কার।' উপাচার্য নিয়োগ সমস্যা যত জটিল হবে, ততই ছাত্ররা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করবে- এমনটাই আশঙ্কা করছেন শিক্ষাবিদদের অনেকেই। এক প্রাক্তন উপাচার্যের মন্তব্য, 'একদিন দেখবেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে নবান্ন। সে দিন আর বোধহয় দূরে নেই।'

আর একটি বিষয় নিয়েও শিক্ষাবিদরা বিস্মিত। এক শিক্ষাবিদ বলেন, 'উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এই যে মামলা বছর দুয়েক ধরে চলছে তাতে বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের মামলার খরচ জোগাচ্ছে রাজ্য। দুই প্রতিপক্ষ নবান্ন এবং রাজভবনের হয়ে আইনজীবীদের ফি দিচ্ছে রাজ্য অর্থ দপ্তর। কয়েক কোটি টাকার উপরে নিশ্চয়ই খরচ হয়েছে রাজ্যের কোষাগার থেকে।'

ওই শিক্ষাবিদের মন্তব্য, শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না, যন্ত্রপাতি কেনা যাচ্ছে না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী শিক্ষক বাদ দিন, ঠিকা-শিক্ষক পর্যন্ত নেই। ক্লাস প্রতি ৫০০ টাকা মজুরিতে নেট উত্তীর্ণ, পিএইচডি প্রাপ্ত মেধাবীরা পড়াচ্ছেন। কীসের জন্য ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় যাবে বলুন তো? এগুলিও নিশ্চয় রেকর্ড। রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় হতাশাব্যঞ্জক রেকর্ড। অধোগতির লক্ষণ। এই ধরনের রেকর্ড গড়ার মতিভ্রম যাতে আর কোনও রাজ্য সরকারের না হয়, এটাই আম বাঙালির এই মুহূর্তের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৬

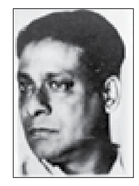

কবি তারাপদ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়।

আলোচিত

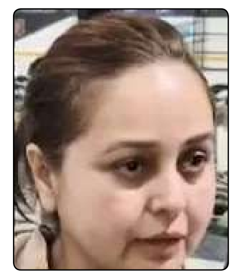

বিবাহিত মেয়ে-বোনেদের বলতে চাই। বাপের বাড়িতে ভাই বা ছেলে থাকলে ঈশ্বরতুল্য বাবাকেও তোমরা বাঁচাতে যেও না। সেই বাড়ির ছেলেকে বলো কিডনি দিতে। বাবাকে কিডনি দেওয়ার সময় বড় অপরাধ করে ফেলেছি।

- রোহিণী আচার্য

ভাইরাল/১

ছবিটির পরাবাস্তবতায় চোখে ঘোর লেগে যায়। ফ্রেমবন্দি করেছেন অ্যারিজোনার অ্যাস্ট্রোফোটোগ্রাফার অ্যান্ড্রু ম্যাককার্থি। মহাকাশে ক্যামেরা তাক করে গ্রহনক্ষত্রের ছবি তোলা যাঁর বরাবরের নেশা। ছবিটি এরকম, লালচে প্রকাণ্ড সূর্যের সামনে শূন্যে ভাসমান এক ব্যক্তির অবয়ব দেখা যাচ্ছে। আসলে তিনি স্কাইডাইভিং করছেন।

ভাইরাল/২

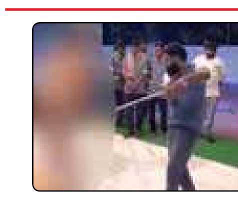

কর্মীর ওপর মালিকের পাশবিক অত্যাচার। পুনের একটি হোটেলের ম্যানেজারকে উলঙ্গ করে লোহার পাইপ দিয়ে বেধড়ক মারধর হোটেল মালিকের। ম্যানেজার কাকুতিমিনতি করছেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য। অন্য কর্মীরা দাঁড়িয়ে দেখছেন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন
জনমত

তরুণসমাজের হতাশা বাড়িয়েছে এসএসসি

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতি আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার এক গভীর ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত। আদালত ও তদন্তের বিভিন্ন ধাপে এই অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে, যা শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করেনি, বরং এক বৃহৎ প্রজন্মের যোগ্য চাকরি-প্রত্যাশীর ভবিষ্যৎকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

রাজ্য সরকারের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা এবং এর প্রশাসনিক ত্রুটি সরাসরি সরকারের দায়বদ্ধতার আওতায় পড়ে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই দুর্নীতির প্রকৃত মাশুল দিয়েছেন যোগ্য প্রার্থী, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীরা, যাঁরা রাজনীতি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত নন, অথচ পুরো ব্যবস্থার ভাঙনের শিকার।

দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পর নিয়োগ বাতিল ও পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে যায়, যদিও তাঁদের অনেকে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

সম্প্রতি হয়ে যাওয়া লিখিত পরীক্ষায় নতুন যোগ্যরা বসেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নতুন পরীক্ষায় অনেক তরুণ-তরুণী শতভাগ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ধাপে ডাক পাননি। স্বচ্ছ ও যুক্তিনির্ভর প্যানেল তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচনের প্রথম ধাপে কীভাবে মূল্যায়ন হল, কোন মানদণ্ডে প্রার্থী বাদ পড়লেন, এবং কেন এত বেশি নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সুযোগ পেলেন না? এই প্রশ্নগুলো শুধু তরুণদের নয়, সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের মনে যথার্থ সন্দেহ তৈরি করে।

প্রায় এক দশক ধরে যথাযথ এসএসসি পরীক্ষা না হওয়া তরুণ সমাজের হতাশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়া হাজারো প্রার্থী অপেক্ষায় ছিলেন, একবারের জন্য হলেও ন্যায্যভাবে পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না। এঁদের মধ্যে অনেকে আট-দশ বছর শুধু একটিমাত্র পরীক্ষার আশায় বসে থেকেছেন। এই সময়ে তাঁদের শিক্ষাকাল, শ্রম, পারিবারিক অর্থনৈতিক চাপ- সব মিলিয়ে হারিয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অথচ এই নষ্ট হওয়া সময়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় কি শুধুই ব্যক্তির? নাকি প্রশাসনিক কাঠামোরও দায় আছে?

নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায় যেমন কমিশনের, তেমনি তা সরকারেরও। সরকারের ওপর দায় থাকে ন্যায়সংগত ব্যবস্থা বজায় রাখা, পরীক্ষা নির্বিঘ্নে পরিচালনা করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। যদি একটি পুরো প্রজন্ম শুধু পরীক্ষা নাও দিয়ে বয়স পার করে ফেলে, তবে তার দায়ভার ব্যক্তির ওপর চাপানো যায় না। এ হল রাষ্ট্রের নীতিগত ব্যর্থতা, যার প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আস্থার ওপর।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

প্রকৃতির সিম্ফনিতে প্রাণের প্রথম সুর

'ব্যবস্থাগত রসায়ন' নামে বিজ্ঞানের এক নবীন ধারাকে সঙ্গী করে প্রাণের রহস্য উদঘাটনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

কোষের ভেতরে কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি?— এ যেন আবহমানকালজুড়ে বিজ্ঞানের এক মৌলিক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের নিগূঢ় উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারের 'বিজ্ঞান যুব শান্তিস্বরূপ ভাটনগর' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন কলকাতা IISER-এর রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক এবং গবেষক ডঃ দিব্যেন্দু দাস।

ডঃ দাসের গবেষণার বিশেষ কৃতিত্ব ঠিক কোথায়? তা বুঝতে হলে যেতে হবে বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তে। 'সিস্টেম কেমিস্ট্রি' বা 'ব্যবস্থাগত রসায়ন'-এর জগতে। ধরা যাক, একটি গাছ জলের সন্ধানে শিকড় ছড়িয়ে দেয় মাটির গভীরে। বর্ণহীন, গন্ধহীন জল ও সঙ্গে কিছু খনিজ লবণ সংগ্রহ করে নিজের শরীরে। আর বাতাস থেকে নিঃশব্দে ছেঁকে নেয় কিছু প্রয়োজনীয় বর্ণহীন গ্যাস। তারপর, কোনও এক জাদুকরি মুহূর্তে সেই গাছ নিজেকে সুশোভিত করে তোলে রঙিন পুষ্পে। শুরুর সেই সাদা-কালো পর্ব থেকে রঙিন যাত্রাপথের কোনও প্রতিলিপি নেই, নেই কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষীও। তাই আমরা পুষ্পের ভুবনমোহিনী রূপে কেবল মুগ্ধ হয়ে ভাবি— নিশ্চয়ই এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও অদৃষ্ট শক্তি, হয়তো ঈশ্বর। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বাসে থেমে থাকে না। সে গোয়েন্দা হয়ে রহস্যের গভীরে ডুব দেয়। প্রমাণ ও যুক্তির আলোয় সত্যকে উন্মোচন করাই যেন তার ধর্ম।

তাইতো বিশ্বজুড়ে একদল বিজ্ঞানী 'সিস্টেম কেমিস্ট্রি', বা 'ব্যবস্থাগত রসায়ন' নামে বিজ্ঞানের এক নবীন ধারাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছেন প্রাণের রহস্য উদঘাটনে। ডঃ দাস তাঁদেরই একজন। কী এই ব্যবস্থাগত রসায়ন? আসলে আমরা বাইরে যে ধর্ম বা আচরণ প্রকাশিত হতে দেখি— যেমন ফুলের রং, প্রাণের স্পন্দন— তা যদি একক কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল না হয়ে বহু বিক্রিয়ার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্মিলিত ফল হয়, তাহলে? এই ধারণার অনুসন্ধানই ব্যবস্থাগত রসায়নের মূল উদ্দেশ্য। এবারে প্রশ্ন হল, প্রাণ সৃষ্টির পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যায় এই ব্যবস্থাগত রসায়নের ভূমিকা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে।

বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলার এবং হ্যারল্ড ইউরি ১৯৫৩ সালে প্রথমে পরীক্ষাগারে পৃথিবীর আদিম পরিবেশ পুনর্নির্মাণ করে বিদ্যুৎফুলিঙ্গের উপস্থিতিতে তৎকালীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা কিছু সাধারণ গ্যাসের সমন্বয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করেন। এই হাতেকলমে পরীক্ষা প্রমাণ করে কিছু প্রাণহীন জৈব কোষীয় অঙ্গাণু থেকেই সমুদ্রের জলে প্রথম পৃথিবীর আদি কোষ অর্থাৎ প্রাণের উদ্ভব।

এবারে প্রশ্ন হল, সেই আদিকোষে প্রাণ এল কোথা থেকে? অর্থাৎ তার মধ্যে বৃদ্ধি, অপত্য কোষ গঠন এবং বিবর্তনের মতো জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেল কীভাবে? এখানেই 'ব্যবস্থাগত রসায়ন' আমাদের ভাবনার এক নতুন দিক উন্মোচিত করে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলে, আজ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে সমুদ্রের জলে ঘটে চলা অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভৌতরাসায়নিক ফলাফল একটি কোষে 'প্রাণ' হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যেন এক রাসায়নিক সিম্ফনি— যেখানে প্রতিটি অণু নিজে সুর তোলে, কিন্তু জীবনের সংগীত সৃষ্টি হয় তাদের সম্মিলিত সুরলহরিতে। একদিন সত্যি সত্যিই যদি সিস্টেম কেমিস্ট্রির হাত ধরে প্রাণ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়, সেদিন সমগ্র মানবজাতি হয়তো বা বিশ্বাস করতে শিখবে—

আমাদের সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন, আর তিনি হলেন প্রকৃতি নিজেই। এই বিশ্বপ্রকৃতি নিজেই কিছু মৌল ও যৌগ জোগান দিয়ে মাতৃগর্ভে আমাদের প্রথম কোষটি গড়ে তুলছে প্রতিনিয়ত। সেদিন হয়তো বা র‍্যাডক্লিফ-ম্যাকমোহন সীমারেখা কিংবা NRC-SIR- কোনওকিছুই আমাদের সেই মহাজাগতিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে না।

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। শাকসবজি ৪। মেয়েদের কপালে পরার এক ধরনের গয়না, কপালের তিলক ৫। রসনা, জিহ্বা ৭। লক্ষ্মীদেবী, রংবিশেষ ৮। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক গুরু, জাগ্রত সিদ্ধপুরুষ ৯। বিশাল গাছ, উদ্ভিদ থেকে জাত স্নেহ পদার্থ ১১। কাঁঠাল ১৩। সে, সেই, তা ১৪। সম্পর্ক, ঐশ্বর্য, শক্তি ১৫। দুষ্ট, পাজি, শয়তান।

উপর-নীচ : ১। আধ ভাগ, অর্ধেক ২। শ্রীরাধার শাশুড়ি, জটাযুক্ত ৩। অতি সংকীর্ণ পথ, অলিগলি ৬। পূর্ণচন্দ্র, পিরবিশেষ ৯। মোটা পশমের কাপড় ১০। চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব, জ্বালাজনক জিনিসের সংস্পর্শে অস্বস্তিবোধ ১১। বাতাস ১২। পদ্ম।

সমাধান ■ ৪২৯৩

পাশাপাশি : ১। পাঞ্চালিকা ৩। মারুতি ৫। কায়সাধনা ৭। তরক্ষু ৯। চিকন ১১। হাতসাফাই ১৪। ইয়ার ১৫। রামায়েত।

উপর-নীচ : ১। পারাবত ২। কালিকা ৩। মালসা ৪। তিলানা ৬। ধমক ৮। রজত ১০। নবুয়ত ১১। হালুই ১২। সায়র ১৩। ইন্দিরা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্রে পাথর খাদানে ধস নেমে অন্তত ২ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এখনও কয়েকজন শ্রমিক ধসের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শনিবার দুপুরে খাদানে ধস নামার সময় ১২-১৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। রবিবার প্রশিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে চলছে প্রাণের সন্ধান।

তেজস্বী সম্পর্কে বিস্ফোরক রোহিণী

বাড়ি ছাড়লেন লালুর আরও তিন কন্যা

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সংসারে অশান্তি ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। শনিবারই আরজেডি এবং পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন লালু-কন্যা রোহিণী আচার্য। তখন তিনি অবশ্য শুধুমাত্র লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবের দুই সহযোগী সঞ্জয় যাদব এবং রামিজকে নিশানা করেছিলেন। কিন্তু রবিবার সমাজমাধ্যমে রোহিণী যে বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন, তাতে নাম না করে তেজস্বীকেই নিশানা করা হয়েছে। এই ঘটনায় শুধু আরজেডি সুপ্রিমোর পরিবারেই নয়, তাঁর দলেও অশান্তির পারদ চড়ছে। রোহিণী বাড়ি ছাড়ার পর লালুর আরও তিন মেয়ে চন্দা, রাগিণী এবং রাজলক্ষ্মীও পাটনার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। বোনেদের এহেন পরিস্থিতি দেখে ফল ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন লালুর ত্যাজ্যপুত্র তেজপ্রতাপও। অন্যদিকে দলের শীর্ষনেতা শিবানন্দ তিওয়ারি আরজেডি সুপ্রিমোকে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রবিবার মুম্বইয়ে নিজের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়েছেন তিনি। যাওয়ার আগে তিনি বলেন, 'গতকাল আমার জন্য মা-বাবা আর বোনেরা কাঁদছিল। ওদের মতো মা-বাবা পেয়ে আমি ধন্য। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আমার মা-বাবা আর বোনেরা সঙ্গে আছে। আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।'

যাওয়ার আগে এদিন রোহিণী দুটি আবেগঘন পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে। প্রথমে তিনি লেখেন, 'গতকাল এক কন্যা, এক বোন, এক বিবাহিতা মহিলা, এক মাকে অপমান করা হয়েছে। নোংরা গালাগালি দেওয়া হয়েছে। চপ্পল ছুড়ে মারার চেষ্টাও করা হয়েছে। আমি আমার আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করিনি। সত্যকে বিসর্জন দিইনি। শুধুমাত্র এই কারণে আমাকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে।' রোহিণীর বিস্ফোরক দাবি, 'কাল এক মেয়েকে বাধ্য হয়ে নিজের কাঁদতে থাকা মা-বাবা-বোনেদের ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, আমার কাছ থেকে আমার বাপের বাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আমাকে অনাথ করে দেওয়া হয়েছে।' তিনি লিখেছেন, 'আপনারা কেউ আমার রাস্তায় চলবেন না। কোনও বাড়িতে যেন রোহিণীর মতো মেয়ে, বোন না জন্মায়।' তিনি লিখেছেন, 'কাল আমাকে গালি দিয়ে বলা হয়েছে, আমি নোংরা এবং আমি আমার বাবাকে আমার নোংরা কিডনি দিয়েছি। কোটি কোটি টাকা ও টিকিট নেওয়ার পরই আমি নোংরা কিডনি দিয়েছি।'

রোহিণীর পোস্টে সরাসরি তেজস্বীর নাম না করা হলেও একটি সূত্রের দাবি, শনিবার দুপুরে লালুর ছোটছেলের সঙ্গে রীতিমতো বচসা হয়েছিল তাঁর। সূত্রটি জানিয়েছে, ভোটে ভরাডুবির যাবতীয় দায় রোহিণীর ঘাড়েই চাপিয়েছেন তেজস্বী। তিনি তাঁর মেজদিকে এও বলেন, 'তোমার জন্যই আমরা ভোটে হেরেছি। তোমার অভিশাপ লেগেছে আমাদের।' এরপরই ক্রুদ্ধ হয়ে রোহিণীকে নিশানা করে পায়ের চটি ছুড়ে মারেন তেজস্বী। শনিবারই সমস্ত দায় নিজের ওপর নিয়ে দল ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন রোহিণী।

ভাই-বোনের এই মধুর সম্পর্ক আপাতত অতীত। -ফাইল চিত্র

আজ নীতীশের ইস্তফা, তারপর সরকার গঠন

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী পদে দশম বারের জন্য নীতীশ কুমার আদৌ বসবেন কি না তা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল বিহারে। ১৯ অথবা ২০ নভেম্বর ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে নতুন সরকার শপথ নিতে পারে। সূত্রের খবর, সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মন্ত্রীসভার একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছেন নীতীশ কুমার। সেই বৈঠকের পর রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে পারেন তিনি। তারপরই নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিকে নীতীশ কুমারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই রবিবার মুখ খোলেন তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমার। তিনি বলেন, 'বিহারে আশাতীত ফল হয়েছে। রাজ্যের মানুষ আমার বাবাকে উপহার দিয়েছেন। উনি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করা জারি রাখবেন।'

পাটনায় রবিবার দিনভর একের পর এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন এনডিএ নেতারা। নীতীশ কুমারের বাসভবনে যান জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা, রাজীবরঞ্জন ওরফে ললন সিং, বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী, বিজেপি সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল প্রমুখ। বিজেপি সূত্রে খবর, ১৮ নভেম্বর বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক বসবে। সেখানেই পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচন করা হবে।

এদিকে একটি আসনেও জিততে না পারা ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজের তরফে রবিবার অভিযোগ করা হয়, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য পাঠানো বিশ্বব্যাংকের ১৪ হাজার কোটি টাকা বিহারের ভোটে ব্যবহার করা হয়েছে। ওই টাকা থেকেই মহিলাদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর দল মুখ খুললেও পিকে এখনও নীরব। রবিবার তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠক করবেন বলে জানানো হলেও শেষমুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। পিকের দলের অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন এলজেপি নেতা চিরাগ পাসোয়ান।

টেমসে পা ধুয়ে বিতর্কে ভারতীয়

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর : লন্ডনের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতির অন্যতম টেমস নদী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সম্প্রতি এক ভারতীয় তরুণ লন্ডনে এসে টেমসে পা ধুয়েছেন। তাঁর পা ধোয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। কেউ উপহাস করেছেন, 'গঙ্গা, যমুনাকে ফেলে টেমসে পা ধোয়া? এর অর্থ কী?' কয়েকজন বিষয়টিকে সমর্থন করে লিখেছেন, 'কেন পা ধুলে সমস্যা কোথায়?' এক নেটিজেনের কথা, 'প্লিজ টেমসে পা ধোবেন না। ওই জল মানুষ পান করে।' স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে যাঁরা উদ্বিগ্ন, তাঁদের মন্তব্য, 'নদীর জলের রং ঘোলাটে। এতে কিছু ধোয়া উচিত নয়।' টেমসকে পরিষ্কার রাখা সাধারণ মানুষের সচেতনতার মধ্যে পড়ে। টেমসের জলদূষণ বিতর্ক বহুদিনের।

২০২৮-এ চন্দ্রযান

শ্রীহরিকোটা, ১৬ নভেম্বর : ইসরো আগামী তিন বছরের মধ্যে বার্ষিক মহাকাশযান উৎপাদন তিনগুণ করার লক্ষ্য নিয়েছে। কেন্দ্র চন্দ্রযান-৪ মিশনের অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের সেই জটিল চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্য চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। ওই মিশন হবে ২০২৮ সালে। জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন।

ব্রিটিশের দালাল বলে কটাক্ষ মধ্যপ্রদেশে বিজেপির মন্ত্রীর

কুমন্তব্য রামমোহনকে নিয়ে

ভোপাল ও কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মুখে 'বঙ্গাল' দখলের কথা বললেও বাংলা ও বাঙালিদের সম্পর্কে গেরুয়া শিবিরের বিদ্বেষ আর চাপা থাকছে না। অন্তত বাঙালি মনীষীদের বিরুদ্ধে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময় যেভাবে কুরুচিকর আক্রমণ করেছেন তাতে সেই বিদ্বেষের দিকটা স্পষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর, বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে আখ্যা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গান গাওয়াকে দেশদ্রোহ বলার পর এবার পদ্মব্রিগেডের নিশানায় বাংলার নবজাগরণের পথিক রাজা রামমোহন রায়। শনিবার আগর মালওয়ায় বীরসা মুন্ডার জন্মের সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠানে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার মন্তব্য করেন, 'রাজা রামমোহন রায় দেশে ইংরেজদের দালাল হিসেবে কাজ করতেন।'

সমাজ সংস্কারক, সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধের মূল কারিগর রাজা রামমোহন রায়ের সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রীর মুখে নিন্দা শুনে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। নিন্দা করেছে কংগ্রেসও। যদিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বঙ্গ বিজেপি। বিতর্কের জেরে পারমার বলেছেন, তিনি মুখ ফসকে ওই কথা বলে ফেলেছেন। তিনিও রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা করেন।

যদিও শনিবার তিনি দাবি করেছিলেন, 'ব্রিটিশরা তাদের অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য ভুয়ো সমাজ সংস্কারক তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্তরণের চক্র শুরু হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশদের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করতেন। সেই সময় ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত মিশনারি স্কুলগুলিই ছিল শিক্ষাদানের প্রধান মাধ্যম। সেখানে ধর্মান্তরণ করা হত। বীরসা মুন্ডাও পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিশনারিদের কার্যকলাপ টের পেয়ে স্কুল ছেড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।' এর জবাবে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম, বাংলার নবজাগরণ, ভারতবর্ষের জেগে ওঠার সঙ্গে বিজেপির লোকজনের কোনও সম্পর্ক নেই। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রোধ করেছিলেন। নতুন ভারতবর্ষের পথিকৃত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই রামমোহন রায়কে অপমান করেছেন মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী। বিজেপির উচিত, ক্ষমা চাওয়া।' তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপি নেতারা বাংলার মনীষীদের নিয়ে কোনও নাটক যেন না করেন। এরপর যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাটক করে টেলিপ্রম্পটারে বাংলার মনীষীদের নাম উচ্চারণ করেন, তাহলে ওঁর লজ্জা হওয়া উচিত।'

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিজেপিকে নিশানা করেছেন। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'আমার রাম রামমোহন, আমার ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। যারা ব্রিটিশের দালালি করত তারাই রামমোহনকে এজেন্ট বলছে। এটাই বিজেপি, এটাই ওদের চরিত্র।' প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'ব্রিটিশদের দালাল, অশিক্ষিত, বর্বর বিজেপি, স্বামী বিবেকানন্দ, বাংলা ভাষা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাউকেই আক্রমণ করতে ছাড়েনি। এবার রাজা রামমোহন রায়ও পার পেলেন না।' মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের নেতা ভূপেন্দ্র গুপ্তা বলেন, 'সতীদাহ প্রথা রোধ করাকেও কি ব্রিটিশের দালালি দেখা হচ্ছে?'

> রাজা রামমোহন রায় দেশে ইংরেজদের দালাল হিসেবে কাজ করতেন। ব্রিটিশরা তাদের অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য ভুয়ো সমাজ সংস্কারক তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রামমোহন।
>
> **ইন্দর সিং পারমার**
> মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী

> আমার রাম রামমোহন, আমার ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। যারা ব্রিটিশের দালালি করত তারাই রামমোহনকে এজেন্ট বলছে। এটাই বিজেপি, এটাই ওদের চরিত্র।
>
> **অরূপ চক্রবর্তী**
> তৃণমূল নেতা

৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার ঘিরে রহস্য

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : প্রতিদিন নতুন মোড় নিচ্ছে দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন চত্বরে হওয়া বিস্ফোরণ তদন্ত। রহস্য ঘনীভূত হয়েছে কিছু ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে।

রবিবার গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার করেছেন। তার মধ্যে ২টি তাজা এবং একটি খালি শেল। এই ধরনের কার্তুজ মূলত সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। দিল্লি পুলিশে এর প্রচলন নেই বলে জানা গিয়েছে। ফলে কীভাবে সেগুলি বিস্ফোরণ স্থলে এল, সেই প্রশ্ন উঠেছে। গুলি পাওয়া গেলেও ওই এলাকা থেকে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা অস্ত্রের অংশ পাওয়া যায়নি। কার্তুজ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে মোতায়েন নিরাপত্তা কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। যদিও এদিন পর্যন্ত কার্তুজগুলি কোথা থেকে এল, তা জানা যায়নি। গোয়েন্দাদের একাংশের অনুমান, লালকেল্লা চত্বরে সেনা সহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষাবাহিনীর আনাগোনা রয়েছে। বিস্ফোরণের আগে-পরে ওইসব বাহিনীর কোনও সদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারেন। তাঁর বন্দুকের কার্তুজ কোনওভাবে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে ২টি কার্তুজের সঙ্গে যে খালি শেলটি পাওয়া গিয়েছে, সেটি কীভাবে এল। আবার হোয়াইট কলার মডিউলের কাছে কোনওভাবে ৯ এমএম কার্তুজ পৌঁছেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

চিকিৎসক উমর উন নবিই যে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটি চালাচ্ছিল, তা নিশ্চিত করেছে ফরেন্সিক রিপোর্ট। বিস্ফোরণ স্থল থেকে গাড়িচালকের দেহের যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ডিএনএ টেস্টে তার সঙ্গে উমরের মায়ের ডিএনএ মিলে গিয়েছে। এছাড়া উমরের আই২০ গাড়িতে অন্তত ৩০-৪০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থাকার প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত একটি নমুনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী বিস্ফোরকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ট্রাই অ্যাসিটোন ট্রাইপারঅক্সাইড বা টিএটিপি নামের বিস্ফোরকটি 'মাদার অফ স্যাটান' নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট উত্তাপে ডিটোনেটর ছাড়াই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে এই রাসায়নিক। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে ঘটা বিস্ফোরণে যে একাধিক রকমের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত গোয়েন্দারা।

এদিকে অনন্তনাগ সরকারি হাসপাতালে কর্মরত হরিয়ানার এক চিকিৎসককে আটক করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। হোয়াইট কলার মডিউলের একাধিক সদস্যের সঙ্গে প্রিয়াংকা শর্মা নামে ওই চিকিৎসকের যোগাযোগ ছিল বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। উমরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘণ্টা কয়েক আগে তার অ্যাকাউন্টে ২০ লক্ষ টাকা ঢুকেছিল। সেই টাকার উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে ভাড়াবাড়িতে উমর থাকত, সেখানেই একটি আস্ত গবেষণাগার গড়ে তুলেছিল সে। সেখানে বিস্ফোরক তৈরির জন্য গবেষণা চলত। একাজে 'ফিদাঁয়ে চিকিৎসক'-কে সাহায্য করত পাকিস্তানি হ্যান্ডেলাররা।

দিল্লি বিস্ফোরণ

- বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার
- গাড়িচালকের দেহের নমুনার সঙ্গে উমরের মায়ের ডিএনএ মিলে গিয়েছে
- গাড়িতে ৩০-৪০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল
- ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত একটি নমুনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী বিস্ফোরকের অস্তিত্ব মিলেছে

কফি মেশিন কেনার চেয়ে দরকারি ইন্টার্ন

নয়ডা, ১৬ নভেম্বর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যখন মানব সম্পদ কমানোকেই পাখির চোখ করছে বিভিন্ন সংস্থা। তখন উলটো পথে হাঁটার ঘটনা ঘটেছে নয়ডার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায়। সেখানকার সিইও সম্প্রতি এক বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ঘটনাটি ভাইরাল হচ্ছে। ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্তা বলেছেন, ৫০ হাজার টাকায় একটি কফি মেশিন কেনার চেয়ে ওই টাকায় দু'জন ইন্টার্নকে রাখতে পারবেন। তাঁর এই মন্তব্য কর্পোরেট জগৎ ও ইন্টার্নদের শ্রমের মূল্য নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর বক্তব্য বোঝাচ্ছে, কোম্পানিতে কফি মেশিনের মতো সুবিধাজনক বস্তুর চেয়েও সস্তা হয়ে গিয়েছে মানুষের শ্রম। ইন্টার্নদের শেখার সুযোগ দেওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমের ন্যূনতম মূল্য নিশ্চিত করাটাও জরুরি। এই ধরনের মানসিকতা তরুণ কর্মীদের শোষণের ইঙ্গিত দেয়। সিইও-র মন্তব্য কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ ব্যবহারের নীতি নিয়েও নতুন করে ভাবাচ্ছে।

নয়ডার ওই কোম্পানিতে নতুন ইন্টার্নরা আসার পর কোম্পানির মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকর্তার (সিইও) সঙ্গে তাঁদের আলাপচারিতার সময় কর্মীরা তাঁকে একটি কফি মেশিন অফিসে বসানো যেতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে ওই জবাব। কর্মী ছাঁটাই করলেও বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার ক্যাফেটেরিয়ায় চা বা কফি মেশিনের রমরমা নজর কাড়ে। সেদিক থেকে নয়ডার সিইওর দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সংঘ নেতার নাতি নিহত

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর : পঞ্জাবের ফিরোজপুরের আরএসএস প্রধান প্রয়াত দীননাথের নাতি নবীন অরোরা রবিবার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, বাচ্চাদের সঙ্গ দিতে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। তখন দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মোটর সাইকেলে চেপে আসে। বুধওয়ারাওয়ালা মহল্লার কাছে তাঁকে গুলি করে। নবীন ও তাঁর বাবা বলদেব আরএসএস করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেন জেড ক্ষোভ

মেক্সিকো সিটি, ১৬ নভেম্বর : নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল সহ বিভিন্ন দেশে পথে নেমেছে তরুণ সম্প্রদায়। জেন জি-র আন্দোলনের চাপে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে একাধিক দেশে। এবার তরুণদের রোষের মুখে মেক্সিকো সরকার। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এক মেয়রের নৃশংস খুনের প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে মেক্সিকো সিটিতে। পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষে ৫০০ জন আহত হয়েছেন। উরুয়াপান শহরের মেয়র কার্লোসকে গুলি করে খুন করা হয়। শুরু হয় বিক্ষোভ।

সেনা অভিযান

রামাল্লা, ১৬ নভেম্বর : ওয়েস্ট ব্যাংকের বিতর্কিত এলাকায় বসতি তৈরি করা ইজরায়েলিদের নিরাপত্তা দিতে সেনা মোতায়েন করেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। প্যালেস্তিনীয়দের অভিযোগ, হেবরনের ওল্ড সিটিতে কার্ফিউ জারি করেছে ইজরায়েলি সেনা। সেখানে প্যালেস্তিনীয়দের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ওয়েস্ট ব্যাংকের বিখ্যাত ইব্রাহিমি মসজিদে প্যালেস্তিনীয়দের যেতে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। আরিফ জাবের নামে এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না।

গুলির লড়াইয়ে হত তিন মাওবাদী

রায়পুর, ১৬ নভেম্বর : ছত্তিশগড়ে মাওবাদী অভিযানে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার বস্তার ডিভিশনের সুকমায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে তিন মাওবাদী। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল রাজ্য সরকার তিনজনের মাথার ওপর মোট ১৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ৩০৩ রাইফেল, বিজিএল লঞ্চার সহ ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, জেলার রিজার্ভ গার্ড-এর যৌথবাহিনী সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের ঘন জঙ্গলে এদিন ভোরে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা বাহিনীকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করলে যৌথবাহিনীও পালটা জবাব দেয়। দু-পক্ষের গুলি বিনিময়ে তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। সুকমার এসপি কিরণ চহ্বাণ জানিয়েছেন, মৃতরা হল জন মিলিশিয়া কমান্ডার তথা কোন্তা এরিয়া কমিটির সদস্য মাধবী দেবা, কোন্তা এরিয়া কমিটির সিএনএম কমান্ডার পোডিয়াম গঙ্গি, কিসতরম এরিয়া কমিটির সদস্য সোদি গঙ্গি। নিহতদের দু'জন মহিলা। তারা এলাকায় একাধিক নাশকতার কাজে জড়িত ছিল। তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। গত কয়েক মাসে ছত্তিশগড়ে মাওবাদী বিরোধী অভিযানে গতি এনেছে যৌথবাহিনী। চলতি বছর নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫০ জনের বেশি মাওবাদী সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

শাড়ি নিয়ে ঝগড়া, বিয়ের ১ ঘণ্টা আগে খুন হবু স্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১৬ নভেম্বর : বিয়ের মাত্র এক ঘণ্টা আগে এক মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী থাকল গুজরাটের ভাবনগর। শনিবার বিয়ের অনুষ্ঠানের ঘণ্টা খানেক আগে স্রেফ শাড়ি পছন্দ করা ও টাকা নিয়ে ঝগড়ার জেরে হবু স্ত্রীকে খুন করল প্রেমিক। এমনই অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রেমিক সাজন বারাইয়া লোহার পাইপ দিয়ে প্রেমিকা সোনি হিম্মত রাঠোরের মাথায় মেরেছিল। দেওয়ালে সোনির মাথা ঠুকেও দেয়। সোনি মারা যান। সাজন চম্পট দিয়েছে। পালানোর আগে অভিযুক্ত বাড়িটি লন্ডভন্ড করেছে।

ডিএসপি সিঙ্ঘল জানিয়েছেন, বাড়ির অমতে ভাবনগরের টেকরি চকে গত দেড় বছর ধরে লিভ-ইনের পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় সাজন ও সোনি। দু'জনের বাগদান সম্পন্ন হওয়ার পর বিয়ের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজও করেছিলেন তাঁরা। শনিবার রাতে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের ঠিক ঘণ্টা খানেক আগে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে উৎসবের বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া। ভালোবাসার সম্পর্ক কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পরিণত হল, তা দেখে বিস্মিত পাড়াপড়শির সঙ্গে গুজরাটের মানুষ।

সোনি হিম্মত রাঠোর।

আজ হাসিনা মামলার রায়

আওয়ামী লিগকে ঠেকাতে রাজপথ দখলের ডাক জামায়াতের

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায় সোমবার সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বড় পর্দায় রায় সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রায় ঘিরে ঢাকা, গোপালগঞ্জের মতো আওয়ামী লিগ প্রভাবিত ৪টি জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। তবে শেখ হাসিনা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের নানা জায়গায় আওয়ামী লিগের ঝটিকা মিছিল বেরিয়েছে। মিছিলগুলিতে লোক সমাগম প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রবিবার শুধু ঢাকা ও কুমিল্লা থেকেই আওয়ামী লিগের ৫৪ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার রায় ঘোষণার সময় আওয়ামি লিগ যাতে রাজপথের দখল নিতে না পারে সেজন্য প্রস্তুতি সেরে রেখেছে জামায়াতে ও তাদের সহযোগী ৮টি দল। রবিবার জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'আমরা অতীতেও মাঠে ছিলাম, এবারও ফ্যাসিবাদের পক্ষে নাশকতার কোনও সুযোগ জাতি দেবে না। আওয়ামী লিগ সুযোগ পাবে না। আমরা আটটি দল মাঠে থাকব।' বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ট্রাইবিউনালের অনুমতি সাপেক্ষে রায়টি লাইভ প্রচার করবে। বিটিভির মাধ্যমে দেশের অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেল ও গণমাধ্যম রায়ের সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবে। সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল চত্বরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সরকারি আইনজীবী গাজি মোনাওয়ার হুসাইন তামিম বলেন, 'জনগণের জানার অধিকার নিশ্চিত করতে এবং বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' সূত্রের খবর, জনসমাগম হতে পারে এমন খোলা জায়গা, সাংস্কৃতিককেন্দ্র ও জেলা শহরগুলিতে বড় স্ক্রিন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ এই বহুল আলোচিত মামলার রায় একসঙ্গে দেখতে পারেন।

গোলমালের আশঙ্কায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের। রবিবার ঢাকায়।

বাবা-মাকে যেমন হতে হবে

প্যারেন্টিং শব্দটি শুনতে বেশ দারুণ। কিন্তু বিষয়টা কি আদৌ সহজ? অতিরিক্ত কঠোর প্যারেন্টিং অর্থাৎ বাচ্চাকে শুধু আদেশ মানতে বাধ্য করা যেমন ঠিক নয়, তেমনই অতিরিক্ত সফট প্যারেন্টিং অর্থাৎ বাচ্চাকে সবেতে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেও ভালো নয়। তাহলে কেমন হওয়া উচিত প্যারেন্টিং, জানালেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শমীক বসু**

স্কুল আমাকে দুটো জিনিস শিখিয়েছিল– অনুশাসন এবং শ্রেষ্ঠত্ব। বাবা-মা আমাকে দুটো জিনিস শিখিয়েছিলেন– ভালো অভ্যাস এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মান। আজকালকার বাচ্চাদের নিয়মানুবর্তিতা এবং ভালো আচরণ শেখার প্রয়োজন রয়েছে। এটা স্কুলে এবং বাড়িতে বিভিন্ন স্তরে শেখানো উচিত। শাস্তি শারীরিক না হোক, মৌখিক শাসন বা কোনওভাবে সামাজিক হতে পারে। আমার মতে, পড়ুয়ারা ভুল করলে তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

শিশুদের মধ্যে ঠিক-ভুল সম্পর্কে, বিশেষ করে সহপাঠী ও বড়দের প্রতি আচরণ এবং কীভাবে কথা বলতে হবে সে ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি নেবেন। অর্থাৎ সন্তান ভালো কাজ করলে যেমন পুরস্কার দেবেন, তেমনই ভুল কাজে শাস্তিও দেবেন।

লক্ষ করে দেখেছি, আজকাল স্কুলে বাচ্চাদের শাস্তি তো দূর, বকুনিও দেওয়া হয় না, এমনকি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িতেও না। বরং কর্মরত বাবা-মায়েরা তাদের মিষ্টি, ফিজি ড্রিংকস বা জাংক ফুড দিয়ে প্রশ্রয় দেন। আর দাদু-ঠাকুমারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বেলায় বেশ কঠোর ছিলেন। কিন্তু নাতি-নাতনিদের ক্ষেত্রে অনুশাসন তো দূর, প্রশ্রয়ের যেন অবারিতদ্বার।

মানুষজন বোঝেন না, শিশুদের ভালোবাসা এবং তাদের আদর করা বা প্রশ্রয় দেওয়া– দুটো আলাদা বিষয়। কারও আবেগ বুঝতে শিশুরা যেমন অত্যধিক স্মার্ট, তেমনই কীভাবে সেই আবেগ কাজে লাগিয়ে লাভ ওঠাতে হয় সে ব্যাপারেও সমান স্মার্ট। তাই দুর্বল নয়, বাবা-মা'কেও স্মার্ট হতে হবে। জাংক ফুড সহ স্মার্টফোন এবং টাচ সেন্সিটিভ গ্যাজেট শৈশব ধ্বংস করছে। গল্পের বই পড়া বা শোয়ার আগে বই পড়ার চল এখন প্রায় নেই। ছেলেমেয়েরা কমিক বইও খুব কম পড়ে। আর সময়ের সঙ্গে স্থানীয় ভাষার সাহিত্য হারিয়ে যাওয়া উপকথার মতো হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বাচ্চাদের মধ্যে ইতিবাচক মূল্যবোধ গেঁথে দিতে হবে। ঠিক-ভুলের পার্থক্য শেখাতে হবে এবং সবথেকে জরুরি তাদের সমতা ও সহানুভূতির শিক্ষা দেওয়া।

এখনকার দিনে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে চ্যাট করে, তাঁদের ইমোজি পাঠায়, এমনকি তাঁদের ফেসবুক বা ইনস্টা অ্যাকাউন্টেও যুক্ত থাকে। প্রায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই তাদের শিক্ষককে বন্ধু বা সঙ্গী বলে মনে করে। আমার মনে হয় এগুলো ঠিক নয়। বরং শিক্ষকদের সম্মান করা উচিত এবং কিছুটা হলেও ভয় পাওয়া উচিত।

অন্যদিকে, এখনকার দিনে পার্টিতে বাবা-মা এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের মদ্যপান খুব স্বাভাবিক ঘটনা। দয়া করে বাচ্চাদের এই ধরনের পার্টি থেকে দূরে রাখুন। এমন পার্টি তাদের কোনও সাহায্য তো করেই না, বরং অনেক বেশি ক্ষতি করে।

আমি ডন বসকোতে পড়ার সময় কঠোর অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি, বাড়িতেও তাই। শিক্ষকদের ভয় পেতাম। এত অনুশাসনে খারাপও লাগত। কিন্তু এখন মনে করি সেই অনুশাসনই আমার জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছে। অনুশাসন ও সময়ানুবর্তিতা আমাকে জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়েছে।

জীবন কঠিন ও নির্মম। বাচ্চাকে তুলোর মধ্যে না রেখে তাদের বাইরে ছেড়ে দিন, নিজের ডানায় ভর করে উড়তে দিন। কারণ, জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা...

ছোটদের যা শেখাবেন

- ঠিক-ভুলের পার্থক্য
- ইতিবাচক মূল্যবোধ
- সমতা ও সহানুভূতির শিক্ষা
- সহপাঠী ও বড়দের প্রতি আচরণ এবং কীভাবে কথা বলা উচিত
- শিক্ষকদের সম্মান করা এবং কিছুটা হলেও ভয় পাওয়া

প্রস্টেট বৃদ্ধির সমস্যা

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেটের বৃদ্ধি স্বাভাবিক ঘটনা, বিশেষ করে ৬০ বছর বয়সে তাঁরা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ইউরোলজিস্ট ডাঃ সুরেশ ভগতের কথায়, প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের আকার অনেকটা আখরোটের মতো এবং এটি মূত্রথলির ঠিক নীচে ইউরেথ্রা বা মূত্রনালিকে ঘিরে থাকে। বয়সের সঙ্গে হরমোনাল ভারসাম্যের হেরফেরের জন্য প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায় এবং মূত্রনালি ও মূত্রাশয়ের ঘাড়কে সংকুচিত করে দেয়। একে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া বা বিপিএইচ বলে। ফলে প্রস্রাবে সমস্যা দেখা দেয়।

সতর্কতামূলক লক্ষণ

বারবার প্রস্রাব পাওয়া : এই অবস্থা আপনার রাতের ঘুম তো বটেই, দিনের রুটিনেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে এত জোরে প্রস্রাব পায় যে বাথরুমে যেতে যেতে পড়ে যায়। এছাড়া ব্যথা হতে পারে। এই অবস্থা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির প্রথম ও সবচেয়ে ব্যাপক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি।

প্রস্রাব প্রবাহ দুর্বল : এক্ষেত্রে প্রস্রাবের গতি ধীর হয়। কারণ, প্রস্টেট বড় হয়ে যাওয়ায় মূত্রনালিকে সংকুচিত করে, ফলে প্রস্রাব বেরোনোর রাস্তা সরু হয়ে যায়। এই অবস্থা সময়ের সঙ্গে আরও খারাপ হতে পারে।

নির্গত হতে সমস্যা : অনেকের ক্ষেত্রে প্রস্রাব শুরু হতে সমস্যা হয় বা দেরি হয়। কখনও বা প্রস্রাব কিছুটা হয়, বন্ধ হয়, আবার হয় এবং শেষে ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। এই লক্ষণ পুরুষদের মধ্যে খুব সাধারণ, বিশেষ করে যাঁদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায়। এছাড়া অনেকের ক্ষেত্রে প্রস্রাব করার পরেও মূত্রথলি পুরো খালি না হয়ে প্রস্রাব জমে থাকে।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলো দেখা দিলে অবশ্যই একজন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ, লক্ষণগুলো যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তেমনই শুরুতেই মূল্যায়ন করে জটিলতা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির কারণে মূত্রথলিতে চাপ পড়ে, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। এতে বারবার প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে পারে। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তও পড়তে পারে। সুতরাং, কোনওভাবেই অবহেলা করবেন না।

ডাঃ ভগত জানিয়েছেন, বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়ার চিকিৎসায় ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করতে বলা হয়। এই চিকিৎসা প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা কমাতে এবং অস্ত্রোপচার ছাড়াই জীবনযাত্রার মান উন্নতিতে সাহায্য করে। তবে প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়ার চিকিৎসায় যে কোনও সময় অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হতে পারে।

মুঠোফোন থেকে আঙুলে ব্যথা

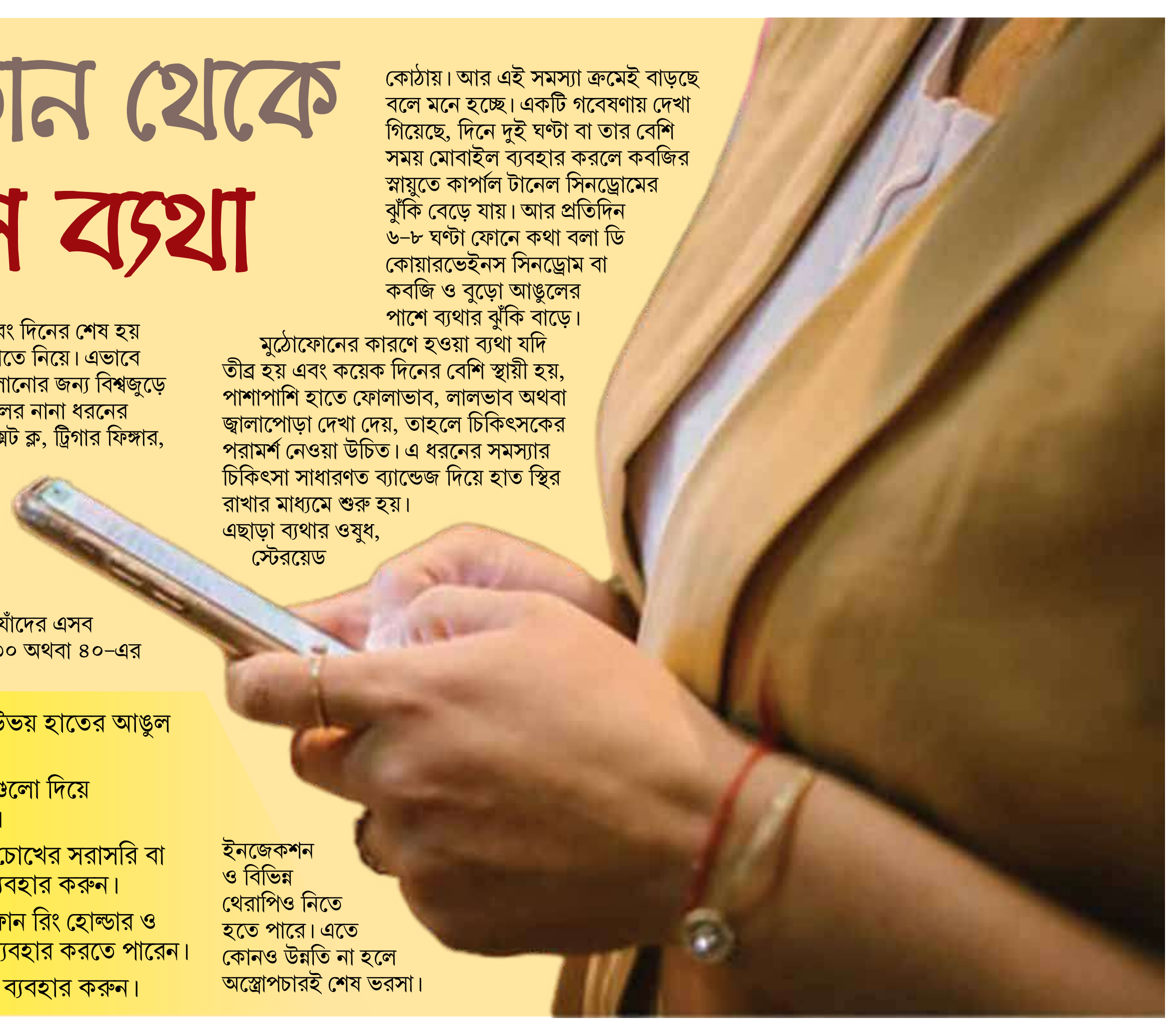

অনেকেরই দিন শুরু হয় এবং দিনের শেষ হয় মুঠোফোন বা মোবাইল হাতে নিয়ে। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল চালানোর জন্য বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে হাত ও আঙুলের নানা ধরনের সমস্যা। এ সমস্যাকে গেমার্স থাম্ব, টেক্সট ক্ল, ট্রিগার ফিঙ্গার, স্মার্টফোন পিংকি সহ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন নাম। জাপানি ভাষায় একে বলা হয় সুমাহো ইউবি।

দীর্ঘসময় এক হাতে স্মার্টফোন ব্যবহার করা অথবা শুধু বুড়ো আঙুল দিয়ে টাইপ করলে আঙুল ও কবজির টেন্ডন এবং সন্ধিগুলোতে চাপ পড়ে। যাঁদের এসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাঁদের বয়স ২০, ৩০ অথবা ৪০-এর কোঠায়। আর এই সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দিনে দুই ঘণ্টা বা তার বেশি সময় মোবাইল ব্যবহার করলে কবজির স্নায়ুতে কার্পাল টানেল সিনড্রোমের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আর প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা ফোনে কথা বলা ডি কোয়ারভেইনস সিনড্রোম বা কবজি ও বুড়ো আঙুলের পাশে ব্যথার ঝুঁকি বাড়ে।

মুঠোফোনের কারণে হওয়া ব্যথা যদি তীব্র হয় এবং কয়েক দিনের বেশি স্থায়ী হয়, পাশাপাশি হাতে ফোলাভাব, লালভাব অথবা জ্বালাপোড়া দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ ধরনের সমস্যার চিকিৎসা সাধারণত ব্যান্ডেজ দিয়ে হাত স্থির রাখার মাধ্যমে শুরু হয়। এছাড়া ব্যথার ওষুধ, স্টেরয়েড ইনজেকশন ও বিভিন্ন থেরাপিও নিতে হতে পারে। এতে কোনও উন্নতি না হলে অস্ত্রোপচারই শেষ ভরসা।

প্রতিকার

- কিছু টাইপ করার সময় উভয় হাতের আঙুল ব্যবহার করুন।
- বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া অন্য আঙুলগুলো দিয়ে স্মার্টফোনের পর্দা স্পর্শ করুন।
- স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় চোখের সরাসরি বা এর চেয়ে কিছুটা নীচে রেখে ব্যবহার করুন।
- হাতের ওপর চাপ কমাতে ফোন রিং হোল্ডার ও ফোন স্ট্যান্ডের মতো অনুষঙ্গ ব্যবহার করতে পারেন।
- সম্ভব হলে ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করুন।

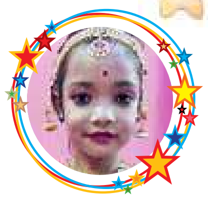

ছোট্ট তারা

কোচবিহারের সিন্দ্রেলা বর্ধন অঙ্কুর প্লে স্কুলের নাসারির ছাত্রী। ছবি আঁকতে এবং নাচ করতে ভালোবাসে এই খুদে। ভবিষ্যতে নৃত্যশিল্পী হতে চায় সে।

টুকরো খবর

জোড়া পায়রা বলি

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : একদিকে রাসমেলা চলছে। অপরদিকে, রবিবার রাজ আমলের রীতি মেনে জোড়া পায়রা বলি দিয়ে কার্তিকপুজো হল মদনমোহনবাড়িতে। এদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই পুজো শুরু হয়। ঠাকুরবাড়ির মদনমোহন ও জয়তারার ঘরের মাঝে বারান্দায় এই পুজো হয়। এবছর এই পুজো করেন মন্দিরের পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। দর্শনার্থীরা রাসচক্র এবং মদনমোহন দর্শনের পাশাপাশি কার্তিকপুজো দেখতেও ভিড় জমান।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে খবর, নিয়ম মেনে প্রতিমার সামনে মূল ঘট থাকলেও তার পাশে থাকে আরও দুটি ঘট। সেখানে চাল, সবজির পাশাপাশি থাকে তিরধনুক। রাখা হয় তেলের প্রদীপ। পুজোর পর পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে অন্নভোগ এবং বিশেষ যজ্ঞও হয়। মন্দিরের পুরোহিত বলেন, ‘নিয়ম মেনে এদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে পুজো হয়েছে। মূলত সন্তানের মঙ্গলকামনায় এই পুজো করা হয়।’

বাজারের রাস্তা সংস্কার

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : কোচবিহার শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন বাজারে পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজের সূচনা হল। নারকেল ফাটিয়ে ও ফুল দিয়ে কাজের সূচনা করেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কাজটি করতে ৮ লক্ষাধিক টাকা খরচ হবে বলে খবর। পরে সেই কাজ পরিদর্শন করতে যান স্থানীয় কাউন্সিলার তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। দীর্ঘদিন বাদে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি বাজারের ব্যবসায়ীরা।

অঙ্কনে ৫০ প্রতিযোগী

তুফানগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : রবিবার তুফানগঞ্জ নিউটাউন নব বিচিত্রা সংস্থার উদ্যোগে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। পাশাপাশি ক্লাব কক্ষে খুদেদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর। এছাড়াও ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, অনুষ্ঠান কমিটির সভাপতি তপু সাহা, সম্পাদক পার্থ সাহা সহ অনেকেই। তপু বলেন, ‘প্রায় পঞ্চাশজন প্রতিযোগী অঙ্কনে অংশ নিয়েছে।’

প্রসাদ বিলি

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : প্রায় দশ হাজার মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হল মদনমোহনবাড়ি চত্বরে। রবিবার বিকেল সাড়ে চারটা থেকে শুরু হয় ওই প্রসাদ বিলি। মূলত দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মীরা প্রতিবছর নিজেদের উদ্যোগে প্রসাদ বিতরণ করে থাকেন। কিন্তু এবছর তাঁরা ছাড়াও বাজারের ব্যবসায়ী মদন বণিক সহ বেশ কিছু মানুষ এই উদ্যোগে শামিল হন। এদিন ৪১৬ কেজি চাল ও ৬০ কেজি মুগডাল দিয়ে খিচুড়ি এবং ৭০০ কেজি কাঁচা সবজি দিয়ে লাবড়া করা হয়েছিল। ওই প্রসাদ গ্রহণের জন্য মদনমোহনবাড়িতে আসা দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন পড়েছিল।

মেলায় সেই ট্রাফিক কাঁটা

প্রতিবছর কোচবিহার রাসমেলায় প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। তবে ভিড় ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের সেই মতো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। রাসমেলা চত্বরে পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ার থাকলেও পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলিতে যানজটের কারণে শহরবাসীকে প্রচণ্ডভাবে নাকাল হতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন। সেই বিষয়েই আলোকপাত করলেন আইনজীবী **রঞ্জিত ভট্টাচার্য**

কোচবিহারের রাসমেলা আমাদের কাছে একটি আবেগের জায়গা। ভিড় ছাড়া রাসমেলার কথা ভাবাই যায় না। প্রচারের ফলে বাইরের থেকেও প্রচুর মানুষ মেলায় আসেন। যত দিন যাচ্ছে, ভিড় ততই বাড়ছে। তবে এই মেলার মূল সমস্যা হল ভিড় এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ।

রাসমেলা চত্বরে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও আশপাশের রাস্তাগুলিতে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে, যখন রাসমেলায় ভিড় বেশি হয়, তখন আশপাশের রাস্তাগুলিতে যানজটের কারণে নাকাল পরিস্থিতি তৈরি হয়।

জমজমাট রবিবাসরীয় রাসমেলা। ছবি : জয়দেব দাস

রবিবার মেলায় গিয়ে দেখলাম, সকাল থেকেই সেখানে ভিড়। অন্যান্য বছরও তাই হয়। ছুটির দিনে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ সেখানে ছুটে আসেন। অনেক রাত পর্যন্ত মেলা চত্বর ভিড়ে গিজগিজ করে। রাসমেলা মাঠ, সিলভার জুবিলি রোড, ব্যাংচাতরা রোড, এমজেএন রোড, বৈরাগীদিঘির আশপাশের রাস্তাগুলিতেও তিলধারণের জায়গা থাকে না। মেলা চত্বর এবং সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ রাখা হলেও সমস্যা হয় অন্য জায়গায়। এই সময় দূরদূরান্ত থেকে যে পরিমাণ গাড়ি কোচবিহার শহরে ঢোকে, তাতে শহরের প্রতিটি রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। আমার মতে, এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসন দুর্গাপুজোর সময়কার পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। দুর্গাপুজোর সময় ভিড় ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে রাস্তায় প্রচুর পরিমাণ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়। ঠিক একই উপায় রাসমেলার সময়ও অবলম্বন করা উচিত। তাতে ইতিবাচক ফল মিলবে বলে আমার বিশ্বাস। সুনীতি রোড, ভবানীগঞ্জ বাজার চত্বর, পঞ্চরঙ্গী মোড় সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে যানজটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। এখানে ট্রাফিক পুলিশ সবচেয়ে বেশি রাখা প্রয়োজন।

প্রতিবছর দেখা যায়, সুনীতি রোডের ওপর দিয়ে যে যেভাবে খুশি যানবাহন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মেলার পাশেই যেহেতু এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে, সেই কারণে রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের যাতায়াত সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ট্রাফিক নিয়ম মানার বালাই নেই! তাই মেলা চত্বরের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলিতেও পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তবে শুধু পুলিশের উপর নির্ভর করলেই এই সমস্যা মিটবে না। এই সমস্যা মেটাতে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। ট্রাফিক নিয়ম মেনে যানবাহন চালালে যানজট এমনিতেই কমে যাবে। তাই এই ভিড় সামলাতে পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি যানবাহন চালক ও আমাদের মতো মানুষকেও আরও বেশি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঐতিহ্যের রাস

সমস্যা যেখানে

সুনীতি রোডের ওপর দিয়ে যে যেভাবে খুশি যানবাহন ঢুকিয়ে দিচ্ছে

সুনীতি রোড, ভবানীগঞ্জ বাজার চত্বর, পঞ্চরঙ্গী মোড় সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে যানজটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে

এমজেএন হাসপাতালে যেতে সমস্যায় পড়ছেন রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা

মাথাভাঙ্গায় রক্ষকই যেন ভক্ষক

নালা দখল করে কাঠগড়ায় পুলিশ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৬ নভেম্বর : এ যেন তুঘলকি কাণ্ডকারখানা! মাথাভাঙ্গা পুর এলাকায় নিকাশিনালা দখল করে সেন্ট্রি পয়েন্ট (রক্ষী মোতায়েনের জন্য নির্দিষ্ট ঘর) নির্মাণের অভিযোগ উঠল খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে। সেটাও আবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায়ের বাংলোর সামনে। পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নালার উপর সেন্ট্রি পয়েন্ট নির্মাণের বিষয়ে পুলিশের তরফে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। আর এনিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এদিকে, নিজের বাংলোর সামনে নির্মাণ চললেও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। তবে পুলিশের সাফাই, এই নির্মাণ অস্থায়ীভাবে হচ্ছে। স্থায়ীভাবে নয়। নাগরিকদের প্রশ্ন, যেখানে পুরসভার তরফে বিভিন্ন সময় পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, সেখানে অনুমতি ছাড়া এই নির্মাণ কি নিয়মের লঙ্ঘন নয়?

রবিবার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের থানাপাড়ার ব্রজনাথ রোডে গিয়ে দেখা গেল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বাংলোর দোরগোড়ায় নিকাশিনালার উপর সেন্ট্রি পয়েন্টের নির্মাণ চলছে। বাংলোর নেমপ্লেটে সন্দীপ গড়াইয়ের নাম লেখা রইলেও তিনি প্রশিক্ষণে গিয়েছেন। আপাতত দায়িত্বে এসেছেন তন্ময় মুখোপাধ্যায়। অনুমতি ছাড়া এই নির্মাণ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পুলিশ, পুরসভা উভয়ই।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলেছেন, ‘পুরসভা মুখে বলছে জবরদখল হতে দেব না, অথচ প্রকাশ্যে জবরদখল চললেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। নিকাশিনালা দখল করে নির্মাণ বেআইনি। এটা তো আইনের রক্ষকদের মাথায় রাখা উচিত।’ সিপিএম নেতা অসিত দাসের বক্তব্য, ‘নালা, ফুটপাথ দখল করে বেআইনি নির্মাণে আমরা সাধারণ মানুষকে বাধা দিই, কিন্তু পুলিশ, প্রশাসন যখন সেই কাজ করছে, তখন পুরসভা চুপ কেন?’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শহরের কয়েকজন ব্যবসায়ীর বক্তব্য, তাঁরা নিকাশিনালার উপর বেআইনি নির্মাণ করায় তা পুরসভার পক্ষ থেকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে পুলিশের বেলায় পুরসভা চুপ কেন?

পুরসভার ভাবী চেয়ারম্যান প্রবীর সরকারের এলাকার ঘটনা এটি। ফলে তাঁর দিকেও আঙুল উঠছে। তাঁর সাফাই, ‘বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ জানিয়েছে, আধিকারিকের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই নির্মাণ।’ কিন্তু প্রশ্ন হল, নিরাপত্তার অজুহাতে কি আইন ভাঙা যায়? যদিও এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

বিজেপি ও সিপিএম জানিয়েছে, তারা এবিষয়ে চেয়ারম্যানের পাশাপাশি মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেবে। অন্যদিকে, ভাইস চেয়ারম্যান এবং ভাবী চেয়ারম্যান দুজনেই জানালেন, সোমবার কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনা করে এবিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এখন কী পদক্ষেপ হয়, সেদিকে তাকিয়ে শহরবাসী।

এই সেন্ট্রি পয়েন্ট নির্মাণ ঘিরেই যত বিতর্ক। মাথাভাঙ্গায়।

যা ঘটেছে

- মাথাভাঙ্গা পুর এলাকায় নিকাশিনালা দখল করে সেন্ট্রি পয়েন্ট নির্মাণের অভিযোগ উঠল খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে
- পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহার দাবি সেন্ট্রি পয়েন্ট নির্মাণের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি
- নিজের বাংলোর সামনে নির্মাণ চললেও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

রাসমেলার টুকিটাকি

নজর কাড়ছে চিতল হরিণ।

সুন্দরবনের চিতল হরিণ

হরিণের জন্য আর সুন্দরবন যাওয়ার দরকার নেই, রাসমেলাতেই পাওয়া যাচ্ছে চিতল হরিণ। ওরা এসেছে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে। ছোট থেকে বড় এক জোড়া হরিণের দাম ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা। এত অল্প দামে হরিণের কথা শুনে চমকে গেলেন তো? বিক্রেতা দীপেন সরকার জানালেন, জ্যান্ত নয়, পাট আর কাঠের গুঁড়ো দিয়ে হরিণগুলি তৈরি।

ওয়াটার বল

বল দিয়ে প্রায় সব বাচ্চাই খেলতে ভালোবাসে। কিন্তু সেই খেলার বলের মধ্যে যদি অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো মাছ ভেসে বেড়াতে দেখা যায়, আবার একটু নাড়াচাড়া করলেই রংচঙে লাইট জ্বলে ওঠে! শুনে অবাক লাগলেও এই বছর রাসমেলায় ঠিক এমনই একরকমের বল বিক্রি হচ্ছে। পোশাকি নাম ‘ওয়াটার বল’। আর মেলায় গিয়ে এই বল কিনতে বাবা-মায়ের কাছে বায়না ধরছে কচিকাঁচারা। দাম ৬০ টাকা।

স্টিমার

নদীও নয়। পুকুরও নয়। স্টিমার ভাসার জন্য এক গামলা জলই যথেষ্ট। মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে মেলায় বিক্রি হচ্ছে টিনের তৈরি এই খেলনা স্টিমার। এক টুকরো মোমের সহায়তায় এক গামলা জলের মধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে এটি। আর তা কিনতে মেলার রাস্তায় ভিড় জমাচ্ছে খুদে থেকে শুরু করে অনেকেই।

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ, গৌরহরি দাস ও তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

মাদক রুখতে বৈঠক

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : ব্রাউন সুগার, গাঁজা সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। রবিবার ওয়ারিয়র্স এগেনস্ট ড্রাগ অ্যাডিকশন নামে সংগঠনের উদ্যোগে কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুল সংলগ্ন একটি ভবনে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে যুবসমাজকে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা থেকে যাতে দূরে রাখা যায় তা নিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ছিলেন সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা রাহুল রায়, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, রামভোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দাস প্রমুখ।

নাট্যমেলার প্রস্তুতি

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : হেরিটেজ নাট্যমেলার প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারের একটি বেসরকারি ভবনে। আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে টানা চারদিনব্যাপী চলবে এই নাট্যমেলা। স্থানীয় নাট্যদলের পাশাপাশি থাকবে বহিরাগত নাট্যদলের অনুষ্ঠানও। এবছর তাদের নাট্যমেলার দ্বিতীয় বর্ষ। উপস্থিত ছিলেন হেরিটেজ নাট্যমেলার মূল পৃষ্ঠপোষক অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)।

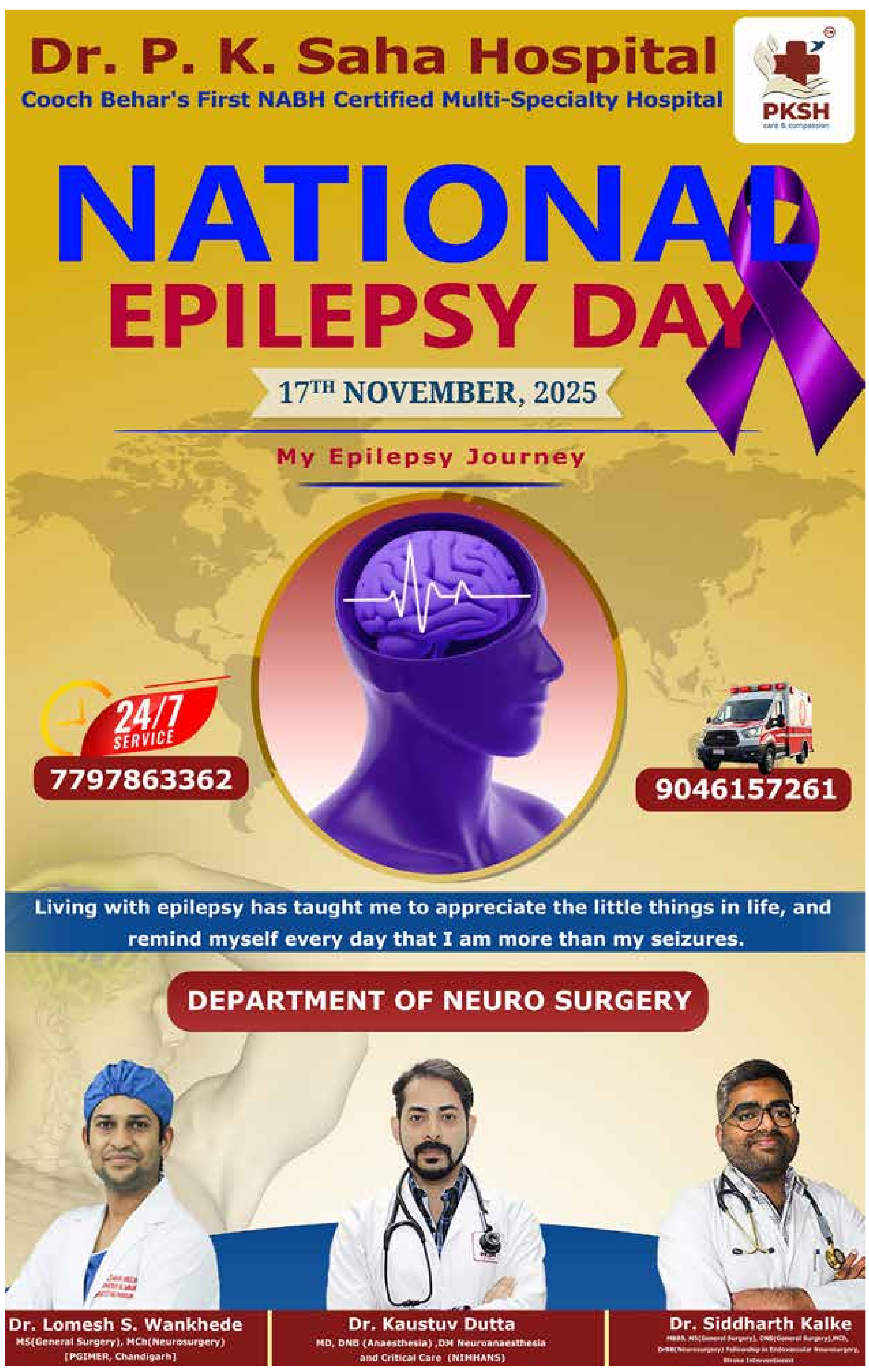

তুফানগঞ্জে মহিলা কলেজ দাবি

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : নারীশিক্ষার উন্নতি করতে তুফানগঞ্জে এবার মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবি আরও জোরালো হল। ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে মহিলা কলেজ তৈরি হোক, চাইছেন সকলে। সরব হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গত কয়েক বছরে তুফানগঞ্জ মহকুমায় জনসংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার হারও বেড়েছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে মহিলা কলেজের দাবি উঠলেও তুফানগঞ্জ মহকুমায় এপর্যন্ত সেই কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগেই ফের বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ। দুটো কোএড কলেজ থাকলেও এপর্যন্ত কেন একটি মহিলা কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

> গত কয়েক বছরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলা কলেজ স্থাপিত হলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় আরও সুযোগ পাবে। একইসঙ্গে বাকি কলেজগুলির ওপর চাপ কমবে।
>
> **অমরেন্দ্র বসাক**
> অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

তুফানগঞ্জ কলেজের তৃতীয় সিমেস্টারের এক ছাত্রীর অভিভাবক সঞ্জয় মোদক বললেন, ‘উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক পড়ুয়াকেই বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অনেক পরিবার রয়েছে যাদের মেয়েদের বাইরে পাঠানোর সামর্থ্য নেই। সেক্ষেত্রে এলাকায় মহিলা কলেজ করা হলে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটবে।’ অন্যদিকে শহরের বাসিন্দা ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমরেন্দ্র বসাকের কথায়, ‘গত কয়েক বছরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলা কলেজ স্থাপিত হলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় আরও সুযোগ পাবে। একইসঙ্গে বাকি কলেজগুলির ওপর চাপ কমবে।’ তাঁর মতে, রাজ্য সরকারের উচিত এব্যাপারে এখনই পদক্ষেপ করা।

তুফানগঞ্জ মহকুমার দুটি ব্লকে ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভা রয়েছে। বর্তমানে মহকুমায় বক্সিরহাট ও তুফানগঞ্জের দুটি কলেজ মিলে কয়েক হাজার পড়ুয়া পড়াশোনা করছেন। এরমধ্যে নতুন একটি কলেজ স্থাপিত হলে দুটি কলেজের উপর চাপ অনেকটাই কম হবে বলে মত শিক্ষানুরাগীদের। এনিয়ে এসএফআইয়ের আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক শিপক দাস বলেন, ‘দিন-দিন যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ছে না। আর এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে আমরা গত কয়েক বছর ধরে তুফানগঞ্জ মহকুমায় একটি মহিলা মহাবিদ্যালয় দাবি করে আসছি। যতদিন না পর্যন্ত তা তৈরি হবে ততদিন আমাদের এই লড়াই জারি থাকবে।’ অন্যদিকে এবিভিপি-র প্রাক্তন জেলা সংযোজক অমিত দত্ত বলেন, ‘কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোচবিহার জেলাজুড়ে শুধুমাত্র একটাই মহিলা কলেজ রয়েছে।’ তাঁরাও দীর্ঘদিন ধরে তুফানগঞ্জে মহিলা কলেজের দাবিতে আন্দোলন করছেন বলে জানিয়েছেন।

এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ শহর ব্লক সভাপতি গৌতম সরকারের অবশ্য আশ্বাস, ‘তৃণমূলের আমলে রাজ্যজুড়ে প্রচুর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। তুফানগঞ্জও একটি মহিলা কলেজ পাক আমরা চাই। প্রয়োজনে এবিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব।’

চোরাচালান রুখতে তৎপর রেল

মালিগাঁও, ১৬ নভেম্বর : রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে আরপিএফ প্রায় ৯,৪০,৭৯,৯৩৩ টাকা মূল্যের মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়া অবৈধ পণ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ১৩ নভেম্বর আরপিএফ নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে ৩.৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৭.১ কেজি মালিকবিহীন গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছিল। একইদিনে আগরতলা ও লামডিংয়ের আরপিএফ এবং জিআরপির যৌথ প্রচেষ্টায় আগরতলা ও লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে ২.৩৬ লক্ষ টাকার ২৩.৬১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। একইভাবে, ১২ তারিখে ধর্মনগর, আগরতলা এবং রঙ্গাপাড়া নর্থের আরপিএফ ৫.০৫ লক্ষ টাকার ৫০.৫১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। এভাবে আরপিএফ, জিআরপি ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রেলওয়ে প্রাঙ্গণের সুরক্ষা নিশ্চিত করে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ক্ষমা না চাইলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাজভবনের বিবৃতিতে

কল্যাণকে ২৪ ঘণ্টা সময় বোসের

নিউজ ব্যুরো

১৬ নভেম্বর : কলকাতা থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরায় নেমে রাজ্যপাল বললেন, নেতাদের কুমন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানানোয় বিশ্বাসী নন। বাস্তবে রবিবার তিনি ব্যস্ত রইলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জবাব দিতে। শুধু কল্যাণের বক্তব্যকে খণ্ডন করা নয়, ওই বক্তব্যের জন্য আইনি কঠোর পদক্ষেপের পরিণতিও মনে করিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস।

তাঁর পাশাপাশি রবিবার ছুটির দিনে সক্রিয় ছিল রাজভবনও। দফায় দফায় প্রেস নোট ও রাজ্যপালের বক্তব্যের ভিডিও সংবাদমাধ্যমকে পাঠিয়েছেন রাজভবনের আধিকারিকরা। রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাজভবনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে বাইরের লোক এসে দেখে যেতে পারেন যে ভিতরে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত আছে কি না। রাজভবনে 'বিজেপির অপরাধীদের' আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের 'বন্দুক-বোমা' দেওয়া হচ্ছে বলে কল্যাণের বিস্ফোরক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ।

যদিও শুধু ১০০ জনকে আমন্ত্রিতকেই ঢুকতে দেওয়া হয় রাজভবনে। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সাংসদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রমুখ। বাগডোগরায় নেমে রাজ্যপাল বলেন, 'তৃণমূল সাংসদের মন্তব্যে দেশের সংবিধানে সমৃদ্ধি ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সেজন্য সাংসদের নিজের থেকে ভুল স্বীকার করে নেওয়া ভালো।' পরে শিলিগুড়িতে তিনি জানান, কল্যাণকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল।

রাজ্যপালের ভাষায়, 'সাংসদকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তিনি যদি মনে করেন, তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়, তবে তাঁকে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার বিকল্প দিচ্ছি। নয়তো আইনি পদক্ষেপ করা হবে। অনেক ধরনের আইনি পদক্ষেপ করার পথ রয়েছে এবং সেগুলি করা হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারির পরেও অবশ্য শ্রীরামপুরের সাংসদ পালটা হুমকি দিয়েছেন।

কল্যাণের কথায়, 'আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, একটি খোলা মঞ্চ তৈরি করা হোক। একদিকে আমি থাকব, অপরদিকে আপনি। সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ করুন। আপনার সমালোচনা আমি

শিলিগুড়িতে রোজগারমেলায় রাজ্যপাল। - জয় মণ্ডল/ অন অ্যাসাইনমেন্ট

করব। বিজেপির দালাল হিসেবে কাজ করে আপনি সংবিধানকে ধ্বংস করছেন। সাহস থাকে তো আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।' সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কল্যাণ। তাঁর মামলার হুমকিকে রাজ্যপাল স্বাগত জানিয়েছেন।

সংবিধান মেনে পদক্ষেপ করার কথা বলেছেন সিভি আনন্দ বোস। রাজ ভবন থেকে প্রচারিত প্রেস নোটে কল্যাণের বক্তব্য কীভাবে অপরাধের আওতায় পড়ে, তার খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অস্ত্র রাখার অভিযোগ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫১ ও ১৫২ ধারা অনুযায়ী অপরাধ। কল্যাণের ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানোর মতো কাজ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধ বলে গণ্য হয়।

তাছাড়া এই বক্তব্য শান্তিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী বলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬ (১) (এ) ও (বি) ধারায় মামলাযোগ্য অভিযোগ। নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো আবার ৩৫৩ (১) (বি), ৩৫৩ (১) (সি) ও ৩৫৩ (২) ধারা অনুযায়ী অপরাধ। কল্যাণের বিরুদ্ধে এফআইআর করার ইঙ্গিতও দিয়েছে রাজভবন।

কল্যাণ শনিবার বলেছিলেন, 'প্রথমে বলুন রাজ্যপালকে, যেন উনি বিজেপির অপরাধীদের রাজভবনে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করেন। উনি সেখানে অপরাধীদের রাখছেন, তাঁদের বন্দুক-বোমা দিচ্ছেন এবং বলছেন তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলা করো।' তাঁর এই মন্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও 'ভিত্তিহীন' বলে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। কল্যাণের অভিযোগের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে রাজভবনের বিবৃতিতে। তাতে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, নিরাপত্তার দায়িত্বে কলকাতা পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাজভবনে আনা হল?

তথ্য সহায়তাঃ পুলকেশ ঘোষ, সাগর বাগচী ও খোকন সাহা

পৃথিবীর পাঠশালা

কুমড়োর বিষাক্ত ফাঁদ

হ্যালোউইনের কুমড়োর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক চুপিসারে থাকা গোপন কথা, এই কমলা গোলকগুলি মাটির বিষাক্ত উপাদান শুষে নেয়! কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্টোবর ২০২৫-এর এই তথ্য বাগান মালিকদের অবাক করে দিয়েছে। জাপানের গবেষকরা দেখেছেন, কুমড়ো, জুকিনি-সহ অন্য শস্যে থাকা একটি ছোট প্রোটিনের কারণে ক্যাডমিয়াম এবং সীসার মতো ভারী ধাতু দ্রুত মাটি থেকে ফল পর্যন্ত চলে আসে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, শিল্পাঞ্চল এলাকার জমিতে ফলানো কুমড়োতে নিরাপদ সীমার চেয়ে বেশি বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। তবে এর একটি ভালো দিকও আছে, এই কুমড়োর মতো ফসলকে 'বিষের ফাঁদ' হিসেবে ব্যবহার করে দূষিত জমি পরিষ্কার করা যেতে পারে।

কেঁচোর বিদ্যুতের লাফ

মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা ছোট পরজীবী নেমাটোড কেঁচো স্থির বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ব্যবহার করে উড়ন্ত মাছিদের ধরে ফেলে! এমোরি এবং বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গত অক্টোবরের এই আবিষ্কার বিবর্তনের এক চমকপ্রদ দিক সামনে এনেছে। 'স্টেইনারনেমা কার্পোক্যাপসে' নামে এই কেঁচোটি প্রথমে কুণ্ডলী পাকায়, তারপর মাছি লক্ষ্য করে ২৫ গুণ বেশি দূরত্বে লাফ দেয়। মাটির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কেঁচোর শরীরে ঋণাত্মক চার্জ তৈরি হয়, আর ডানা ঝাপটানোর ফলে মাছির শরীরে তৈরি হয় ধনাত্মক চার্জ। ফলে কেঁচো মাছিকে চুম্বকের মতো টেনে নেয়। এই স্থির বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের কারণে কেঁচোর শিকারের হার ৪০ শতাংশ বেড়ে যায়। এই কেঁচোগুলি পরিবেশবান্ধব কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে, প্রকৃতিতে বিজয়ের জন্য সবসময় ডানা বা দাঁত লাগে না, কখনো-সখনো প্রয়োজন হয় সামান্য বিদ্যুতের।

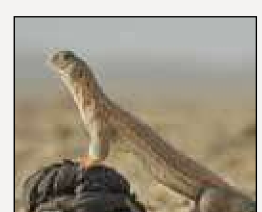

সরীসৃপের স্ফটিক মূত্র

মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকি ও সাপের দল ফোঁটা-ফোঁটা প্রস্রাব না করে ইউরিক অ্যাসিডের উজ্জ্বল স্ফটিক তৈরি করে! বিবর্তনের এই জল-সাশ্রয়ী কৌশলটি এখন মানুষের গেঁটে বাত এবং কিডনির পাথর নিরাময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। রসায়নবিদরা ২০টিরও বেশি সরীসৃপের প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখেছেন, ইউরিক অ্যাসিড মনোহাইড্রেটের স্ফটিকগুলি তীক্ষ্ণ কণার বদলে গোলকের মতো তৈরি হয়, যা ক্ষতি না করেই বেরিয়ে আসে। এটি ৯০০ শতাংশ পর্যন্ত জল বাঁচায়। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই প্রক্রিয়াকে অনুকরণ করে মানুষের কিডনিতে পাথর গলানোর ওষুধ তৈরি করা যেতে পারে। মরুভূমির প্রাণীরা জলের অপচয় রোধ করতে যে কৌশল ব্যবহার করে, তা এখন মানুষের মূত্রাশয়ের সমস্যা মেটাতে কাজে আসতে পারে।

দুর্গের ছায়া ঘেরা আগন্তুক

চেস্টার দুর্গের আবছা ভোরে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল এক মাথা ঢাকা ছায়ামূর্তি, যা 'ভূতের' মতো গেটের ওপর দিয়ে ভাসমান পালকের মতো উড়ে যাচ্ছে! গত অক্টোবরের এই দৃশ্য দেখে বেজায় উত্তেজিত ভূত-শিকারিরা। উইলিয়াম দ্য কনকারর-এর তৈরি ৯৫০ বছরের পুরোনো এই দুর্গে ভোর ৪টেয় এই আবছা মূর্তিটিকে দেখা যায়। কালো পোশাকের মূর্তিটি ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে এবং কোনও শব্দ না করেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কিউরেটর জেন স্মিথ এটিকে ১৮ শতকের ফাঁসি বা রোমান আমলের ছায়া বলে মনে করছেন। যদিও নড়াচড়ার কোনও কারণ ছিল না, তবু ক্যামেরা চালু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়। এর ফলে দুর্গ দেখতে ভিড় করছেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে পর্যটকের সংখ্যা।

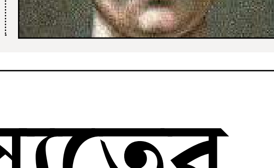

অজয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

রাতে যে ঘটনা ঘটেছে তা সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক। তাকে বেআইনিভাবে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও প্রতিবাদে দলের নেতাদের পথে নেমে মিছিল বা থানা ঘেরাওর মতো কোনও কর্মসূচিই চোখে পড়েনি। আমরা হতাশ।'

দলের এই অবস্থানে শুধু অজয়ের আত্মীয়রাই নন, ক্ষুব্ধ দলের নেতাদের একাংশও। আর সেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে আলিপুরদুয়ার জেলার বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি রূপন দাস সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'অজয় রায় রাস্তায় নামলে বিরোধীদের হাঁটু কাঁপে, তাই পুলিশকে দিয়ে তাঁকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করাতে হল। অথচ ঘটনার পরে কোনও বিজেপি নেতাকে দিনহাটা থানা পর্যন্ত যেতে দেখা গেল না।'

যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'এর প্রতিবাদে আমরা নিশ্চয়ই আন্দোলনে নামব। শুধু তাই নয়, জেলাজুড়েই আমাদের কর্মীদের ওপর তৃণমূলের আক্রমণ চলছে। সব বিষয় নিয়েই আন্দোলন হবে।'

আর তৃণমূল এসবে পাত্তাই দিচ্ছে না। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করিয়ে দিচ্ছে, উদয়ন জেতার পর থেকে দিনহাটায় সেভাবে বিজেপির কর্মসূচি চোখে পড়েনি। এমনকি পুরসভার এত বড় দুর্নীতি সামনে আসার পরেও বিজেপির তরফে দিনহাটায় কোনও আন্দোলন চোখে পড়েনি। তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধরের কথায়, 'এটা ওদের দলের ব্যাপার। তবে দিনহাটায় বিজেপির তো কর্মীই নেই, সংগঠন তো দূরের ব্যাপার।'

আগামী বিধানসভা ভোটে নীচুতলার যেসব কর্মীর ওপর ভর করে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চাইছে, অজয়ের ঘটনার পর সেই কর্মীদের মধ্যেই কিন্তু বিজেপির জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে দিন-দিন ক্ষোভ বাড়ছে।

কোর্টের দরজায় প্রশান্ত

প্রথম পাতার পর

থানায় অভিযোগের ১৫ দিন পরেও এরকম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করায় তিনি প্রমাণ লোপাট বা তদন্তে প্রভাব খাটাতে পারেন বলেই আশঙ্কা করছেন আইনজীবীরা। কেন বিডিওকে গ্রেপ্তার, নিদেনপক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না তার কোনও উত্তর অবশ্য বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা দেননি। তাহলে কি প্রশান্তকে জামিনের আবেদন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এমন বন্দোবস্ত? এই প্রশ্নই ঘুরছে বিভিন্ন মহলে।

নিয়ম বলছে, কোনও থানায় এফআইআর দায়ের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই সংক্রান্ত নথি অনলাইনে আপলোড করতে হবে। সেই নিয়মও মানেনি বিধাননগর দক্ষিণ থানা। রবিবার রাত পর্যন্ত স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের এফআইআরটি অনলাইনে আপলোড হয়নি। ওই অভিযোগের আগের এবং পরের এফআইআর সংক্রান্ত নথি আপলোড হলেও কেন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মামলার নথি আপলোড হল না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ফলে স্পর্শকাতর ওই খুনের মামলায় পুলিশের তদন্তের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ ও আইনি মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিডিও-র গাড়িচালক রাজু ঢালি, ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুফান থাপা এবং প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা সজল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে মারধরের পর স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মৃত্যু এবং নীলবাতির সরকারি গাড়িতে দেহ লোপাটের মতো চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে খুনে ব্যবহৃত নীলবাতির গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপরই বিপদ বুঝে জামিনের আবেদন করেছেন প্রশান্ত।

ইন্টারভিউয়ে 'দাগি'রাও

প্রথম পাতার পর

ডাক পাওয়ায় চাকরিহারাদের সুযোগ কমেছে। চাকরিহারাদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস বলেন, 'একমাত্র শূন্যপদ বাড়ালেই যোগ্যদের সুযোগ বাড়বে।'

চাকরিহারা সংগীতা মণ্ডল বলেন, 'সাফল্য বা ব্যর্থতা দুটোই যুদ্ধের অংশ। যোগ্যদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। নবম-দশমের ফলের ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।' তবে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের আশা, 'এসএসসি নিশ্চিত করেছে, নথি যাচাই করে তবেই ভেরিফিকেশন হবে। আশা করছি, ইন্টারভিউয়ে কোনও অযোগ্য যদি ডাক পেয়েও থাকেন, নথিপত্র যাচাই করে তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হবে।'

রায়গঞ্জের নীতীশ আবার চাকরিচ্যুত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী বিপাশা বর্মনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। ফিরদৌস বলেন, 'নীতীশ ছাড়াও একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। খতিয়ে না দেখে সেই নামগুলি উল্লেখ করব না। কিন্তু চাল, কাঁকর ইন্টারভিউয়ের তালিকায় মিশে আছে।'

খবর চাউর হওয়ার পর থেকে নীতীশ বেপাত্তা। তাঁর মোবাইল সুইচড অফ। তিনি নাকি বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, এখন হেমতাবাদের বাসিন্দা বিপাশা বর্মনের অভিযোগ, 'কীভাবে উনি পরীক্ষায় বসলেন, বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। শুধু একজন নয়, ওঁর মতো আরও অনেকে আছেন।'

মহিলা বিক্ষোভে ঠেক ভাঙল পুলিশ

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : পাড়ার মধ্যেই রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি মদের ঠেক। এক-আধটা নয়, গজিয়ে উঠেছিল একাধিক ঠেক। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল বালুরঘাটের তুড়িপাড়ায়। শুক্রবার পাড়ার এক তরুণের মৃত্যুতে ক্ষোভের আগুনে যেন ঘি পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মদের ঠেকে এলাকার তরুণদের অনেকেই ভিড় করেন। এমনকি অনেকে মেয়েও মদে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। ওই সব ঠেকে গিয়ে মদ্যপান করে লিভারের বারোটা বেজে গিয়েছে অনেকেই। এমনতি গত এক বছরে এলাকার ১০ জনের মৃত্যুর পিছনেও অত্যধিক মদ্যপানকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী। রবিবার সকালে সেই ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটে। এলাকার মহিলারা মদের ঠেক বন্ধের দাবি আন্দোলন শুরু করেন। সেই খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে মদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। তবে প্রশ্ন উঠছে, এতদিন শহরের মধ্যে কীভাবে অবৈধ মদের ঠেকগুলি চলছিল? বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস অবশ্য এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রাহুল সিং নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়। সেসময়ে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মৃতের পরিজন। কিন্তু বাড়ির ছেলের মৃত্যুর জন্য যে চোলাই দায়ী, শেষে তা মেনে নিয়ে আত্মীয়রা রবিবার এলাকায় মদ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। শুধু রাহুলের পরিবারই নয়, এই অভিযানে শামিল হন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুড়িপাড়ার বহু মহিলা।

রাসমেলায় ভিড় সামলাতে হিমসিম পুলিশ

প্রথম পাতার পর

'অন্য দিনের তুলনায় ব্যবসা বেশ ভালো হল।'

অন্য দিনগুলিতে নাগরদোলা সহ জয়রাইডগুলিতে চড়ার জন্য দর্শনার্থীদের লাইন পড়ে। রবিবার সেই লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল আরও বেশি। প্রায় আধ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকে নাগরদোলায় চড়ার সুযোগ পান। এবারই প্রথম রাসমেলায় 'জলপরি' এসেছে। বিশাল অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে মেয়েরা জলপরি সেজে ঘুরে বেড়ায়। তা দেখার জন্য টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড় নজরে পড়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামের ভিতরে রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের অনুষ্ঠানও এদিন ছিল জমজমাট। সবমিলিয়ে ছুটির দিনে মেলা চত্বরজুড়ে উৎসবের মেজাজ দেখা গেল।

অন্ধকার ভবিষ্যতের গান গাইছেন যোগ্যরা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এক প্রহসনের মঞ্চ। আর এই সবকিছুর 'মাস্টারমাইন্ড', রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। নিন্দুকেরা বলছেন, জেলে নয়, পার্থ ছিলেন হাসপাতালের 'এক্সক্লুসিভ সরকারি গেস্টহাউসে'। তাই বাড়ি ফিরেই ফুরফুরে মেজাজে তিনি বান্ধবীর প্রেমালাপে মশগুল হয়েছেন। এই জেলমুক্তির ঘটনাটি যেন যোগ্যদের ক্ষতস্থানে লবণের ছিটে। পার্থ ফের ভোটে দাঁড়ানোর ছক কষছেন। সত্যিই এ এক বিচিত্র দেশ। আমাদের দেশের আইন এবং রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকলে এমনটা সম্ভব হয়? দুর্নীতির স্পষ্ট অভিযোগ সত্ত্বেও ক্ষমতার করিডরে আবারও ফিরে আসার এই নির্লজ্জ প্রয়াস রাজ্যের গোটা শিক্ষাঙ্গনকে উপহাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষাই আমাদের 'সম্পদ'- স্লোগানটি আসলে অত্যন্ত দামি। পশ্চিমবঙ্গের নেতারা সেকথা যথাযথই বুঝেছেন। তাই শিক্ষাকে সম্পদ বানাতে তাঁদের সময় লাগেনি।

এই হাহাকারের মাঝে এসআইআর শুরু হতেই পলিটিকাল থিয়েটারের পর্দা উঠেছে। যেন বাংলার বুকে একলহমায় মৃত্যুর মহোৎসব শুরু হয়েছে। হাতেগরম লাশের খবর পেতেই রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা দে ছুট! ক্যামেরা, লাইট, অ্যাকশন— আর সঙ্গে 'শহিদ' উপাধির ঢালাও বিলিবণ্টন। চটজলদি আর্থিক সহায়তা, পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা, আর চোখে লেগে থাকা কুমিরের কান্না! এই মৃত্যুগুলো রাজনীতির কারবারিদের কাছে নিছকই ভোটবাক্সের নতুন ইনভেস্টমেন্ট, দুর্নীতির অন্ধকার থেকে মুখ ঘোরানোর এক সস্তা টোটকা। বাংলায় নয়া সংস্কৃতির উদ্ভাবন হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের হাত ধরে, যেখানে দুর্নীতি হল রাজনৈতিক মেধা আর বেকারত্ব হল ব্যক্তিগত ব্যর্থতা।

এসএসসি'র প্যানেল প্রকাশের পর যোগ্য শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ, পার্থর জামিনের পর কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এটা রাজনীতির কারবারিরা ভালোই জানেন। আর ভোটের মুখে সেসব প্রশ্নে তাঁরা যাতে বেকায়দায় না পড়েন তারজন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা ইস্যু তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এসআইআর নিয়ে এই এত মাতামাতি, এই এত কান্নাকাটি, সবটাই এক বিশাল বড় রাজনৈতিক চাল। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যপাল বা রাজভবন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য এবং তা নিয়ে দিনভর আলোচনাকে নজর ঘোরানোর পরিকল্পনা ছাড়া আর কি বা বলা যায়? এসআইআর-এর মৃত্যুর দায় যদি কেন্দ্র বা নির্বাচন কমিশনের হয়, তবে যোগ্য শিক্ষকের আত্মহননের দায় কি রাজ্য সরকার এড়াতে পারে? এই মৃত্যুর রাজনীতি শুধু ভণ্ডামি আর চরম দুর্নীতিরই প্রতীক।

এসআইআর-এর মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা ও লাশের রাজনীতি দেখে প্রশ্ন জাগে— যেখানে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায় তারা শুধুমাত্র সেইসব মৃত্যুতেই শোক প্রকাশ করে। যোগ্য চাকরিহারাদের মৃত্যু বা তাঁদের পরিবারের হাহাকারে রাজনৈতিক দলগুলি স্বার্থের বাইরে গিয়ে কি তাঁদের পাশে থাকে? উত্তরটা স্পষ্ট, না। কারণ সেখানে ভোট বা ক্ষমতা দখলের অঙ্ক নেই। শুধু আছে অযোগ্যদের হাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ তুলে দেওয়ার দায়। এসবের পর সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের আসন ফাঁকা থাকার কারণও হয়তো আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। যখন ছাত্র-যুবরা দেখে মেধা দিয়ে চাকরি মেলে না, মেলে কেবল টাকার বিনিময়ে বা দলীয় নেতার সুপারিশে, তখন তারা এই রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও নিজেদের ভবিষ্যৎ খুঁজতে শুরু করে।

এই হাহাকার বাড়বেই, আর তার সঙ্গে আরও ফাঁকা হবে রাজ্যের সরকারি শিক্ষাঙ্গন। এভাবেই রাজনীতির লাগামহীন দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে রাজ্যের কয়েকটি প্রজন্ম অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে পা বাড়াচ্ছে। যোগ্যরা দিশেহারা। আর দোষীরা গাইছে মুক্তির গান।

স্ত্রী পড়ে নদীতে, স্বামীর দেহ গাছে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রবিবার সাতসকালে দম্পতির দেহ উদ্ধার হল ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের থারুঘাটিতে। পরিবারের দাবি, তাঁরা শনিবার সন্ধ্যা থেকেই নিরুদ্দেশ ছিলেন। রাত গভীর হলেও দুজনে বাড়ি না ফেরায় সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজখবর শুরু করে পরিবার। শেষপর্যন্ত এদিন ভোরে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হয় তারা। নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। তারপর খোঁজ নেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও।

অন্যদিনের মতোই এদিন সকালে কয়েকজন গ্রামবাসী গিয়েছিলেন সাহু নদীতে। প্রথমে তাঁদেরই নজরে আসে, এক মহিলার দেহ পড়ে রয়েছে নদীতে। সেখান থেকে ১৫০-২০০ মিটার দূরে জঙ্গলের ভেতরে একটি গাছে ঝুলছে এক ব্যক্তির দেহ। সেসময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান দম্পতির দুই ছেলে পাপন ও সুজন রায়। তাঁরা চিহ্নিত করেন দেহ দুটো তাঁদের বাবা-মায়ের।

মৃতদের নাম অণিমা রায় (৪২) ও তপন রায় (৫০)। অণিমার দেহ পড়ে ছিল ভক্তিনগর থানা এলাকার সাহু নদীতে। তপনের দেহ মিলেছে ভোরের আলো থানার বৈকুণ্ঠপুর

জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের পর থারুঘাটিতে জনতার ভিড়।

বনাঞ্চলের থারুঘাটি জঙ্গলে। তাঁরা পরিবারের সঙ্গে থাকতেন ভোলানাথপাড়ায়। খবর ছড়াতেই ভিড় জমতে শুরু করে ঘটনাস্থলে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা। খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে দম্পতির পরিবার।

তবে শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'স্ত্রীকে খুন করে স্বামী আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। মহিলার গলায় কোপের দাগ রয়েছে। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণও রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।'

তপন পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। ফাড়াবাড়িতে একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন অণিমা। রোজ সন্ধে ৬টায় কাজ শেষে স্ত্রীকে সাইকেলে চাপিয়ে কারখানা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন তপন। শনিবার সন্ধ্যাতেও তাঁকে আনতে যান। দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তাঁরা আর বাড়ি ফেরেননি। দুই ছেলের মধ্যে পাপন ফাড়াবাড়িরই অন্য এক ফ্যাক্টরির কর্মী। সুজন পেশায় টাইলস মিস্ত্রি। বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তাঁরা। এরপর থেকে প্রহর কেটেছে উদ্বেগে। ভোর হতেই পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে ফাঁড়িতে যান পাপনরা।

পাপনের দাবি, 'বাড়িতে কোনও অশান্তি ছিল না। বাবা গতকাল প্রতিদিনের মতোই মা-কে নিয়ে ৬টা নাগাদ কারখানা থেকে বের হয়। রাতে আমরা সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি বিষয়টি। মায়ের কানে সোনার দুল, গলায় সোনার চেন আর হাতে পলা বাঁধানো ছিল। কিন্তু যখন নদীর ধারে দেহটি দেখলাম, তখন সেসব কিছুই ছিল না।' তাঁর অভিযোগ, 'মায়ের গলায় দাগ ছিল। বাবার গলাতেও একটি চিহ্ন লক্ষ করেছি। কেউ বা কারা খুন করেছে ওদের।'

তদন্তে জানা গিয়েছে, তপনের কাজ ছিল মজুরিভিত্তিক। এর বাইরে আয়ের অন্য কোনও উৎস ছিল না তাঁর। অণিমার আয়ের ওপর অনেকটাই নির্ভর ছিল সংসার। বাড়ির নির্মাণকাজ চলছে। ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকতে পারে। টাকা নিয়ে কোনও সমস্যা চলছিল বলেও প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে তদন্ত আরও বাকি।

যদিও অণিমার দাদা ভবেন মণ্ডল এসব মানতে নারাজ। তাঁর যুক্তি, 'বাড়ির কাজ চলছে। বোন, বোনজামাই কাজ করত। তাদের ছেলেরাও উপার্জন করছে। সংসারে তেমন কোনও সমস্যা ছিল না।' ভবেন বলেছেন, 'ওরা আত্মহত্যা করতেই পারে না। এটা খুন। আমরা সঠিক তদন্ত চাই।'

ঘটনাস্থল থেকে দম্পতির বাড়ি হাঁটাপথে প্রায় ১৫-২০ মিনিট। অনিমার কর্মস্থল ৮ থেকে ১০ মিনিট। খবর পেয়ে এসেছিল আশিঘর ফাঁড়ি, ভক্তিনগর থানা ও ভোরের আলো থানার পুলিশ। দেহ দুটো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

খুনের অভিযোগ

- রোজকার মতো শনিবার অণিমাকে কাজ থেকে আনতে যান তপন
- তারপর থেকে দুজনের হদিস নেই, রবির ভোরে নিখোঁজের ডায়েরি
- সকালে গাছ থেকে উদ্ধার তপনের দেহ, নদীতে পড়ে ছিলেন অণিমা
- ছেলের দাবি, মায়ের চেন-দুল-বাঁধানো পলা উধাও
- আত্মহত্যা করে স্ত্রীকে খুনের তত্ত্ব মানতে নারাজ পরিবার

বশের সঙ্গে জুটিকে টার্নিং পয়েন্ট বলছেন বাভুমা

রেকর্ড নয়, সাফল্যে বিশ্বাসী : হার্মার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মুখ নয়, জবাব দিলেন ব্যাট হাতে। ‘বামন’ কটাক্ষে গুটিয়ে যাননি। চোয়াল শক্ত রেখেছিলেন টেম্বা বাভুমা। পরিণতিতে প্রায় ‘আনপ্লেয়বল’ পিচে লড়াকু ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলেন। তিক্ততা সরিয়ে ম্যাচ শেষে জড়িয়েও ধরলেন জসপ্রীত বুমরাহকে।

খুশিটা নিয়ে বাভুমা বলেছেন, ‘দারুণ একটা ম্যাচে অংশ নিলাম। জিতে ফিরতে পেরে আমরা উত্তেজিত। রাস্তাটা মোটেই সহজ ছিল না। দুর্দান্ত বল করল সবাই। নিয়মিত বোলিং বদল করেছি ব্যাটারদের চাপে রাখতে, যা কাজ করেছে।’ ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট

> কয়েক মাস আগে সাইমন আমাকে বলে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে মরিয়া। আমিও মরিয়া ছিলাম ওকে দলে ফেরাতে। কারণ আমরা চেয়েছিলাম, উপমহাদেশীয় সফরে (পাকিস্তান, ভারত) একঝাঁক দক্ষ স্পিনার নিয়ে আসতে।
>
> **টেম্বা বাভুমা**

হিসেবে সকালের সেশনে করবিন বশের সঙ্গে নিজের পার্টনারশিপের কথা তুলে ধরলেন।

বাভুমার দাবি, ‘আজ শুরুর দিকে উইকেট ঠিকঠাকই ছিল। মারাত্মক কিছু মনে হয়নি। নিজেদের দক্ষতার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। বসের সঙ্গে আমার জুটিটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একজন অধিনায়কের সাফল্য নির্ভর দলের ওপর। কৃতিত্ব তাই পুরো দলের প্রাপ্য। ব্যাটার হিসেবে আমি স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলাম। বিশ্বাস রেখেছিলাম টেকনিকে। যথাসম্ভব বল দেখে খেলার চেষ্টা করেছি।’

ভারতের মাটিতে বাভুমার অতীত রেকর্ড মোটেই আশাপ্রদ নয়। মরিয়া ছিলেন এই সফরে যা শুধরে নিতে। বলেছেন, ‘ভারতে আমার রেকর্ড ভালো নয়। কিন্তু সাফল্যের খিদে, বিশ্বাস নিয়ে পা রেখেছি। আগে ভারতে খেলেছি। ফলে এখানকার পিচ, পরিস্থিতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। সেই মতো টেকনিকে হালকা পরিবর্তনও করেছি, যা কাজে লেগেছে।’

কাগিসো রাবাদাকে ছাড়াই ভারত-বধ। দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া। বাভুমার মতে, দলের অন্যতম লিডার রাবাদা। ইডেন গার্ডেন্সে কাগিসো রাবাদাকে না পাওয়া ধাক্কা। বাকিরা কিন্তু অভাব ঢেকে দিয়েছে। স্পিনার, পেসার, উভয়ের জন্য পিচে রসদ ছিল। বোলাররা যা হাতছাড়া করেননি। ম্যাচের নায়ক ‘কোলপ্যাক’ চুক্তির কারণে দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা সাইমন হার্মারকে নিয়ে অজানা কথা সামনে আনলেন। বাভুমা বলেছেন, ‘কয়েক মাস আগে সাইমন আমাকে বলে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে মরিয়া। আমিও মরিয়া ছিলাম ওকে দলে ফেরাতে। কারণ আমরা চেয়েছিলাম, উপমহাদেশীয় সফরে (পাকিস্তান, ভারত) একঝাঁক দক্ষ স্পিনার নিয়ে আসতে।’

সুফল হাতেহাতে। পাকিস্তান সিরিজ ১-১ করার পর, ভারত সফরেও টেস্ট সিরিজে না হারার নিশ্চয়তা ইডেন-জয়ে। যে ম্যাচে আট উইকেট নিয়ে নায়ক স্বয়ং হার্মার। যার সুবাদে ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সফলতম স্পিনারের নজির। এক দশক আগে ২০১৫ সালের সফরে জোড়া ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন। ইডেনে আট শিকারে পূর্বসূরি পল অ্যাডামস ও ইমরান তাহিরকে (দুইজনেই ১৪টি করে) পিছনে ফেললেন হার্মার (১৭টি)।

হার্মার যদিও পরিসংখ্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। বলে দিলেন, ‘আমি পরিসংখ্যানে বিশ্বাসী নই। দলগত সাফল্যই শেষ কথা। সিরিজে এখনও একটা ম্যাচ বাকি। উপভোগ করতে চাই। বিশ্বাস ছিল, একটা পার্টনারশিপ হলে ম্যাচে ফিরব। বোলিংয়ে দরকার ছিল ঠিকঠাক জায়গায় বলটা রাখা। উইকেটে টার্ন ছিল। মিলিতভাবে আমরা যা কাজে লাগিয়েছি। জিতে সিরিজ শুরু করতে পেরে ভালো লাগছে।’

ভারতকে তুর্কি নাচন নাচিয়ে সাইমন হার্মার।

লজ্জার পরিসংখ্যান

১২৪ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের চতুর্থ ইনিংসের টার্গেট। যা তুলতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। এটা রানতাড়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর, যা ভারত তুলতে ব্যর্থ হল।

২০১০ প্রোটিয়ারা ২০১০ সালের পর ভারতে টেস্ট ম্যাচ জিতল। মাঝের ১৫ বছরে সাতটি ম্যাচ হেরেছিল তারা। একটি টেস্ট ড্র হয়।

৩২-২ ঘরের মাঠে টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ২০০-র কম রান তাড়া করতে নেমে ভারতের এটি দ্বিতীয় হার।

৯৩ ইডেন টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ভারতের স্কোর। যা টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে টিম ইন্ডিয়ার চতুর্থ সর্বনিম্ন রান। আগেরটি এসেছিল গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে।

নিজেদের পাতা ফাঁদে ডুবল ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৫৯ ও ১৫৩
ভারত-১৮৯ ও ৯৩
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০ রানে জয়ী)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : নিজেদের তৈরি গর্তেই চাপা পড়ল ভারতীয় দল।

কলকাতায় পা রেখেই পিচের চরিত্র বদলাতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন গৌতম গম্ভীর। ম্যাচের প্রথম ওভারেই অসমান বাউন্সে প্রমাদ গুনেছিলেন অনেকেই। আশঙ্কাই সত্যি। ব্যাটারদের বধ্যভূমিতে তিনদিনেই ম্যাচের যবনিকা পতন। টার্নিং পিচ বানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা-বধের বদলে গম্ভীর ব্রিগেডই বেলাইন।

লজ্জার ব্যাটিং, পিচ-ধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া। ১২৪-এর লক্ষ্যে ৯৩ রানে শেষ। ৩৫তম ওভারের শেষ বলে মহম্মদ সিরাজকে আউট করে বিজয় দৌড় কেশব মহারাজের। হেডকোচ শুকরি কনরাডের কোলে টেম্বা বাভুমা। কিছুটা দূরে শূন্য দৃষ্টি গম্ভীরের। হারের উত্তর, কারণ হয়তো হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। সবকিছু ছাপিয়ে গতবছর নিউজিল্যান্ড সিরিজের আতঙ্ক উঁকি মারা।

ঘূর্ণি পিচে কিউয়ি বধের ছক বুমেরাং হয়েছিল। হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় মুখ পুড়েছিল। সিরিজের তৃতীয় টেস্টে মুম্বইয়ে ১৪৭-এর লক্ষ্যে কিউয়ি স্পিনে ১২১ রানে গুটিয়ে যায় গম্ভীরের দল। রবিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সেই লজ্জার স্মৃতি ফিরল সাইমন হার্মারদের ঘূর্ণিতে। লো স্কোরিং ম্যাচের উত্তেজক দ্বৈরথে ৩০ রানে জিতে সিরিজ না-হারার নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত সেখানে ২২ নভেম্বর শুরু গুয়াহাটি টেস্টে নামবে সিরিজ হার বাঁচাতে।

দায় এড়াতে পারবেন না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কাঠগড়ায় খোদ হেডকোচ। গম্ভীর সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য দাবি করলেন, মোটেই ‘আনপ্লেয়বল’ পিচ ছিল না। অনভিজ্ঞ দল চাপ নিতে পারেনি। বাস্তব যাই হোক, গম্ভীর জমানায় এক বছরে ঘরের মাঠে আজ চতুর্থ হার, যেখানে আগের দশ বছরে হেরেছিল চারটিতে। ১৫ বছর পর ভারতের মাটিতে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকাও!

পিচ-অভিযোগ নস্যাৎ করতে তুলে ধরলেন বাভুমার ব্যাটিংকে, যা পুরোপুরি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। এদিন দক্ষিণ আফ্রিকা যখন শুরু করে, লিড ৬৩। হাতে শেষ ৩ উইকেট। একশোর মধ্যে গুটিয়ে দিয়ে ম্যাচ জয়ে বুঁদ ভারতীয় দল, সমর্থকরা। কিন্তু সকালের সেশনে করবিন বশকে (২৫) নিয়ে ৪৪ রানের জুটিতে যে আশায় জল ঢালেন বাভুমা। বাইশ গজে যে ছোটখাট চেহারার ‘দীর্ঘ’ ছায়ায় ঢাকা পড়ল গম্ভীরের দল।

> টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ১১টি ম্যাচে টেম্বা বাভুমার জয়ের সংখ্যা ১০। ড্র একটি। কোনও ম্যাচ হারার আগে বাভুমার ১০টি জয় টেস্ট অধিনায়কদের মধ্যে মাইক ব্রিয়ারলির সঙ্গে যুগ্ম সর্বাধিক।

ইডেনের ‘অদ্ভুতুড়ে’ পিচে বাকি ব্যাটারদের ক্রিজে টিকে থাকতে হিমশিম হাল, সেখানে জসপ্রীত বুমরাহ- কুলদীপ যাদবরা নড়াতে পারেনি বাভুমাকে! বেশিরভাগ বল খেললেন ব্যাটের মাঝ দিয়ে, মাথা নীচু করে বলের লাইনে গিয়ে। শেষপর্যন্ত ভারতের সামনে ১২৪ রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়ে প্রোটিয়া ইনিংসে যখন ইতি পড়ে ১৩৬ বলে বাভুমা অপরাজিত ৫৫।

রানের নিরিখে সহজ টার্গেট। পিচ, পরিস্থিতির সমীকরণে যদিও চিন্তার জায়গা প্রচুর। পিচের সঙ্গে টিম কম্বিনেশনও ঘেঁটে দেওয়া। মাত্র তিনজন জেনুইন ব্যাটার! চার-চারজন স্পিনার! টসের পর থেকেই প্রশ্ন উঠছিল। শিরে সংক্রান্তি শুভমান গিলের চোট। ইডেনে যখন ভারতীয় ব্যাটিং কার্যত কোমায়, তখন হাসপাতালে ভরতি অধিনায়ক। কারও মতে, ঘাড়েরই তো ব্যথা। না খেললেও উচিত ছিল ইডেনে থেকে দলকে উৎসাহ জোগানো।

১৫ বছর পর ভারতে টেস্ট জয়। উচ্ছ্বসিত কেশব মহারাজ, টনি ডি জর্জিরা।

বাকিরাও ব্যর্থ মানসিক চাপ নিতে। ব্যর্থ বাভুমার থেকে শিক্ষা নিতে। ইনিংসের চতুর্থ বলেই যশস্বী জয়সওয়ালের (০) আউট দিয়ে হারাকিরির শুরু। মার্কো জানসেনকে খোঁচা মেরে উইকেট উপহার। পরের ওভারে লোকেশ রাহুলকেও (১) সাজঘরের রাস্তা দেখান। বাড়তি বাউন্সে টলে যায় লোকেশের রক্ষণ। মহারাজকে (৩৭/২) নিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন ম্যাচের সেরা সাইমন হার্মার (২১/৪)। নিখুঁত লাইন-লেংথ এবং উইকেট থেকে পাওয়া টার্ন, বাউন্সকে কাজে লাগিয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন। শনিবার ইডেন ছাড়ার আগে বলেছিলেন, একশো প্লাস হলেও লড়াই হবে। নিজের কথার মর্যাদা রাখলেন।

লাঞ্চের পর খেল শুরু হার্মারের। একে একে বন্দি ধ্রুব জুরেল (১৩), ঋষভ পন্থ (১)। শুভমানের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব। যদিও চাপ সামলানোর বদলে জঘন্য ব্যাটিংয়ে হতাশ করলেন ঋষভ। ৩৮/৪ থেকে অবশ্য লড়াই বলতে ওয়াশিংটন সুন্দর-রবীন্দ্র জাদেজার যুগলবন্দি। যা পারদ চড়াচ্ছিল চল্লিশ হাজার দর্শকের গ্যালারিকে।

কিন্তু ফের হার্মারের স্পিন-ধাঁধায় স্বপ্নভঙ্গ দুইজনকে ঘিরে। প্রথমে জাদেজা (১৮), তারপর সুন্দরের (৩১) লড়াকু ইনিংসে ইতি টানেন। শেষদিকে অক্ষর প্যাটেল (১৭ বলে ২৬) ঝড় তুলে রংবদলের চেষ্টা চালালেও সফল হননি। শেষপর্যন্ত ৯৩-তে গুটিয়ে গিয়ে একরাশ লজ্জা নিয়ে ফেরা। ইডেনকে চুপ করিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের বিজয়োৎসব।

সামি-সুরজে ছুটছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মহম্মদ সামির (৬২/২) নয়া দৌড়। সঙ্গে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (২০/৩) স্কিল।

সামি-সুরজে ভর করে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির পাঁচ নম্বর ম্যাচে ভালো শুরু বাংলার। সামি-সুরজের সঙ্গে মহম্মদ কাইফও (৩০/২) বল হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন আজ। নিট ফল, কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সবুজ উইকেটে টসে জিতে অসমকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়ে তাদের উপর ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে বাংলা। মন্দ আলোর কারণে নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা আগে যখন আম্পায়াররা ম্যাচ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন, অসমের স্কোর তখন ১৯৪/৮। দিনের শেষে উইকেটে রয়েছেন অসম অধিনায়ক সুমিত ঘাদিগাঁওকার (অপরাজিত ৪৮) ও মোক্তার হোসেন (অপরাজিত ৮)।

সবুজ পিচে সকালের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে চার পেস বোলারে প্রথম একাদশ গড়া বাংলার শুরুটা দারুণ হয়েছিল। বল হাতে শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন সুরজ। পরে সামিও বল হাতে জ্বলে ওঠেন। শুরুতে উইকেট না পেলেও মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর সামিকে পরিচিত ছন্দে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে আজ। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘সামি দুর্দান্ত বোলিং করেছে আজ। একা সামির কথা বললে ভুল হবে, আমাদের সব বোলারই ভালো করেছে।’ স্কোরবোর্ড অবশ্য বলছে, অসমের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষকে ঘরের মাঠে সবুজ উইকেটে চার পেসার নিয়ে খেলার পরও প্রথম দিনে অলআউট করা যায়নি। যার নেপথ্য কারণ হিসেবে সামনে আসছে, অসমের ব্যাটারদের বেশ কয়েকটি খোঁচা উইকেটকিপার অথবা স্লিপের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, অসমের রানটা আরও একটু কম থাকা উচিত ছিল। লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘ওদের ২৫-৩০ রান বেশি দিয়ে ফেলেছি আমরা। আসলে অসম ব্যাটারদের বেশ কিছু খোঁচা উইকেটকিপারের হাতে না গিয়ে বাউন্ডারি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও বলব, কাল ওদের দ্রুত অল আউট করে আমাদের বড় রান করতে হবে।’

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অসম ১৯৪/৮
(৭৭ ওভারে, প্রথম দিনের শেষে)
প্রদ্যুন্ন সইকিয়া ৩৮
স্বরূপম পুরকায়স্থ ৬২
সুমিত ঘাদিগাঁওকার অপরাজিত ৪৮

বাংলা
মহম্মদ সামি ৬২/২
সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ২০/৩
মহম্মদ কাইফ ৩০/২

সৌজন্য।। টেস্ট জয়ের টেম্বা বাভুমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। ছবি : ডি মণ্ডল

এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই : গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পিচ তুমি কার? ব্যাটারদের? নাকি বোলারদের? নাকি শুধুই স্পিনারদের?

এমন প্রশ্নের জবাব সহজে পাওয়া যাবে না ক্রিকেটমহলে।

আড়াই দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের পর প্রশ্নটা উঠছে। প্রবলভাবেই উঠছে। ছয় বছর পর ক্রিকেটের নন্দনকাননে বসেছিল টেস্টের আসর। নিয়মিতভাবে গ্যালারির বড় অংশে ক্রিকেটপ্রেমীদের হাজিরা রাজকীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের পাশে সিরিজে পিছিয়ে পড়ল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে পিচ নিয়ে বিতর্ক আরও জোরদার হল। রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলেদের মতো কিংবদন্তিরাও ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে হতাশ সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মতোই।

ব্যতিক্রম একজনই। তিনি ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই তিনি ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে টার্নার পিচের আবদার করেছিলেন। গত মঙ্গলবার থেকে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরু থেকেও ভারতীয় দলে আলোচনা ও নজরে শুধুই বাইশ গজ। টিম ইন্ডিয়া যেমন পিচ চেয়েছিল, তেমনই তৈরি করে দিয়েছিলেন কিউরেটারও। অথচ, পছন্দের পিচ পাওয়ার পরও ম্যাচ হারতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। কোচ গম্ভীর অবশ্য এমন হারের জন্য পিচকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। বরং আগামীদিনেও ভারতের মাটিতে তিনি এমন পিচ চাইবেন, ইডেন টেস্টে হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এমন কথাই ঘোষণা করেছেন গুরু গম্ভীর।

উইকেটে কোনও জুজু ছিল না। পিচ বিপজ্জনকও ছিল না। এমন পিচ নিয়ে ভারতীয় দলের কোচ বলছেন, ‘ইডেনের পিচ বিপজ্জনক ছিল না। খেলার উপযোগী ছিল। টেম্বা (টেম্বা বাভুমা), ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর),

> ইডেনের পিচ বিপজ্জনক ছিল না। খেলার উপযোগী ছিল। টেম্বা (টেম্বা বাভুমা), ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর), অক্ষররা (অক্ষর প্যাটেল) তো এই পিচেই রান করল। জানি না পিচ নিয়ে কেন এত কথা বলা হচ্ছে।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

অক্ষররা (অক্ষর প্যাটেল) তো এই পিচেই রান করল। জানি না পিচ নিয়ে কেন এত কথা বলা হচ্ছে।’ ইডেনের উইকেটকে ঘূর্ণি বলে মানতেও রাজি নন ভারতীয় দলের কোচ। গম্ভীরের কথায়, ‘স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলাররা ইডেনের পিচে বেশি উইকেট পেয়েছে। এমন পিচে ব্যাটারদের টেকনিক, মানসিক শক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রয়োজন হয় ভালো রক্ষণের। এই কাজটা আমরা সফলভাবে করতে পারিনি।’ ইডেন পিচ বিতর্কে কাঠগড়ায় ইডেনের কিউরেটারও। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরের গলায় কিউরেটারের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে। গম্ভীরের কথায়, ‘আমরা যেমন পিচ চেয়েছিলাম, তেমনই পেয়েছি। কিউরেটারও অত্যন্ত সাহায্য করেছেন। ১২৪ রান অবশ্যই তাড়া করা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু আমরা সেটা পারিনি। স্পষ্ট বলছি, এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই।’

সোমবার বিশ্রাম রয়েছে ভারতীয় দলের। মঙ্গলবার সকালে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন করার কথা। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হারের ময়নাতদন্ত চলছে প্রবলভাবে। সেই ময়নাতদন্তে ভিলেন ইডেনের পিচ। গম্ভীর সেই যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা টেস্ট জিতলে পিচ নিয়ে এত কথা হত বলে মনে হয় না। আবারও বলছি, এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই।’ একটা সময় ছিল, যখন ভারতের মূল শক্তি ছিল স্পিন। ঘরের মাঠে ভারতীয় ব্যাটাররা ঘূর্ণির বিরুদ্ধে ব্যাটিং করতে জানতেন। সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলেছে। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের স্পিন খেলার টেকনিকও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। গম্ভীর অতীতের সঙ্গে কোনও তুলনায় না গিয়ে বলেছেন, ‘অতীতের প্রজন্মের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। আমাদের দলে অনেক তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। সময়ের সঙ্গে ওদের অভিজ্ঞতা বাড়বে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, টেস্টের আঙিনায় সফল হতে হলে মানসিক দৃঢ়তার খুব প্রয়োজন। এই জায়গায় আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।’

সেই উন্নতি হওয়ার আগে লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার জন্য আর কত কলঙ্ক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেটাই দেখার।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া হল গিলকে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ঘাড়ের ব্যথা অনেকটা কমেছে। রাতের দিকে ভালো ঘুমও হয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রাতরাশও করেছেন। দিনের একটা বড় সময় টিভির দিকে তাঁর নজর ছিল।

সবমিলিয়ে দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। রবিবার সন্ধ্যাতেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ভারত অধিনায়ক। গতকাল সকালে ঘুম ভাঙার পর ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। মাঠে হাজির হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজ করেছিলেন। সেই সময় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে ওয়াশিংটন সুন্দর আউট হওয়ার পর ব্যাট করতেও নেমেছিলেন গিল। সাইমন হার্মারের বলে সুইপ শট খেলার পর ফের ঘাড়ে সমস্যা শুরু হয় তাঁর। পরে আর মাঠে দেখা যায়নি ভারত অধিনায়ককে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে শুভমানকে ভারতীয় সাজঘর থেকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাম্বুল্যান্সে। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে।

তখনই বোঝা গিয়েছিল গিলকে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে আর পাওয়া যাবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। আজ সকালে তিন নম্বর দিনের খেলা শুরুর সময়ই ভারতীয় দলের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, শুভমান ইডেন টেস্টে ফিরছেন না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই টিভির দিকে নজর ছিল গিলের। জানা গিয়েছে, সতীর্থদের ব্যাটিং তাঁকে হতাশ করেছে। উডল্যান্ডস হাসপাতাল সূত্রের খবর, ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সময়ের সঙ্গে যখনই উইকেট পতন হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার, তখনই হতাশার আঁধারে ডুবে গিয়েছেন শুভমান। দুপুরের দিকে সিরাজের উইকেট পতনের মাধ্যমে যখন টিম ইন্ডিয়ার ৩০ রানে হার ও সিরিজে পিছিয়ে পড়া নিশ্চিত হয়ে যায়, তারপরই হাসপাতালের কেবিনের টিভি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন টেস্টে হারের পর ভারত অধিনায়ক যখন হতাশায় ডুবে, তখনই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গিলের কেবিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় চিকিৎসকদের কাছে ভারত অধিনায়কের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়েও জানতে চান মহারাজ।

দেখতে যান সৌরভ

ঘাড়ের কাহিল অবস্থার পাশে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা। এমন অবস্থার পর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, ২২ নভেম্বর থেকে গুয়াহাটিতে শুরু হতে চলা সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে কি গিল ফিরতে পারবেন দলে? গতকালের পর আজও হাসপাতালের আইসিইউ বিশেষ কেবিনে ভর্তি থাকা ভারত অধিনায়ককে নিয়ে চলছে জল্পনা। যদিও টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্রের খবর, গুয়াহাটি টেস্টে প্রবলভাবে অনিশ্চিত অধিনায়ক গিল। যদিও দলের তরফে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে দ্রুত তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তারপরও রয়েছে সংশয়।

শুভমান ঠিক কবে ফিট হতে পারবেন, সময় বলবে। হয়তো আগামীকাল তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে। কিন্তু তারপরও গুয়াহাটি টেস্টে শুভমানের খেলার সম্ভাবনা বেশ কম।

গোতির সঙ্গে একমত নন কুম্বলেরা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : স্পিনের জাল বিছিয়ে বিপক্ষকে বন্দি করো- গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের এই স্ট্র্যাটেজি ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে কাজে আসেনি। উলটে নিজেদের পাতা ফাঁদে তলিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ৩০ রানে লজ্জাজনক হার হজম করেছে টিম ইন্ডিয়া। হারের পর ঋষভ পন্থদের হেডস্যার গম্ভীর জানিয়েছেন, পিচে কোনও জুজু ছিল না। ব্যাটাররাই নিজেদের প্রয়োগ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও এই ধরনের ঘূর্ণি পিচে খেলতে চান। যদিও পিচ নিয়ে গম্ভীরের বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না অনিল কুম্বলে, চেতেশ্বর পূজারারা।

ভারতের হারে হতাশ কুম্বলে বলেছেন, ‘আমি অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে ইডেনে খেলতে এসেছি। কিন্তু ইডেনে এরকম পিচ আগে কখনও দেখিনি। ইডেনের পিচ নিয়ে গোতির (গম্ভীরের ডাকনাম) বিশ্লেষণ শুনলাম। ও বলছে, আগামীদিনেও এরকম পিচেই খেলতে চায়। গম্ভীরের ব্যাখ্যা আমার কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে। ভারতীয় দল ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তরুণ ব্যাটারদের আত্মবিশ্বাস পাওয়ার জন্য বড় রান দরকার। সেখানে গম্ভীরের ব্যাখ্যা বোধগম্য হচ্ছে না।’

একই সুরে টিম ইন্ডিয়ার আরেক প্রাক্তনী পূজারা বলেছেন, ‘গোতিভাইয়ের সঙ্গে একম হতে পারছি না। এখানে ব্যাটিং একেবারেই সহজ ছিল না। এই ধরনের পিচে ব্যাটারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই রকম ঘূর্ণি পিচে খেলার জন্য আলাদা প্রস্তুতি দরকার। আমার মনে হয় না, ভারতীয় দল পুরোপুরি তৈরি হয়ে মাঠে নেমেছিল।’

ছুটি বাতিল করে মঙ্গলবার অনুশীলন টিম ইন্ডিয়ার

সাজঘরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গুরু গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ঝুলে যাওয়া কাঁধ। শরীরী ভাষায় অদ্ভুত শূন্যতা। মুখচোখে বিস্ময়ের ঘোর!

এ যেন এক অন্য ভারতীয় দল। ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে হারের ঘণ্টাখানেক পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা যখন টিম বাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল শশ্মান ফেরত শবযাত্রী। মাথা নীচু মহম্মদ সিরাজ, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরদের। ঋষভ পন্থের মুখে সবসময় থাকে হাসি। সেই হাসিও আজ উধাও। জসপ্রীত বুমরাহকে দেখে মনে হল, যেন সদ্য পিতৃবিয়োগ হয়েছে। সাজঘর থেকে বেরিয়ে বিধ্বস্ত শরীরটাকে নিয়ে টিম বাসের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন।

> ভারতীয় দল যা উইকেট চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। কিন্তু এমন উইকেটে ব্যাটিং করতে হলে স্কিল, টেকনিক, টেম্পারামেন্টের প্রয়োজন হয়। সেটাই দেখলাম না ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

অথচ, এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। পছন্দের টার্নার পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। বুমরাহর পাঁচে শুরুটাও দারুণ হয়েছিল। কিন্তু তারপরই সব ‘উলটে দেখুন পালটে গিয়েছে হয়ে গেল’। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীরও তাঁর দলের ব্যাটারদের মানসিকতা, স্কিল, টেকনিক নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন। যে পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা আজ দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই পিচেই লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেলরা প্রমাণ করলেন তাঁরা স্পিন-পেস কোনওটাই ভালোভাবে খেলতে জানেন না। দুপুর ২.১১ মিনিটে কেশব মহারাজের ঘূর্ণিতে সিরাজের খোঁচা স্লিপে আইডেন মার্করামের হাতে তালুবন্দি হওয়ার পরই উৎসব শুরু হয়েছিল প্রোটিয়াদের।

ইডেন টেস্ট জয়ের পর বাভুমারা যখন সাজঘরে নিজস্ব স্টাইলে সেলিব্রেশন করছিলেন। ঠিক পাশের সাজঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর দলের পারফরেমেন্স নিয়ে ক্রিকেটারদের উপর কোচ গম্ভীর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বলে খবর। ভারতীয় ব্যাটারদের মানসিকতা, টেম্পারামেন্ট, স্কিল নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। কঠিন পিচে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমার ব্যাটিংয়ের উদাহরণও গম্ভীর তুলে ধরেছেন ভারতীয় সাজঘরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট হেরে পিছিয়ে পড়ার পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনাও বাতিল করেছেন কোচ গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, মঙ্গলবার সকালে ইডেনে গুয়াহাটি টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর ডাক দিয়েছেন গুরু গম্ভীর।

আউট হওয়ার পরই ম্যাচের ভাগ্য বুঝে যান জাদেজা।

‘পিচেরই ফাঁদ পাতা ভুবনে।’

খেলা শুরুর আগে থেকেই চর্চায় ছিল ইডেনের বাইশ গজ। সেই বাইশ গজে আড়াই দিনে খেলা শেষ। চাহিদামতো পিচ পাওয়ার পরও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের সমস্যাটা কী হল? বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সিএবি সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলে গেলেন, ‘ভারতীয় দল যা উইকেট চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। কিন্তু এমন উইকেটে ব্যাটিং করতে হলে স্কিল, টেকনিক, টেম্পারামেন্টের প্রয়োজন হয়। সেটাই দেখলাম না ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে।’

হায়রে গম্ভীরের ভারত।

'৯০-এর জার্মানি দলে সুযোগ দিতেন মেসিকে

আমাদের খেলায় গতি কম ছিল : ম্যাথাউস

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পাঁচতারা হোটেলের ছোট্ট ঘরে ঢুকেই তিনি নিজেই এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে পরিচিতি হলেন। শুধু তাই নয়, কথা বলার সময়েও দেখা গেল বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলতেই পছন্দ করেন ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপজয়ী। বেঙ্গল সুপার লিগের আয়োজকদের সৌজন্যে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল লোথার ম্যাথাউসের সঙ্গে। তিনিও সকাল থেকে প্রচুর ছোটাছুটির পরও নিজেকে মেলে ধরতে দ্বিধা করলেন না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেই নাকি আপনাকে দিয়েগো মারাদোনার নামটা শুনতে হয়?

ম্যাথাউস : একদম ঠিক বলেছেন। আসলে আমাদের সময়ে মারাদোনা ছিল বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলার। তাঁকে নিয়ে কথা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আমার ঠিক পরে (মুখে মজার হাসি নিয়ে চোখ টেপেন)। তাই আমাদের মধ্যে মাঠে শত্রুতা থাকাটাই স্বাভাবিক। ক্লাব ও দেশের হয়ে খেলার সময়ে ছেড়ে কথা বলার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আমাদের এই শত্রুতা মাঠের মধ্যেকার। ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। বলতে পারেন, মাঠের বাইরে আমরা ছিলাম ফুটবল-বন্ধু। যেমন ধরুন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আর লিওনেল মেসি, দুইজনে হয়তো একে অপরের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে যায় না। মাঠে নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ঝামেলা আছে। কিন্তু ওরা ফুটবল-বন্ধু। অর্থাৎ একে অপরকে সম্মান করে। আমার এবং মারাদোনার মধ্যেও সেটাই ছিল। ও আমাকে বড় ফুটবলার তৈরি হতে সাহায্য করেছে, আমি ওকে।

প্রশ্ন : আপনি যাঁদের কথা বললেন সেই রোনাল্ডো ও মেসির মধ্যে কে সেরা সেটা নিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে বিতর্ক। এঁদের মধ্যে আপনার প্রিয় কে? আপনার মতে, ৯০-এর জার্মানি দলে এঁদের মধ্যে কে সুযোগ পেতে পারতেন?

ম্যাথাউস : দুইজনেই দুর্দান্ত। আমি মেসির ভক্ত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মেসি এগিয়ে আছে রোনাল্ডো থেকে। দুজনে দুই ধরনের ফুটবলার। মেসির স্কিল হল নজরকাড়া। আর রোনাল্ডোর খেলায় শক্তি, গতি, একটা পাওয়ারফুল শট। দুইজনেই গোল করলে দেখবেন, আপনার মাথার মধ্যে মেসিরটার রেশ থেকে যাবে। মানে মেসির ভালো খেলার রেশটা লম্বা সময়ের, আর রোনাল্ডোরটা একটু কম সময়ের। আমরা ভাগ্যবান যে এঁদের দুইজনকে এক সময়ে পেয়েছি। এবার আপনি বুঝতেই পারছেন, আমাদের ৯০-এর দলে মেসিকেই নিতে চাইতাম। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে পারি, এখন যখন আমাদের সময়ের খেলা দেখি তখন মনে হয় যেন আমরা স্লো-মোশনে খেলতাম। এখন খেলায় গতি, শক্তি, চকিতে চলে যাওয়া, এগুলো অনেক বেশি ভালো হয়েছে। আমরা অনেক বেশি শ্লথগতিতে খেলতাম, অনেক বেশি জায়গা, সময় নিয়ে খেলেছি। এখন ফুটবলটাই বদলে গেছে। কোনও তুলনা হয় না।

প্রশ্ন : শেষ দুটো বিশ্বকাপেই জার্মানি গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে গিয়েছে। এরকম কেন হল? আর টনি ক্রুজের পরিবর্ত কে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ম্যাথাউস : দেখুন রাশিয়া আর কাতারে যা পারফরমেন্স আমাদের, তাতে আমি অত্যন্ত অখুশি। আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ ফুটবলাররা। কিন্তু কী জানেন, এরকম হয়। ইতালিকে দেখুন। আমরা যা করেছি সেটুকু করতে পারলেই ওরা খুশি হত। কারণ ওরা বিশ্বকাপে খেলারই সুযোগ পায়নি। তার মানে এই নয় যে আমি সাফাই গাইছি। সত্যিই আমরা এর থেকে ভালো করতে পারতাম। এর থেকে ভালো খেলার মতো ফুটবলার আমাদের আছে। সারা বিশ্বের সব বড় বড় ক্লাবে দেখুন জার্মানির ফুটবলাররা খেলছে। কিন্তু দল হিসাবে জার্মানিকে ভালো খেলতে হবে। ভালোবেসে, আবেগ নিয়ে দেশের জন্য খেলতে হবে। আর এগুলো উসকে দেওয়া কোচের কাজ।

আইএফএ-র তরফে স্মারক তুলে দেওয়া হল লোথার ম্যাথাউসের হাতে। -ডি মণ্ডল

> এই নয় যে মেসি এগিয়ে আছে রোনাল্ডো থেকে। দুইজনে দুই ধরনের ফুটবলার। মেসির স্কিল হল নজরকাড়া। আর রোনাল্ডোর খেলায় শক্তি, গতি, একটা পাওয়ারফুল শট। দুইজনেই গোল করলে দেখবেন, আপনার মাথার মধ্যে মেসিরটার রেশ থেকে যাবে।
> -লোথার ম্যাথাউস

প্রশ্ন : ভবিষ্যৎ তারকা হিসাবে কাদের দেখছেন?

ম্যাথাউস : জুডে বেলিংহাম, জামাল মুসিয়ালা, ফিল ফোডেন, আমাদের ফ্লোরিয়ান রিৎজ, যে লিভারপুলে খেলে। আরও হয়তো কিছু নাম আছে, যাঁদের আমি চিনি না। তবে লামিনে ইয়ামাল অবশ্যই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম। আমরা নিশ্চয় আর একটা মেসি, আরও একটা রোনাল্ডো পাব।

প্রশ্ন : বিশ্বকাপ খেলার ক্ষেত্রে এখনকার সঙ্গে আপনাদের খেলার সময়ের পার্থক্য কী?

ম্যাথাউস : এখন ফুটবলারদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। এখন সবার চোখের আড়ালে থাকলেও মানুষ সব জেনে যায়। কিন্তু আমাদের সময়ে এরকম ছিল না। সামাজিক মাধ্যম ছিল না তো! তখন আমরা রেস্তোরাঁ বা কফি শপে গেলেও কেউ আমাদের ছবি তুলে পোস্ট করে দিত না। এখন বাইরের চাপ অনেক বেশি।

প্রশ্ন : জার্মান ফুটবলে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ম্যাথাউস : ব্রাজিলে যেমন পেলে, আমাদের দেশে ফ্রাঞ্জ। আমরা প্রতিদিন ওঁর অভাববোধ করি। উনি শুধু আমাদের কাছে একজন ফুটবলার, সতীর্থ কী কোচ ছিলেন না। উনি আমার কাছে দ্বিতীয় বাবার মতো। আমি ওঁর অধিনায়ক ছিলাম। ট্যাকটিকস আলোচনা করতেন। কী দল খেলানো হবে। ওঁর আস্থা ছিল আমার উপর।

প্রশ্ন : শেষ প্রশ্ন, আপনি ৯০'-এর বিশ্বকাপে আগে দুই গোল করলেও ফাইনালে কেন পেনাল্টি নিতে যাননি?

ম্যাথাউস : আজ তাহলে গল্পটা বলি। আসলে আমি সেদিন একটা নতুন জুতো পরে নেমেছিলাম। আর একেবারেই স্বচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম না। সেটা আমি আন্দ্রেস বেহমেকে বলি। ও সেদিন নিজে এগিয়ে গিয়ে পেনাল্টি নেয় এবং গোল করে।

একদিনে নয়, একদিন সম্ভব

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি প্রসঙ্গে জার্মান কিংবদন্তি

ভক্তদের উদ্দেশে লোথার ম্যাথাউস। ছবি : ডি মণ্ডল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কলকাতায় এলেন লোথার ম্যাথাউস। দিনভর ব্যস্ত রইলেন বিভিন্ন কর্মসূচিতে।

রবিবার কাকভোরে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটাতে নামমাত্র বিশ্রাম। সকাল সকাল পৌঁছে গেলেন দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত স্কুলে। সেখানে বেশ কয়েকটি স্কুলের নির্বাচিত খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে মাঠে ঘণ্টাখানেক সময় কাটান তিনি। এরপর শ-দেড়েক ফুটবল শিক্ষার্থীকে নিয়ে ম্যাথাউসের মাস্টারক্লাস। পরে খুদে ফুটবলারদের অটোগ্রাফের আবদারও মেটান।

ব্যস্ত কর্মসূচির মাঝেও সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা মেজাজে পাওয়া গেল ম্যাথাউসকে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে একের পর এক হতাশজনক পারফরমেন্সে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ভারতীয় ফুটবল। শুধু বড় লিগ, ফুটবলে সফল দেশ থেকে কোচ আনলেই যে রাতারাতি ফুটবলে উন্নতির জোয়ার আসবে এমন ভ্রান্ত ধারণা কাটানোর পরামর্শ দিলেন ম্যাথাউস। সম্প্রতি ফিফা বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাওয়া কেপ ভার্দের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, 'এক দশক আগে কেপ ভের্দে ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫০-এর নীচে ছিল। আজ তারাই বিশ্বকাপে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফল এই সাফল্য। ভারতের ক্ষেত্রেও ৩-৪ বছরের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। অগ্রগতির জন্য সরকার, ফেডারেশন, ক্লাব সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।'

বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে ভারতে এসেছেন লোথার। সেই লিগ নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী জার্মান কিংবদন্তি। একইসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, 'একটা শক্তিশালী লিগ অবশ্যই ফুটবলের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে পারে। তবে ফুটবলের উন্নতির জন্য পরিকল্পনামাফিক বয়সভিত্তিক কাঠামোও তৈরি করতে হবে ভারতে।' ফুটবলে উন্নতির স্বার্থে লিগে অবনমনের পক্ষেই সওয়াল করলেন তিনি। ম্যাথাউস বলেছেন, 'অবনমন যে কোনও প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও মান দুইটিই বাড়াতে সাহায্য করে। আমেরিকার মেজর লিগ সকারে অবনমন নেই এই কথা ঠিক। তবে ওখানে প্রতিযোগিতার পরিকাঠামো অনেক শক্তিশালী।'

এদিকে রবিবার সন্ধ্যায় নবনির্মিত যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বেটন কাপ ফাইনালেও হাজির ছিলেন জার্মান কিংবদন্তি। সোমবার সকালেই দেশে ফিরছেন তিনি।

বাংলাদেশে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাংলাদেশে খালিদ জামিলের দল।

এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের পাঁচ নম্বর ম্যাচ খেলতে শনিবারই দল নিয়ে ঢাকা পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় দল। রবিবার সকালে হোটেলেই একটা সেশনের পর বিকেলে মাঠে নেমে অনুশীলনও করালেন জাতীয় দলের হেড কোচ। যদিও ম্যাচটা নিয়মরক্ষার কিন্তু তাতে দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতায় কোনওরকম পরিবর্তন আসেনি বলে মনে করেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু, 'ম্যাচটা খেলার সময়ে একইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। আমাদের দুই দেশের কাছেই সবসময় এটা বড় ম্যাচ।' বাংলাদেশের বিপক্ষে অতীতে তিন ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই গুরপ্রীত বলেছেন, 'এখানকার দর্শকও একইরকম মনোভাব নিয়ে মাঠে আসবেন কারণ ম্যাচটা ভারতের বিরুদ্ধে। তাই মাঠ ও মাঠের বাইরে শক্ত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা নিয়েই নামতে হবে। হয়তো খেলাটা উচ্চমানের নাও হতে পারে। দল হিসাবে আমাদের সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি থাকতে হবে।' গত মার্চে নিজেদের ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র করা থেকেই সম্ভবত ভারতীয় দলের যাবতীয় সমস্যার শুরু। যার ফলস্বরূপ এখনও একটাও ম্যাচ জিততে পারেননি সন্দেশ ঝিংগানরা। সেই ম্যাচে অধিনায়কত্ব করা ডিফেন্ডার সেসব মনে না রেখে মাঠে নামতে চান। তাঁর বক্তব্য, 'নিজেদের সেরাটা দিতে হবে, এটা মাথায় রেখেই আমরা মাঠে নামব।' তিনি অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে আগে এখানে খেলে গিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'এখানকার মানুষ ফুটবল পছন্দ করেন। এবং সাংঘাতিক আবেগ নিয়ে নিজেদের দলকে সমর্থন জানান।' ২০১৭ সালের এএফসি কাপে বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে ঢাকায় খেলতে এসে ঢাকা আবাহনীর কাছে হেরে ফিরতে হয় গুরপ্রীত ও সন্দেশকে। তাই দেশের এক নম্বর গোলকিপারও বলছিলেন, 'আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এখানে খেলাটা মোটেই সহজ নয়। প্রতিবেশী বলেই হয়তো আমাদের বিপক্ষে জেতার বাড়তি তাগিদ থাকে বাংলাদেশের কাছে।'

বাংলাদেশে এইমুহূর্তে রাজনৈতিক সমস্যা চলছে। তাই শনিবার ভারতীয় দল ওখানে পৌঁছানোর পর থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছেন সন্দেশরা। হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকেই তাঁদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিকেলে ট্রেনিংয়ের সময়েও ছিল পুলিশিবাহিনী। কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে হোটেলেই থাকতে হচ্ছে ফুটবলারদের। সন্দেশ বলেছেন, 'বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে ধন্যবাদ ওদের আতিথেয়তার জন্য। তাছাড়া এখানে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়, সেটা আমাদের আসার আগেই বলে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস ও স্থানীয় অথরিটির উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা এখানে খেলতে এসেছি। তাই শুধু নিজেদের খেলা নিয়েই ভাবছি। আমাদের কোনও অসুবিধা বা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নেই।' মঙ্গলবার ঢাকা ন্যাশনাল স্টেডিয়ামেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে খবর।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলকাতা লিগ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে লোথার ম্যাথাউস। -ডি মণ্ডল

লোথারকে দেখে আবেগে ভাসলেন জেসিনরা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : রবিবার জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউসের আগমনে আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জৌলুস আরও বেড়ে গেল।

এদিন জার্মান কিংবদন্তির হাত থেকে পুরস্কার নিল গতবারের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। ১৯৯০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে সামনে থেকে দেখে আবেগে ভাসছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। লোথার নিজেও প্রতিটি ফুটবলারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন।

জার্মান কিংবদন্তির সঙ্গে কথা বলে ঘোরের মধ্যে রয়েছেন গতবার লিগের সর্বাধিক গোলস্কোরার জেসিন টিকে। তিনি বলেছেন, 'ম্যাথাউসের সঙ্গে কথা বলতে পারাটা আমার সৌভাগ্য। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার কোন পা শক্তিশালী। কোন পায়ে বেশি গোল করেছি।' জেসিনের মতো একই অবস্থা বাকিদের। মিডিও তন্ময় দাস বলেছেন, 'আমাকে একঝলক দেখেই লোথার জিজ্ঞেস করেন, আমি মিডফিল্ডে খেলি কি না। পরে আবার বলেছেন, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি কড়া ট্যাকেল করো।'

এদিন আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ২০২৪-'২৫ মরশুমের প্রতিটি ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন, রানার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দল, জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে রানার্স দল ও মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবলে রানার্স দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আজ যুব লিগের ডার্বি

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সোমবার অনূর্ধ্ব-১৮ এলিট লিগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। দুই দলের কাছেই এটা প্রথম ম্যাচ। বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'ছেলেরা ডার্বির গুরুত্ব জানে। কোনও বাড়তি চাপ অনুভব করছি না।' ম্যাচটি সকাল সাড়ে দশটায় মোহনবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

জমকালো বেটন কাপ ফাইনাল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : নাচ, গান, লেজার শোয়ে জমজমাট বেটন কাপ ফাইনাল। রবিবার যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামে ফাইনালের মঞ্চেই যুব বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে, হকি বেঙ্গলের সভাপতি সুজিত বসু, মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও বাংলা হকির অন্যতম মুখ গুরবক্স সিং। সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয় ফাইনাল ম্যাচ। ম্যাচের মাঝেই মাঠে প্রবেশ করেন দিকপাল জার্মান ফুটবলার লোথার ম্যাথাউস। এদিকে ফাইনালে এয়ারফোর্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে ১২৬তম বেটন কাপ চ্যাম্পিয়ন হল আর্মি রেড। ম্যাথাউস পুরস্কার তুলে দেন চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে।

এএফসি-তে আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সোমবার মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ইরানের ক্লাব বাম খাতন এফসি। ইরানিয়ান এই ক্লাবটি ঘরোয়া লিগে ১১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাছাড়া গতবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটেও উঠেছিল বাম খাতন। ফলে লড়াইটা বেশ কঠিন হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

উত্তরের খেলা

ব্যাডমিন্টন কোর্ট উদ্বোধন

মাথাভাঙ্গা, ১৬ নভেম্বর : সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ব্যাডমিন্টন কোর্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল রবিবার। উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক সুশোভন মণ্ডল। সংস্থার ব্যাডমিন্টন আহ্বায়ক চিন্ময় মিত্র বলেছেন, 'ব্যাডমিন্টন কোর্ট প্লাস্টিক ও ত্রিপল দিয়ে ঘেরা ছিল। মেঝে ছিল কংক্রিটের। বর্তমানে সেটি টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং কোর্টে আধুনিক ম্যাট পাতা হয়েছে।' সংস্কারের ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যাডমিন্টন অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে তিনি জানান।

রানার ৬ উইকেট

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রীতি ম্যাচে সদর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন ১১ রানে জেনকিন্স স্কুল অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। প্রথমে সদর গর্ভমেন্ট ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৬ রান তোলে। অরূপ কুণ্ডু ৩৩ রান করেন। জবাবে জেনকিন্স ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৮৫ রানে আটকে যায়। রানা রায় ১০ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট।

Late Rangalal Baul
1910-1997 (17th. November)
Heart rending memory that cannot be covered by anything on this earth.
- Sujata Baul (Daughter)

ম্যাচের সেরা হয়ে সমীরচন্দ্র সেন। ছবি : তুষার দেব

এস্তেভাওয়ের খেলায় মুগ্ধ আন্সেলোত্তি

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে সেনেগালকে ২-০ গোলে হারাল ব্রাজিল। সাম্বা ব্রিগেডের কোচ হিসাবে চতুর্থ জয়ের স্বাদ পেলেন কার্লো আন্সেলোত্তি।

লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে প্রথমার্ধে দুই গোল করেন তরুণ প্রতিভা এস্তেভাও ও অভিজ্ঞ ক্যাসেমিরো। ম্যাচের পর এস্তেভাওকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন ব্রাজিল কোচ আন্সেলোত্তি। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই জাতীয় দলের জার্সিতে প্রথম গোলের দেখা পেয়েছেন পালমেইরাসের এই প্রতিভাবান ফুটবলার। এস্তেভাওয়ের সার্বিক খেলায় মুগ্ধ ইতালিয়ান কোচ।

আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'এস্তেভাওয়ের প্রতিভা অবিশ্বাস্য। এত কম বয়সে ওর থেকে এমন পরিণত ফুটবল দেখে আমি বিস্মিত। মাঠে যেমন প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক তেমনই নির্ভুল ফিনিশিং। সে খুবই প্রভাবশালী ফুটবলার। আমি নিশ্চিত, এস্তেভাওয়ের হাতে ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ নিরাপদ।'

গোলের পর ব্রাজিলের এস্তেভাও।

রিইউনিয়ন ক্রিকেট শুরু

দেওয়ানহাট, ১৬ নভেম্বর : ধমপুর হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেট রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে সুপার সিনিয়ার ব্যাচ ৪ রানে ২০১২-'১৩ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে সিনিয়ার ১০ ওভারে ৮৬ রান তোলে। সুব্রত সরকার ১১ রান করেন। জবাবে ২০১২-'১৩ ব্যাচ ৮২ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা সুব্রত পেয়েছেন ৩ উইকেট।

২০১৪ ব্যাচ ৯ উইকেটে ২০১০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১০ ব্যাচ প্রথমে ৪৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সমীরচন্দ্র সেন পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে ২০১৪ ব্যাচ ৪.৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ তুলে নেয়। ২০২২ ব্যাচ ২ উইকেটে ২০০৯ ও '২০ সংযুক্ত ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে সংযুক্ত ব্যাচ ৬১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ভাস্কর নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০২২ ব্যাচ ৬.২ ওভারে ৮ উইকেটে ৬২ রান তুলে নেয়। ২০১৬ ব্যাচ ৮৫ রানে ২০১৮ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১৬ প্রথমে ১৩৬ রান তোলে। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ গুটিয়ে যায় ৫১ রানে। ম্যাচের সেরা সুমন দাস নিয়েছেন ৪ উইকেট।

বড় জয় রিফাতের

ক্রান্তি, ১৫ নভেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার রিফাত এন্টারপ্রাইজ মসজিদ মোড় ৮ উইকেটে ফিনিক্স একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে ফিনিক্স ১২ ওভারে ৯২ রানে সব উইকেট হারায়। সাজাত আলি ২১ রান করে। শামিম আলম ৪ উইকেট পেয়েছে। রফিকুল ইসলাম নেন ৩ উইকেট। জবাবে রিফাত ৮.১ ওভারে ২ উইকেটে ৯৩ রান তুলে নেয়। আরশিক ইকবাল লাবু ৩০ ও ম্যাচের সেরা শামিম ৩৯ ও বিজন ঘোষ ৩৩ রান করেন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ক্রান্তি ২২ রানে ক্রান্তি স্টার ইলেভেনের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শাহিদ আফ্রিদি ৬২ রান করেন। সত্যজিৎ রায় পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্টার ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ৮২ রানে আটকে যায়। মহম্মদ সিরাজ ৩৫ রান করেন। প্রমোদ রায় পেয়েছেন ৩ উইকেট।

শনিবার ইউনিভার্সাল একাদশ ৯ রানে ক্রান্তি নাইট রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে ইউনিভার্সাল ৯ উইকেটে ১০৭ রান তোলে। জবাবে নাইট রাইডার্স ১১.৪ ওভারে ৯৮ রানে অল আউট হয়।

মাথাভাঙ্গাকে জেতালেন ঝর্ণা

জামালদহ, ১৬ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের প্রীতি ফুটবলে রবিবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১-০ গোলে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে।

জামালদহ তুলসী দেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা মাথাভাঙ্গার ঝর্ণা অধিকারী।

তন্ময়ের ৮৯

দেওয়ানহাট, ১৬ নভেম্বর : দেওয়ানহাট হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০১৬ ব্যাচ ১৯ রানে ২০২৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৬ প্রথমে ৮ ওভারে ৮৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রেজাবুল ৩৪ রান করেন। জবাবে ২০২৫ আটকে যায় ৬৫ রানে।

২০০১ ব্যাচ ৩ রানে জয় পেয়েছে ২০০০ ব্যাচের বিরুদ্ধে। ২০০১ ব্যাচের ৭৯ রানের জবাবে ২০০০ ব্যাচ ৭৬ রানে আটকে যায়। ২০০০ ব্যাচের রানা অধিকারী ৩৮ রান করে ম্যাচের সেরা হন। ২০১৯ ব্যাচ ৪৪ রানে হারিয়েছে ২০১১ ব্যাচকে। তাদের ৮৭ রানের জবাবে ২০১১ ব্যাচ ৪৩ রানে আটকে যায়। জয়ী দলের অনিকেত সরকার ও অর্ক পণ্ডিত যুগ্মভাবে ম্যাচের সেরা হন। ২০১৩ ব্যাচ ৫৬ রানে ২০২৪ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। তাদের ১০৭ রানের জবাবে ২০২৪ গুটিয়ে যায় ৫১ রানে। ম্যাচের সেরা ফারুখ আহমেদ ৩ উইকেট নেন। ২০০৪ ব্যাচ ৮০ রানে ২০২৩ ব্যাচকে পরাস্ত করে। ২০০৪ প্রথমে ১৩১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা তন্ময় বর্মন ৮৯ রান করেন। জবাবে ২০২৩ সব উইকেট হারায় ৫১ রানে।

চ্যাম্পিয়ন স্পার্চুয়ালি

চৌধুরীহাট, ১৬ নভেম্বর : বামনহাট যুব সংঘ ও বিএন রায় ফুটবল অ্যাকাডেমির বিএন রায় এবং পিকে দাস ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল খারিজা কাকড়িবাড়ি স্পার্চুয়ালি স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব।

রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে জিতেছে কোচবিহার খেলাঘরের বিরুদ্ধে। নিতেশ বারলা ও ফাইনালের সেরা অজয় খেরওয়ার গোল করেন।

খেতাব জয়ের পর খারিজা কাকড়িবাড়ি স্পার্চুয়ালি স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব। ছবি : শুভদীপ চক্রবর্তী

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অশোক অড়াওন - কে 12.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 60K 86837 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবন বদলে দেওয়ার জন্য এবং আমাকে কোটিপতি বানানোর সুযোগ দেওয়ায় আমি ডিয়ার লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। এমন এক অবিশ্বাস্য সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ডিয়ার লটারি অনেক মানুষের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি এনেছে এবং তাদের মধ্যে একজন হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।